

ଶ୍ରୀଦାନକେଳି ଚିନ୍ତାମଣିଃ ।

ଶ୍ରୀପାଦ ରଘୁନାଥ ଦାମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣୀତଃ ।

ଶ୍ରୀହରିଦାମ ଦାମ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରକାଶିତଃ ।

প্রাপ্তিস্থান—

- ১। শ্রীহরিদাস দাস,
শ্রীধাম নবদ্বীপ,
পোড়াঘাট,
হরিবোল কুটীর।
- ২। শ্রীযামিনী মোহন সেন, কবিরাজ
শ্রীগোপীনাথ বাজার,
শ্রীবৃন্দাবন।
- ৩। শ্রীযুক্ত স্বর্ণ কুমার ঘোষাল—
শ্রীবলদেব মন্দির—
২৫ নং গ্রে স্ট্রীট,
কলিকাতা।

Printed by Nirmal Kumar Sil at the
UNITED PRESS.
29, Grey Street, Calcutta.

শ্রীদানকলি চিত্তামণিঃ ।

শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রণীতঃ ।

(সাব্বয়-বঙ্গানুবাদঃ)

শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিতঃ ।

শ্রীধাম নবদ্বীপ

(হরিবোল কুটীর)

প্রথম সংস্করণম্ ।

উৎসর্গ-পত্র ।

পরম পূজ্যপাদ—

শ্রীশ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস বাবাজি

মহান্ত মহারাজের শ্রীশ্রীকরকমলেষু—

প্রাণের গোবিন্দ দাদা,

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ্চাত্য শিক্ষার গৌরবে অহঙ্কৃত হইয়া যখন ধরাকে সরা জ্ঞান করিতাম, তখন তোমার জনৈক প্রিয়তম সেবকের রূপা-ইঙ্গিতে ৮পুরীধামে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে যাইয়া তোমার অহৈতুকী রূপামৃতে নিরন্তর অভিষিক্ত হইয়াছি, তোমার মুখে শ্রীশ্রীরাধা-রমণের বার্তা-সুধা নিরবধি পান করিয়া পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। জীবনের ধারা পরিবর্তন হইয়াছে—আমার ক্ষুদ্রতা ও অযোগ্যতা জানিয়াও তুমি শ্রীশ্রীনিতাইগৌর-সীতানাথের শ্রীচরণসেবায় নিযুক্ত করিয়া প্রতিসেবা-কার্য্য শিক্ষা দিয়াছিলে, নিজ বার্কক্যজনিত ক্লেশ দূরে পরিহার করিয়াও নিজেই সেবা করিয়া সেবা শিখাইয়াছ—নিজে না খাইয়াও সাধু বৈষ্ণবাদি ভোজন করাইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছ, সংসার যাহাকে ঘৃণা করিত, তুমি তাহাকে কোলে নিয়া কত আদর, কত প্রীতি, কত স্নেহ করিয়াছ—তুমি পতিতের বন্ধু ও অনাথের আশ্রয় ছিলে, যে একদিনের জন্তও তোমার অমৃত-মধুর সঙ্গ পাইয়াছে, সেই তোমার গুণ-গৌরব মুক্তকণ্ঠে গাহিতেছে এবং গুণে ঝুরিতেছে—তাই বলি দাদা গো আমার ! আবার কি ঐ হরিদাস ঠাকুরের মঠে পবিত্র মধুর ভণ্ডসনে সেবাকার্য্য শিখাইবে না ? আর কি নিজাঙ্গ সেবা-দানে এই অভাগাকে কৃতকৃতার্থ করিবে না ? হায় ! শ্রীধাম নবদ্বীপে সহ-ভোজন, ধূলিদান, লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন ক্রমে গঙ্গাপতনাদি অপূর্ব লীলা-বিনোদে আর কি তোমাকে পরিকরগণসহ দেখিতে পাইব না ? সেই সুমধুর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনন্দগ্রাম বর্ষাণা প্রভৃতি লীলাস্থলী দর্শনে এ দাসানুদাসকে সঙ্গে নিয়া শ্রীশ্রীরাধা-রমণের বার্তা-সুধা আর কি আশ্বাদন করাইবে না ? শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমায় পরমানন্দভরে সেই ধূলিদান লীলা, সেই খঞ্জন নটন-লীলা ইত্যাদি আর কি অভাগার দর্শন-পথে আসিবে না ? শ্রীরাধারমণের অতি প্রিয় সেবা বলিয়া অশ্রুসিক্ত-নয়নে শ্রীরাধাকুণ্ডের ঝাড়ু-সেবাদিও

কি আর সমর্পণ করিবে না? দাদা, এই অভাগা তোমার কোনই আদেশ বিন্দুমাত্রও পালন করিতে পারে নাই—তোমাকে বিন্দুমাত্র ও ভালবাসিতে জানে নাই—তাই বুঝি এখন চোখের আড়ালে গিয়াছ—শ্রীশ্রীরাধারমণ, শ্রীল নবদ্বীপ দাদা প্রভৃতি প্রিয়গণসহ নিত্যলীলা আশ্বাদন করিতেছ। কিন্তু দাদা, এখনও তোমার শান্তি নাই, এখনও অভাগার হিতানুসন্ধানই করিতেছ—এখনও তোমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ দ্বারা সেই অপার্থিব ভালবাসার কথাই শুনাইতেছ—তুমি কাঙ্গাল দেখিতে ভালবাসিতে, তাই তোমার জনৈক প্রিয় দাস তোমার অভাগাকে কাঙ্গালও সাজাইয়াছেন।

প্রাণের দাদা গো আমার! তোমার হরিদাস শ্রীবৃন্দাবনে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাসগোস্বামি-মহোদয়ের রচিত অপূর্ব ‘দান কেলি চিন্তামণি’ নামক গ্রন্থরত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছে—এই অমূল্য রত্ন মহামোহাক্ষ অভাগা প্রথমতঃ তোমার প্রিয়ভৃত্য শ্রীগিরিধারীজির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল—তিনি অস্থানে স্থিতি-নিবন্ধন ভ্রমপ্রমাদাদি মণি-মালিণ্য পরিহার পূর্বক সুচারু মালা-গ্রন্থনাভিপ্রায়ে তোমার জনৈক প্রিয় অনুজার নিকট প্রেরণ করেন; তাঁহারই প্রযত্নে ও আগ্রহাতিশয্যে শ্রীলনরহরি সরকার ঠাকুরের বংশাবতংস শ্রীপাদ রাখালানন্দ শাস্ত্রী এবং শ্রীশ্রীসীতানাথ-বংশ-ভূষণ শ্রীযুক্ত আনন্দ গোপাল গোস্বামী প্রভূপাদ প্রভৃতি অশেষ বিশেষে নানাভাবে নানাছন্দে এই চিন্তামণির সুমাল্য রচনা বিষয়ে যৎপরোনাস্তি সাহায্য করিয়াছেন—যদি তুমি আজ প্রকট-লীলায় থাকিতে, তবে এই সুগ্রন্থিত চিন্তামণি-মালা তোমাকে পরাইয়া অভাগার মনের সাধ মিটাইতাম—সে যাহা হউক, ত্রিকাল-সত্য তোমাদের লীলায় এখনও বর্তমানই আছে—তাই তোমারই সুপবিত্র করকমলে এই গ্রন্থ-রত্ন উৎসর্গ করিতেছি—তুমি শ্রীশ্রীরাধারমণকে এবং শ্রীল নবদ্বীপদাদা, শ্রীযুক্ত মাধব দাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি প্রিয়গণকে আশ্বাদন করাইবে এবং এই আশীর্বাদ করিবে যেন তোমাদেরই শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া—তোমাদেরই জয়গান করিয়া—এই গ্রন্থরত্নের প্রতিপাত্ত বিষয়টী হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি। ইতি—

তোমার স্নেহাকাজী—

“হরিদাস”

পূর্বাভাস ।

ভক্ত পাঠকগণের বহুদিনের বাসনা আজ ফলবতী হইল। শ্রীমান্ হরিদাস দাস বাবাজীবনের গ্রন্থ-সঙ্কলন-সাধনার সুধাময় ফলে অধুনা পরম পূজ্যপাদ ষড়গোস্বামীর একতম ভক্তকুল-ভাস্কর শ্রীরাধারস-সুধানিমগ্ন শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহোদয় রুত “শ্রীদানকেলি চিন্তামণি” গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইলেন। এই গ্রন্থ সম্পাদনে শ্রীমান্ বাবাজী মহাশয়ের যে কত ক্লেশ, কত যত্ন ও কত প্রকার শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা তৎকৃত ‘অবতরণিকা’ পাঠে পাঠকগণ কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন। যাহারা গাহ’স্থ্য স্বীকার না করিয়া বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন পূর্বক ভজন সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা সুশিক্ষিত, তাঁহারা যদি রূপা করিয়া শ্রীপাদ গোস্বামী মহোদয়গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, এবং জনসাধারণের হিতার্থে মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধক প্রেমভক্তি-বিষয়ক শ্রীগ্রন্থাদি এইরূপে সংগ্রহ করিয়া অন্বয়, টীকা, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত করেন, তবে তাহাতে একদিকে যেমন তাঁহাদের নিজের নিত্য সাধন কার্য্য তত্ত্ব ও লীলাগ্রন্থ অধ্যয়নে সুসম্পন্ন হয়, অপর দিকে জনসাধারণের পক্ষেও সেই সকল গ্রন্থ পঠন পাঠনাদি দ্বারা অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এইরূপে বিলুপ্ত-প্রায় গ্রন্থ সমূহ কালের বিধ্বংসী হস্ত হইতে সুরক্ষিত হইয়া মহাজনগণের কীর্তিস্তম্ভ জগতে অক্ষুণ্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে সংরক্ষণের সূচুপায়ও হয়। তত্ত্ব ও লীলাগ্রন্থ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মধ্যে যে অধিকাংশ ভজন-সাধন প্রণালী অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, মনন ইত্যাদি ইহাতে যেমন পরিলক্ষ হয়, অণ্ড কোনও প্রকারে তাদৃশ স্বারস্ত্র সহকারে সম্পন্ন হইতে পারে না। এবিষয়ে শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামীর উক্তি এই—“এই বহু বিঘ্ন-সমাকুল কলিকালে লীলারস নিষেবণ ভিন্ন ছরস্ত্র সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায়ান্তর নাই।” সুতরাং এই শ্রেণীর উচ্চতম ভজন-সহায়ক গ্রন্থের অনুশীলনে ভজন-ব্যাপার যে অতীব সুখে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমি অতীব প্রগাঢ় যত্নের সহিত এই শ্রীগ্রন্থের অক্ষরাবলী পাঠ করিয়া একান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি। শ্রীপাদ দাস গোস্বামীর এই গ্রন্থখানা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে ইহার ভাষা-বৈভবে, সুমধুর লালিত্য-পূর্ণশব্দ-

বিজ্ঞানসে, সহজবোধ্য সমাসবদ্ধ পদ-মাধুর্য্যে, আলঙ্কারিকগণের সর্ব্বথা সমা-
দরণীয় শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার প্রয়োগ-গৌরবে—সাহিত্য হিসাবে এই
'ভাণিকা' গ্রন্থখানি অতীব শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্তির উপযুক্ত। সর্ব্বোপরি
যে রস কাব্যের প্রাণ, এবং যে চমৎকারিত্ব সেই রসের সার বলিয়া আল-
ঙ্কারিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের সেই মধুর রস
বিলাসের পরাকাষ্ঠা এই 'ভাণিকায়' প্রদর্শিত হইয়াছে ; কবিত্বের
নানাবিধ গুণে শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস মহোদয় যে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী
মহাশয়ের আনুগত্য-ফলে কি পরিমাণে তাহার সহিত অভেদত্ব-ভাব
বিশিষ্ট হইয়াছিলেন—এই গ্রন্থ পাঠে তাহার উচ্চতম সন্ধানই পাওয়া
যায়। যদি এই গ্রন্থে ইহার নিষ্কাশন-কর্ত্তা শ্রীল দাস গোস্বামীর নাম
অঙ্কিত না থাকিত, তবে এই গ্রন্থ যে সর্ব্বাংশে শ্রীপাদরূপে নির্ম্মিত, ইহা
মনে স্থান দিতে কাহারও বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিত না। এই নাতি-
বৃহৎ গ্রন্থখানি এতই মধুর, এতই সুন্দর, এতই রসচমৎকারিত্বজনক এবং
এতই প্রেমিক ভক্তগণের চিত্তাকর্ষক হইয়াছেন, যে স্বয়ং পাঠ না করিলে
আমার এই ক্ষুদ্র উক্তি দ্বারা কাহারও সেই ধারণাই হইবে না।

নাটকীয় কাব্যে 'ভাণ' সাধারণতঃ অতি রসময়—যে 'দান কেলি
কৌমুদী' লিখিয়া শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী মহোদয় শ্রীমদ্ রঘুনাথের 'ললিত
মাধব' গ্রন্থপাঠ জনিত মহাবিরহ-বিগ্নু হৃদয়েও প্রফুল্লতা সঞ্চারিত করিয়া-
ছিলেন—সেই মহারস-সিন্ধুতে নিমজ্জনের ফলে শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর
হৃদয়ে যে তৎসদৃশ রসপ্রসবনের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই গ্রন্থখানি সেই
অন্তঃপ্রবাহিত মহারসেরই সুস্পষ্ট বাহ্য প্রকাশ। 'দানকেলি কৌমুদী' ও
'দানকেলি চিন্তামণি' এক-বিষয়ক গ্রন্থ, কিন্তু আমরা এই উভয়ের সমা-
লোচনা পূর্ব্বক অভিমত প্রকাশ করিতে কোন প্রকারেই সমর্থ হইব না ;
উভয়েই সম্প্রদায়ার্চ্য—উভয়েই বিশ্ব-বৈষ্ণবগণের মহাসুহৃৎ—উভয়েই
সমুন্নত সমুজ্জল আনন্দ চিন্ময় ব্রজরস সামগ্রীর পরিবেষক। ইহাদের
কাহারও সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না—সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে,
ভাবগান্তীর্য্যে, ভাষা-বৈভবে, ভাব-গৌরবে এই দুই গ্রন্থের মধ্যে কোন
বিষয়ে কোন স্থলে কাহারও বর্ণনা যে অধিকতর মনোমদ, তৃপ্তিপ্রদ ও
চিত্তপ্রসাদক, তাহার সমালোচনা করা এস্থলে আমি মহাধৃষ্টতা বলিয়াই
মনে করি। সুতরাং সেইরূপ দুঃসাহসে ও অগ্রায় কার্য্যে প্রবৃত্ত না
হইয়া আমি পাঠকদিগের প্রেমভক্তিরসময় চিত্তের দ্বারে কেবল এই

আবেদন লইয়াই উপস্থিত হইতেছি যে তাঁহারা ত 'দানকেলি কৌমুদী' আশ্বাদন করিয়াছেন—এখন একবার ভগবৎ কৃপাপ্রদত্ত আমাদের নেত্র সমক্ষে সমানীত এই 'দানকেলি চিন্তামণি' গ্রন্থখানি একবার পাঠ করুন—দেখিবেন পাঠ করিতে করিতে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন—সমালোচনা বুদ্ধি দূরীকৃত হইয়াছে এবং কি জানি কেমন এক অত্যাশ্চর্য্য অতীন্দ্রিয় নিত্যানন্দময় রাজ্যে চিত্ত উন্নীত হইয়া ব্রজ রসের সুধাস্বাদভোগে নিমজ্জিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থে প্রথম হইতে 'ভাণিকা'র যাহা উপাদান—ভাণিকার যাহা সৌষ্ঠব—ভাণিকার কেলি-কলহ বাক্যের যে বিদগ্ধতা—দানের যে মহাসৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বৈভবময় দ্রব্য-নির্গয় এবং তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে উভয়পক্ষের কেলি-কলহজনিত 'রসকন্দল'—ইহার সকলই ভক্তচিত্তের একান্ত আনন্দ-প্রদায়ক। গিরি রাজের দৃশ্যাবলী, মানস গঙ্গা তটবর্তী বনরাজির পত্রপুষ্প প্রচারজনিত কানন সুসমার বর্ণন—কবিগণেরও সমাস্বাদ। প্রেমিক ভক্তপাঠকগণ এই মহাসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় অপ্রাকৃত রাজ্যের সৌভাগ্যক্রমে একবার সন্দর্শন পাইলে বুঝিতে পারিবেন যে এই জগৎ একেবারে কত নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং এখানকার ভোগ সুখাদি কতই তুচ্ছ। মনে বাসনা ছিল যে ইহার প্রত্যেক বিষয়—এমন কি অধিকাংশ পত্রেরই ভাব রস ও সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যৎকিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক আমার সমভাবাপন্ন সুহৃদ্বর্গের নেত্রসমক্ষে আশ্বাদনার্থ সমুপস্থাপিত করিব, কিন্তু এ'সম্বন্ধে মৌখিক বা লিখিত ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করা 'মূকাস্বাদানবৎ' অসম্ভব, বিশেষতঃ এই মহাজরাগ্রস্ত অস্তিম বার্কিক্যের অপটুতায় সেই বাসনা এই জন্মে আর ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং আমার পরমপ্রীতিভাজন স্নেহাম্পদ বাবাজীবনের প্রতি আন্তরিক কল্যাণ কামনা করিয়াই আমার ক্ষুদ্র অভিমত অভিব্যক্ত করিলাম। আশা করি, কৃপাময় পাঠকগণও এই গ্রন্থরস-সুধাস্বাদনে বিমুগ্ধ হইবেন এবং প্রকাশকের অজস্র শ্রম চিন্তা ও যত্নপূর্ব্বক পট্যাংশের সংস্কৃত ভাষায় অন্বয় এবং বঙ্গানুবাদ সম্পাদনের জন্ত ভগবানের শ্রীচরণে তাঁহার অনন্ত কল্যাণ কামনা করিবেন। ইতি শম্—

১৫ই আশ্বিন—৪৫১ গোরাব্দ

২৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

শ্রীরসিকমোহন দেবশর্মা

বিদ্যাভূষণ।

অবতরণিকা ।

“শ্রীশ্রীদানকেলি চিন্তামনি”—নামক গ্রন্থরত্নের রচয়িতা শ্রীপাদ-রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহোদয় । গোড়ীয় বৈষ্ণব জগতে তাঁহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না । যিনি কৈশোরের প্রারম্ভেই “ইন্দ্রসম রাজ্য ও অপ্সরা সমা স্ত্রী” পরিত্যাগ করিয়া—পিতামাতার বহু চেষ্টাও বহু অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৃহত্যাগ পূর্বক নীলাচলে গমন করেন, ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর বৈরাগ্যব্রত উদ্‌যাপন করিয়া শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের সহিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লাভ করেন, যিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রদত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন—যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিরহে গোবর্দ্ধনে ভৃগুপাত পূর্বক দেহত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্রীশ্রীরূপসনাতনের রূপামৃতে অভিষিক্ত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবল বৈরাগ্যসহকারে শ্রীরাধা গিরিধারীর ভজনসংকীৰ্ত্তনে অষ্টপ্রহর অতিবাহিত করিতেন—সেই দাস গোস্বামী মহোদয়ের কথা কে না অবগত আছেন ?

শ্রীপাদ দাস গোস্বামী তিনখানা গ্রন্থরত্ন প্রণয়ন করিয়াছেন । ভক্তি রত্নাকরে (৫৯ পৃঃ) প্রকাশ -

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয় ।

সুবমালা নাম সুবাবলী যারে কয় ॥

শ্রীদান চরিত মুক্তাচরিত মধুর ।

যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ যায় দূর ।

তথাহি— রঘুনাথভিধেয়শ্চ তয়ো মির্ভত্বমীযুষঃ ।

সুবমালা দানমুক্তাচরিতং কৃতিষুদিতম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীব্রজধাম-বর্ণন-প্রধান ‘সুবাবলী’ ও মুক্তা ক্রয়-বিক্রয় ছলে শ্রীরাধামাধবের পরিহাসমঙ্গল বাক্যোবাক্য-বর্ণনাত্মক ‘মুক্তা-চরিত—’ ইতঃপূর্বে মুদ্রিত হইয়াছেন—কিন্তু দানচরিত বা দানকেলিচিন্তামনি *

* ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত ‘দানচরিতই’ যে আমাদের ‘দানকেলি চিন্তামনি’—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । বোধ হয় সংস্কৃত শ্লোকের ‘মুক্তাচরিতে’র

এতদিন লোকলোচনের অন্তরালে ছিলেন—সম্প্রতি শ্রীপাদ দাস গোস্বামীর রূপায় মুদ্রিত হইয়াছেন !

ইহার আনুমানিক রচনা কাল ১৪৭১ হইতে ১৪৭৫ শকের মধ্যে বলিয়াই মনে হয় ; কারণ শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রণীত শ্রীদানকেলি কৌমুদী গ্রন্থ প্রকাশের পরেই শ্রীল রঘুনাথ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ; কৌমুদী ১৪৭১ শকে রচিত হইয়াছেন, + কাজেই তৎপর ৩৪ বৎসরের মধ্যেই এই গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করিলে বিশেষ অসংলগ্ন হয় না ।

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণ মহাবিপ্লবলন্তরস-প্রধান ‘ললিতমাধব’ নাটক প্রণয়নাতে শ্রীপাদ রঘুনাথকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন । শ্রীল রঘুনাথ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া উন্মত্তবৎ কখন ও বা ঐ গ্রন্থরত্ন বুকে ধরিয়া অশ্রুধারায় ধরণীতল অভিষিক্ত করিতেন, কখনও বা “হা রাধে ! প্রাণেশ্বরী !!” বলিয়া মূচ্ছিত হইয়া অচেষ্টভাবে শায়িত থাকিতেন । বলা বাহুল্য যে শ্রীপাদ দাসগোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডতে শ্রীমতীর নিত্য-সান্নিধ্য লাভ করিলেও ক্ষণকালের বিরহেই অতিশয় কাতর ও অস্থির হইতেন । তত্পরি নিত্য-বিরহসূচক ললিত-মাধবের ঘটনা-পারম্পর্য্যে মহাবিরহ-সাগরে নিপাতিত শ্রীদাসগোস্বামীর প্রাণরক্ষাও দুর্বিষহ হইয়াছিল । শ্রীল রূপগোস্বামী শ্রীমদ রঘুনাথের এতাদৃশী ভাব-বিহ্বলতা ও প্রেমোন্মাদনার কথা শুনিয়া হাস্য-পরিহাসময় নিত্য-সন্তোগ রস-প্রচুর শ্রীদানকেলিকৌমুদী নামক গ্রন্থরত্ন প্রণয়ন পূর্ব্বক দাস গোস্বামিকে পাঠাইয়া শোধন-ব্যপদেশে ললিতমাধব ফিরাইয়া আনেন । শ্রীদাসগোস্বামিচরণও রসান্তরে মনোনিবেশ করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থতালভ করিলেন এবং তৎপরে স্বয়ংও মুক্তাচরিত ও দানকেলিচিন্তামণি নামক অতুলনীয় সন্তোগরস-মাধুর্য্য-পরিপূরিত গ্রন্থরত্নদ্বয় প্রণয়ন করেন । শ্রীমদ

সান্নিধ্য-বশতঃই বাঙ্গালায় ও ‘দানচরিত’ নাম দিয়া থাকিবেন । Theodor Aufrecht প্রণীত Catalogus Catalogorum নামক গ্রন্থ তালিকা পুস্তকেও ‘দানকেলি চিন্তামণি’ বলিয়াই উল্লেখ আছে । দানকেলি চিন্তামণি—a poem, describing the dalliance between Radha and Krishna.

গতে মনুশতে শাকে চন্দ্র-স্বরসমন্বিতে ।

নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাগিকেয়ং বিনির্মিতা ॥

রূপ গোস্বামী দানকেলিকৌমুদীতে শ্রীরঘুনাথের কথাই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন—

যথা (১) প্রস্তাবনায়—“যদেষ নিয়োগেন সুহৃদামুরূপকভিদাং দানকেলি কৌমুদীং নাম ভাণিকামভিনেতুমুত্তমোহস্মি” ।

(২) ভরতবাক্যে—

রাধাকুণ্ডতটীকুটীরবসতি স্ত্যক্তাগ্রকর্মা জনঃ
সেবামেব সমক্ষমত্র যুবয়ো যঃ কর্তুমুৎকণ্ঠতে ।
বৃন্দারণ্য-সমৃদ্ধিদোহদপদক্ৰীড়াকটাক্ষহ্যতে !
তর্ষাখ্যস্তরুরস্য মাধব ! ফলী তূর্ণং বিধেয় স্তৃয়া ॥

(৩) গ্রন্থসমাপন সময়ে—

গ্রথিতা সুমনঃ-সুখদা যস্য নিদেশেন ভাণিকা-অগিরম্ ।
তস্য মম প্রিয়সুহৃদঃ কুণ্ডতটীং ক্ষণমলঙ্করিতাম্ ॥

এই গ্রন্থে শ্রীরাধা গোবিন্দের নৈমিত্তিক দানলীলাই বর্ণিত হইয়াছেন । উপনন্দ পুত্র সুভদ্রের পত্নী কুন্দলতা—শ্রোত্রী এবং তাঁহার সখী সুমুখী-বক্ত্রী । গোবর্দ্ধন গিরির পাদমূলে গোবিন্দকুণ্ডে মহর্ষি ভাগুরি যজ্ঞ করিতেছেন—শ্রীরাধাদি গোপীগণ শ্রীকুণ্ড হইতে নব্যা গব্যাদি স্বীয় শিরোদেশে বহন করিয়া যাইতেছেন—গিরিরাজের শিরোদেশে শ্রীকৃষ্ণ ও সখাসমূহ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অপূর্ব দানঘাটী রচনা করিয়া দণ্ডায়মান—নাগর নাগরী উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া পরস্পর রূপ মাধুরী পান করিতেছেন—মধুমঙ্গলের ইন্দ্রিতে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ শ্রীরাধাদি গোপী-

(১) আমার সুহৃজ্ঞানের নিয়োগে (প্রীতি-বিধানার্থ) উপরূপক-নামক দৃশ্যকাব্যের অবান্তর ভেদ ‘দানকেলি-কৌমুদী’ নামক এই ভাণিকা অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ।

(২) হে মাধব ! সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস পূর্বক তোমাদের সাক্ষাৎ সেবা লাভের জগ্ৰ সমুৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার মনোরথ শীঘ্রই পূর্ণ কর ; যেহেতু তোমার ক্রীড়া-কটাক্ষই বৃন্দারণ্যবাসীদের সর্বাভীষ্টদান-কারী ।

(৩) যে প্রিয়-সুহৃৎ শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাসের জন্য সজ্জনগণের সুখ-দায়িকা (পুষ্পশোভিত সুখদায়িকা) ভাণিকা রূপ এই মালা রচনা করিয়াছি, ইহা তাঁহার কুণ্ডতট-দেশকে ক্ষণকালও অলঙ্কৃত করুক ।

গণকে অবরোধ করিলেন - তখন বাদবিবাদরূপ পরিহাসাত্মক বাক্যভঙ্গি-
বিজ্ঞাসে দান গ্রহণ ছলে শ্রীরাধারাগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ণনাও তত্তদঙ্গ-বিশেষের
সন্তোষ প্রার্থনা আরম্ভ হইল—যখন এই বাদবিবাদ চরমসীমায় উঠিল এবং
ব্রজসুন্দরীগণ ঘৃতঘটী সমূহ মস্তক হইতে উত্তারণ করিয়া গিরিরাজের
পাদদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন—তখন হঠাৎ নান্দীমুখী আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখেও শ্রীকৃষ্ণ রস-চাঞ্চল্য বিস্তার করিতে
থাকিলে এবং শ্রীরাধাও কপটক্রোধভরে কটাক্ষবাণে শ্রীমসুন্দরকে জর্জরিত
করিতে থাকিলে নান্দীমুখী নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে উভয় পক্ষের শান্তি-
বিধান করিলেন এবং নির্জন গিরিগুহায় যুগলকিশোরের মিলনানন্তর
শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গমন করিলেন—শ্রীরাধাও গণসহ গোবিন্দকুণ্ডে
বজ্রশালায় উপস্থিত হইলেন—তখনও উভয় গোষ্ঠীতে এই দানবিনোদ
বার্তার আলোচনায় পরমানন্দ লাভ হইতে লাগিল।

এই গ্রন্থখানি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর রূপা-প্রস্তুত বলিয়া স্বয়ং শ্রীদাস-
গোস্বামীও উল্লেখ করিয়াছেন (২।১৭৪-১৭৫) এবং শ্রীরূপচাকুরণাজমূলে
স্বীয় বিনয়গর্ভবাক্যপুষ্পাজলি ও বহুশঃ সমর্পণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।
বস্তুতঃ শ্রীদানকেলিকৌমুদীবৎ এই দানকেলিচিন্তামণিও অপূর্ব এবং
আশ্বাদ্য—দুইভাবে দুইজনই একই দান-বিনোদ বার্তা আশ্বাদন করিয়া
ভক্তগণকে উপহার দিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অনুগত সুরসিক
ভক্তবৃন্দই ইহাদের ফেলালব (উচ্ছিষ্ট) চর্কণ করিয়া ধৃত হউন ॥

পরিশেষে এই গ্রন্থরত্ন-প্রাপ্তি ও মুদ্রণ বিষয়ে দুই একটি কথার
অবতারণা করা যাইতেছে। এই গ্রন্থখানির প্রথম অনুসন্ধান পাই—
শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয় হইতে। তাঁহার গ্রন্থে
বহু ক্রটি পরিলক্ষিত হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস বাবাজী
মহারাজ একখানা পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন—এইখানাতেও যথেষ্ট
ক্রটি বিচ্যুতি ছিল। তৎপরে বরাহনগর পাট বাড়ীর গ্রন্থ মন্দির হইতে
প্রেরিত একখানা পুঁথি পাই,—তাহাতেও ভ্রম ছিল। অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক
শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও রূপা
করিয়া গ্রন্থটি আমূল সংশোধন করিয়া অন্যের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন;
শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল গোস্বামিমহাশয় ও শ্রীল যদুগোপাল গোস্বামি-
মহোদয় প্রভৃতিও ভাব-মাধুর্য্য পরিবেষণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।
পরিশেষে বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও

অনুগ্রহ-পুরঃসর ভূমিকা লিখিয়া এবং বিবিধ উপদেশ দানে সাহায্য করিয়া এ দীনহীন সেবককে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ দাস দাদা মহাশয়ের কৃপা-প্রেরণা ও আগ্রহাতিশয্যে এবং কতিপয় বৈষ্ণব সাহিত্যানুরাগী ভক্ত বন্ধুর অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেন। ইহাদের সকলের শ্রীচরণেই এই জীবাধম সেবক ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে। বস্তুতঃ ইহাদের কৃপা-সাহায্য না পাইলে এই অসম-সাহসিক কার্যে কখনও ব্রতী হইতে পারিতাম না। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও মুদ্রাকর-প্রমাদ হইতে অব্যাহতি পাই নাই। কৃপা করিয়া পাঠকগণ এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্ত ক্ষমা করিবেন বলিয়া আশা করি। সহৃদয় পাঠকগণ! বৈষ্ণবশাস্ত্রে অতীত শিশু এবং রসসিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জীবাধমের ত্রুটি বিচ্যুতি আপনারা স্বীয় অদোষদর্শীগুণে উপেক্ষা করিয়া মূলগ্রন্থের গুরু-গম্ভীর তাৎপর্য্য অবধারণ পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করুন—ইহাই প্রার্থনা—ইতি

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীহরিবোল কুটীর
আশ্বিন—৪৫১ শ্রীচৈতন্যাব্দ

}

বৈষ্ণব দাসানুদাস—

শ্রীহরিদাস দাস

শ্রীদান কেলি চিন্তামণিঃ ।

শ্রীসপার্ষদ গৌর নিত্যানন্দাঐতৈভ্যা নমঃ ॥

কুর্বাণৈঃ শতমাশিষাং নিজ নিজ প্রেয়ো জয়ায়োঃস্বকৈঃ
স্বীয় স্বীয় গণৈঃ স্ফুটং কুটিলয়া বাচাহতিতুঙ্গীকৃতঃ ।
গব্যানাং নবদান-কল্পন কৃতে প্রোঢ়ং মিথঃ স্পর্ধিনো
গান্ধর্ব-গিরিধারিণো গিরিতটে কেলীকলিঃ পাতু বঃ ॥১॥

শ্রীশ্রীগৌর গদাধরৌ বিজয়েতাম্ ।

অন্বয়ঃ ।

বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরুন্ বৈষ্ণবাংশ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণচৈতন্য দেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদান্ সহগণ ললিতাং চ্ছ্রীবিশাখান্বিতাংশ ॥

অথ সোহং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভো মহাকৃপাপাত্রং সকল কবি-
মণ্ডলাখণ্ডলো রসিক-মুকুটমণিঃ শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামি-মহানুভাবঃ
পরমান্তরঙ্গাদতিপ্রিয় স্নহদোহনুরঞ্জনতি রহস্যমুজ্জল-রস-সমুজ্জলং চিন্তামণি-
মিব দানকেলিচিন্তামণি নাম গ্রন্থরত্নং স্বহৃদয়মণিমঞ্জুয়ায়া উদ্ঘটয্যেব
প্রদর্শয়ন্ স্বাভীষ্টদৈবতং শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাঐতৈতি তত্ত্বত্রয়ং সপার্ষদং
প্রণম্য “আশীন মঞ্জিয়া-বস্ত্রনির্দেশো বাহপি তনুখম্”-ইতি ত্রায়েনাধুনা-
শীর্ষাদ-বস্ত্র নির্দেশরূপং মঙ্গলমাচরতি—কুর্বাণৈঃ শতমিতি—

অনুবাদ ।

সপার্ষদ শ্রীগৌরান্ধ্র নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভৃতির
শ্রীচরণে নমস্কার ।

‘গিরি গোবর্দ্ধনের তটদেশে গব্য (ঘৃত) প্রভৃতির নূতন
দান সাধনের জন্য পরস্পর অতিশয় স্পর্ধাকারী গান্ধর্ব

উদাম নর্মরস রঙ্গ তরঙ্গকান্ত

রাধা-সরিদ্-গিরিধরার্ণব সঙ্গমোখম্ ।

শ্রীরূপ চারুচরণাজ-রজঃপ্রভাবা-

দন্ধোহপি দান নবকেলি-মণিং চিনোমি ॥২॥

গিরিতটে (গোবর্দ্ধন তটদেশে) গব্যানাং (ঘৃতাঙ্গীনাং) নবদান-করন-
কৃতে (নবীনদানসাধনায়) মিথঃ (পরস্পরং) প্রোঢ়ং (সাতিশয়ং)
স্পর্ধিনোঃ (স্পর্ধা কারিণোঃ) গান্ধর্বা-গিরিধারিণোঃ (শ্রীরাধা-মাধবয়োঃ)
কেলী-কলিঃ (ক্রীড়া-কলহঃ)—যঃ নিজ নিজ প্রয়োজয়ায় (স্ব-
প্রিয়তমজয়বিধানায়) উৎসুকৈঃ ‘অতঃ’ আশিষাং (অভিলাষাণাং)
শতং কুর্বাণৈঃ স্বীয়-স্বীয়গণৈঃ কুটিলয়া বাচা (বক্রোক্ত্যা) স্ফুটং (স্পষ্টং
যথা শ্রান্তথা) অতিভূঙ্গীকৃতঃ (অতিশয়েন বৃদ্ধিঃ প্রাপিতঃ)—স কেলি-
কলহঃ বঃ (যুগ্মান্) পাতু (পরিরক্ষতু), কেলীকলিরিত্যেনে বস্তু-নির্দেশঃ,
পাত্বিতি কর্ণচষকেণ পায়য়িত্বা তদ্রসাবিষ্টং করোত্বিত্যাশীর্বাদশ
ব্যঞ্জিতঃ ॥ ১ ॥

অহম্ অন্ধঃ [দৈন্তোক্তিরিয়ং] অপি শ্রীরূপ গোস্বামিনঃ চারুচরণাজশ্চ
(মনোরমচরণপদ্যশ্চ) রজসঃ (পরাগশ্চ) প্রভাবাং [তদানুগতোনেতি
স্বারশ্চ বোধ্যম্] উদামানঃ (নিরর্গলাঃ, পরমবিমর্যাদাঃ ইতি যাবৎ)
যে নর্মরসরঙ্গা এব তরঙ্গাঃ তৈঃ কান্তঃ (কমনীয়ঃ, স্পৃহনীয়ঃ ইতি বা)
যো রাধারূপয়া সরিদা সাকং গিরিধররূপশ্চ অর্ণবশ্চ (সমুদ্রশ্চ) সঙ্গমঃ
তস্মাৎ উখিতং (জাতম্) দান নবকেলিমণিং চিনোমি । (চয়নং কৃত্বা
কুণ্ডলং করোমি, যেন শ্রোত্রপরিসরমণ্ডনং সূচু সম্পৎশ্রুতেতরামিতি ভাবঃ ।)

(শ্রীরাধা) ও গিরিধারীর কেলি-কলহ তোমাদিগকে পরিপালন
করুন—ঐ কেলিকলহ ও আবার নিজ নিজ প্রিয়ের জয়
নিমিত্ত উৎসুকচিত্ত, শত শত অভিলাষকারী স্বীয় স্বীয়গণের
স্পর্শ কুটিল বাক্যভঙ্গী দ্বারা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ॥১॥

আমি অন্ধ হইলেও শ্রীরূপ গোস্বামীর মনোরম চরণ-
পদ্যের রজঃপ্রভাবে এই দান নবকেলিমণি চয়ন

সাহারাখ্যং জয়তি সদনং গোকুলে গোকুলেশ-
 ভ্রাতা মন্ত্রী বসতি স্মৃতি স্তত্র নান্নোপনন্দঃ ।
 তস্য শ্রীমান্নিখিলগুণবান্ সূনুরাঢ়ঃ সূভদ্রো
 ভাৰ্য্যা তস্মাতুল কুলবতী কুন্দপূৰ্ব্বা লতাহহস্তে ॥৩॥
 পুষ্পৈ ভৃঙ্গৈ বিবিধ বিহগৈ ভ্রাজদুৰ্ব্বীরুহাণাং
 ষণ্ডৈঃ সম্যগ্ বিলসিততমে নিষ্কুটে সৌরভাঢ্যে ।

অত্র ‘চরণাজরজঃ’ ইত্যনেন সুন্দর-সুগন্ধি-রসময়-ভক্তিজনকত্বং পরাগস্ত
 জ্ঞাপ্যতে, তথা চিত্তরূপদর্পণস্ত মলাপসরণ-কারিত্বং, সুন্দরনয়নামৃতাঞ্জ-
 নমিবাজ্ঞান-তিমিরনাশপূৰ্ব্বক শ্রীরাধাগোবিন্দ-রহোলীলা প্রকাশকত্বং চ
 ব্যজ্যতে ॥ ২ ॥

গোকুলে (ব্রজমণ্ডলে) সাহারাখ্যং সদনং (গ্রামঃ) জয়তি (সর্বোৎ-
 কর্ষণে বিরাজমানমস্ত—তত্রৈবাস্তা অসমোদ্ধিমাধুর্য্য-মণ্ডিতায়া দানলীলায়াঃ
 সংপ্রবর্তনাং) । তত্র (সাহারে) গোকুলেশ-ভ্রাতা (শ্রীমন্নন্দ-মহারাজস্ত
 ভ্রাতা) তস্য স্মৃতিঃ মন্ত্রী চ বসতি যো নান্না উপনন্দ ইতি কথ্যতে ।
 তস্য সূভদ্রঃ নাম আঢ়ঃ (জ্যেষ্ঠঃ) সূনুঃ (পুত্রঃ) শ্রীমান্ (সৌন্দর্য্যবান্)
 নিখিলগুণবান্ চাস্তি । তস্য অতুলনীয় কুলবতীভাৰ্য্যা কুন্দলতা চ তত্র
 আস্তে ॥ ৩ ॥

করিতেছি । এই মণি উদ্দাম পরিহাস রস রঙ্গের তরঙ্গপূর্ণ
 কমনীয় শ্রীরাধারূপা নদী ও গিরিধারীরূপ সমুদ্রের নিত্য-
 নবনবায়মান সঙ্গমেই উৎথিত হইয়াছেন ॥২॥

গোকুলে সাহার নামক একটি গ্রাম আছে ; ঐ স্থলে
 গোকুলাধিপতি শ্রীনন্দের উপনন্দ নামক ভ্রাতা বাস করেন ।
 উপনন্দ নন্দ মহারাজের জনৈক সুবুদ্ধি মন্ত্রীও বটেন ।
 তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সূভদ্রও নিখিলগুণগণমণ্ডিত !
 তাঁহার অনুপমা কুলবতী ভাৰ্য্যার নামই—কুন্দলতা ॥৩॥

খেলন্ত্যারু প্রণয় মনয়া হন্ত কুত্রোধুনা তৌ
কুর্ধ্বাতে কিং কিমিতি স্মুখী তত্র পৃষ্ঠা বয়স্তা ॥৪॥

তস্তাঃ শ্রীমদ্ বদনকমলা জ্জল মাধ্বীক ধারা-
শ্রুন্দং রাধা-গিরিবরধরপ্রশ্ন-কপূর কত্রম্ ।

পীত্বানন্দোচ্ছলিত পুলকোজ্জ্বল সন্তাবুকশ্রীঃ

সা তদ্বার্তাং প্রথয়িতু মথারন্ত মুংকা চকার ॥৫॥

পুষ্পৈঃ ভৃঙ্গৈঃ বিবিধবিহগৈঃ ভ্রাজন্তঃ (উজ্জ্বলাঃ) যে উর্বীকৃহাঃ (বৃক্ষাঃ)
তেষাং ষষ্ঠৈঃ (সমূহৈঃ) চ সম্যক্ বিলসিততমে (পরিশোভিতে)
সৌরভ্যাঢ্যে (মহাসুগন্ধ-বিস্তারিণি) চ নিষ্কুটে (উপবনে) খেলন্তী
(ক্রীড়নং কুর্ধ্বতী) বয়স্তা (স্ব-সখী) স্মুখী অনয়া (কুন্দলতয়া) উরুপ্রণয়ং
(সাতিশয় প্রীতিভরেণ) পৃষ্ঠা—“হন্ত ! তৌ (যুগলকিশোরৌ) অধুনা
কুত্র (বিরাজতস্তরাং), কিং কিং চ কুর্ধ্বাতে ইতি” ॥ ৪ ॥

অথ তস্তাঃ [কুন্দলতয়াঃ) শ্রীমদ্ বদনকমলাং রাধাগিরিবরধর
[বিষয়ক] প্রশ্নঃ এব কপূরং তেন কত্রম্ (কমনীয়ং) যৎ জলঃ (বাক্যং)
এব মাধ্বীকং (মধু) তস্ত ধারাণাং (প্রবাহাণাং) শ্রুন্দং (অভিস্ফরণং)
পীত্বা সা (স্মুখী) আনন্দেন উচ্ছলিতঃ (উদ্গতঃ) যঃ পুলকঃ তস্ত

তাঁহার গৃহসমীপে একটি সুগন্ধি উপবন আছে ; এই
উপবন পুষ্প, ভ্রমর ও বিবিধ পক্ষিনিচয়-শোভিত বৃক্ষশ্রেণী
দ্বারা সম্যক্ প্রকারে আনন্দই বিস্তার করিতেছে। কুন্দলতা
তাঁহার সখী স্মুখীর সহিত খেলা করিতে করিতে অতি
প্রীতিভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“হাঁ সখী ! তাঁহারা (যুগল-
কিশোর) এখন কোথায় আছেন এবং কি কি ক্রীড়া
করিতেছেন—বলত ?” ॥৪॥

কুন্দলতার সুন্দর বদন-কমল হইতে নিঃসৃত এবং রাধা-
গিরিধারী-বিষয়ক প্রশ্নরূপ কপূরদ্বারা কমনীয়—বাক্যরূপ

শস্ত্রার্থে স্বসুত-হলিনো মিত্রপুত্রাঘশত্রো-

রপ্যাসক্ত্যা প্রতিনিধিতয়া (শৌ) সৌরিণা সন্নিযুক্তঃ ।

সত্রং কর্ত্তুং রহসি ভগবান্ ভাগুরি দীক্ষিতোহভূৎ

স্নেহোল্লাসৈঃ সহমুনিগণ স্তত্র গোবিন্দকুণ্ডে ॥৬॥

তস্মিন্ সত্রে রুচির মচিরং নব্যগব্যং স্বয়ং যা

ধৃত্বা নীতং শিরসি শুচয়ো দদ্যু রাভীর-বামাঃ ।

উজ্জৃম্ভেণ (প্রকাশেন) সম্ভাবুক-শ্রীঃ সম্যকপ্রকারেণ বর্দ্ধিতা শোভা যশ্চাঃ
সা তথাভূতা) উৎকা (উৎকণ্ঠিতা) চ সতী তদ্বার্ত্তাং (যুগলকিশোরয়োঃ
দানবিনোদবার্ত্তাং) প্রথয়িতুং (বিস্তারয়িতুং) আরম্ভং চকার ॥ ৫ ॥

স্বসুত হলিনঃ (নিজপুত্রবলদেবশ্চ) শস্ত্রশ্চ (মঙ্গলশ্চ) অর্থে ‘তথা’ মিত্র-
পুত্রশ্চ (নন্দনন্দনশ্চ) অঘশত্রোঃ (অঘনাশনশ্চ) শ্রীকৃষ্ণশ্চ অপি আসক্ত্যা
‘হেতুনা’ শৌরিণা (বসুদেবেন) সত্রং (যজ্ঞং) কর্ত্তুং রহসি (নির্জনে)
সন্নিযুক্তঃ ভগবান্ ভাগুরিঃ সহমুনিগণঃ তত্র (গোবর্দ্ধনে) গোবিন্দকুণ্ডে
স্নেহোল্লাসৈঃ (স্নেহভরৈঃ) দীক্ষিতঃ অভূৎ ॥ ৬ ॥

অথ তস্মিন্ সত্রে (যজ্ঞে) যাঃ শুচয়ঃ (পবিত্রাঃ) আভীরবামাঃ

মধুধারা-প্রবাহ পান করিয়া আনন্দে ও পুলকাঙ্কিত বিগ্রহে
সাতিশয় দেহকান্তি বিস্তারিত করিয়া সেই সখী উৎকণ্ঠিত-
চিত্তে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন ॥৫॥

বসুদেব নিজতনয় হলধরের মঙ্গলের জন্ম এবং মিত্রপুত্র
(নন্দনন্দন) অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও আসক্তি বশতঃ
ভগবান্ ভাগুরি মুনিকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে যজ্ঞ করিতে
নির্জনে নিযুক্ত করিয়াছেন—ঐ মহর্ষিও স্নেহোল্লাসভরে
গোবিন্দকুণ্ডে অন্যান্য মুনিগণ সহ ঐ কার্যে দীক্ষিত
হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

সেই যজ্ঞে যে সকল বিশুদ্ধা গোপনারী শীঘ্রই কমনীয়

তাভ্যঃ কামানথ মণিগণালঙ্কৃতাঃ সৌভগং

প্রীত্যা সত্যং সদসি মুনয়ো হন্ত যচ্ছন্তি সতঃ ॥৭॥

নানা বৃক্ষৈ মধুকর-রুত-শ্রুদি পুষ্পাভিরম্যৈঃ

কুঞ্জ-স্তোমৈ রপি চ পরিত স্তাদৃশৈ ব্রাজিতশ্চ ।

সৌরভ্যাট্যৈঃ কুমুদকমলৈঃ সাধু ফুল্লৈ বিরাজৎ-

পানীয়শ্চ স্বকৃত-সরস-স্তীর-কুঞ্জে বসন্তী ॥৮॥

(গোপসুন্দর্য্যঃ) স্বয়ং শিরসি ধৃত্বা নীতং রুচিরং (মনোহরং) নব্যং গব্যং
(হৈয়ঙ্গবীনং) অচিরং (ঝটিতি) দদ্যুঃ (দদতি স্ব), হন্ত ! (বিস্ময়ে)
মুনয়ঃ সতঃ (তৎক্ষণাদেব) সদসি (তৎসভায়ামেব) তাভ্যঃ গোপিকাভ্যঃ
প্রীত্যা কামান্ (বাঞ্ছিতান্) মণিগণান্ অলঙ্কৃতাঃ (ভূষণানি) [যদ্বা
মণিময়ভূষণানি] সৌভগং (সৌভাগ্যং) চ সত্যং যচ্ছন্তি ॥ ৭ ॥

মধুকরাণাং রুতৈঃ (ঝঙ্কারৈঃ) তথা শ্রুদিভিঃ (ক্ষরণশীলৈঃ) পুষ্পৈশ্চ
অভিরম্যৈঃ (সম্যগ্ রমণীয়ৈঃ) নানাবৃক্ষৈঃ, অপি চ তাদৃশৈঃ (মধুকর-
ঝঙ্কতৈঃ মধুবর্ষিপুষ্পযুক্তৈশ্চ বৃক্ষসমূহৈঃ পরিশোভিতৈঃ) কুঞ্জানাং স্তোমৈঃ
(সমূহৈঃ) পরিতঃ (ইতস্ততঃ) ব্রাজিতশ্চ (বিলসিতশ্চ) তথা সাধু
(প্রকর্ষণ) ফুল্লৈঃ (প্রস্ফুটিতৈঃ) সৌরভ্যাট্যৈঃ (সুগন্ধ-বিস্তারিভিঃ)
কুমুদ কমলৈঃ বিরাজৎ (শোভিতং) পানীয়ং (জলং) যশ্চ তথাবিধস্য

নব্য গব্য স্বয়ং মস্তকে বহন করিয়া নিয়া দিতেছেন—মুনিগণ
সেইক্ষণেই তাঁহাদিগকে প্রীতিসহকারে বাঞ্ছিত বস্তু, মণি-
সমূহ, অলঙ্কার ও সৌভাগ্যরাশি দান করিতেছেন ॥৭॥

তৎকালে শ্রীরাধা স্বীয়কুণ্ডতীরবর্তী কুঞ্জে বিদ্যমানা ছিলেন,
ঐ শ্রীকুণ্ড আবার মধুকর-ঝঙ্কত ও মধুক্ষরণশীল পুষ্পসমূহ-
পরিশোভিত নানা বৃক্ষ সমূহে সজ্জিত এবং ঐ প্রকারের
(মধুকর নিনাদিত ও বিবিধ পুষ্পমণ্ডিত বৃক্ষযুক্ত) কুঞ্জশ্রেণীও
ইতস্ততঃ বিদ্যমান—ঐ কুণ্ডের জল স্প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কুমুদ

শ্রুত্বৈবৈত নিভৃত-বিবৃতিং সূক্ষ্মধী-শারিকাহংস্যা-
 দুৎকণ্ঠাভি স্তরলিত-মনাঃ স-প্রিয়ালীগণা সা ।
 স্নাত্বা সম্যগ্ বিবিধ বসনৈ ভূষণৈ ভূষিতা দ্রাক্
 কাশ্মীরৈ স্তংপ্রণয় পটলৈ রপ্যলং রুষিতা চ ॥৯॥

কৃত্বা পূজা মথ দিনপতেঃ শুদ্ধভাবেন শুদ্ধা
 বদ্ধাকাঙ্ক্ষং হৃদয়গগনে গোষ্ঠচন্দ্রং স্মরন্তী ।

স্বকৃত-সরসঃ (শ্রীরাধাকুণ্ডল) তীর‘স্থ’-কুঞ্জে বসন্তী (বিরাজমানা) সা
 শ্রীরাধা এতাং নিভৃতাং (স্নগোপ্যাং) বিবৃতিং (বিবরণং) “সূক্ষ্মধী” নাম
 শারিকায়াঃ আশ্রাং (মুখাং) শ্রুত্বা এব হৃদয়-গগনে বদ্ধাকাঙ্ক্ষং
 (আকাঙ্ক্ষায়ুক্তং) গোষ্ঠচন্দ্রং (শ্রামসুন্দরং) স্মরন্তী [যদা সা হৃদয়াকাশে
 আকাঙ্ক্ষাং বদ্ধা তং স্মরন্তী] উৎকণ্ঠাভিঃ তরলিতমনাঃ (ব্যগ্রীকৃতচিত্তা) সতী
 স-প্রিয়ালীগণা (প্রিয়সখীগণেন সহ) দ্রাক্ (তৎক্ষণাৎ) স্নাত্বা বিবিধবসনৈঃ
 ভূষণৈঃ চ সম্যক্ ভূষিতা কাশ্মীরৈঃ (কুসুমৈঃ) তস্মৈ (কৃষ্ণস্মৈ) প্রণয়-পটলৈঃ
 (প্রীতি-সমূহৈঃ) চ অলং (অতিশয়েন) রুষিতা (লিপ্তা) অথ শুদ্ধা সতী
 শুদ্ধভাবেন দিনপতেঃ (সূর্য্যস্মৈ) পূজাং কৃত্বা নিহিতং চ বিকসদগন্ধক্ (গন্ধ-
 বিস্তারি) হৈয়ঙ্গবীনং (নব্যা যুতং) যত্র ‘তথাভূতং’ হৈমং (স্বর্ণময়ং)
 কুন্তং প্রীত্যা শিরসি ধৃত্বা স্বীয়কুণ্ডাং চলিতা ।

পূৰ্ণাহ্ন এব দানলীলা প্রসঙ্গঃ শ্রাদিত্যত্রৈষা মহাজনানুমোদিতপ্রথাহ্ন-
 সৰ্ভব্যা । কদাচিদ্রবিবাসরে অরুণোদয়ে ব্রাহ্মণমুখাচ্ছৃত-যজ্ঞবৃত্তান্তা
 জরতী পূৰ্ণাহ্নব্যাপিন্যাং শুক্লাসপ্তম্যামেব সূর্য্যপূজামবশ্যকর্তব্যত্বেন নির্ণায়

পদ্য প্রভৃতি কুসুমে সুবাসিত ও শোভিত । শ্রীরাধা এই
 রহঃকথা “সূক্ষ্মধী” শারিকার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াই
 প্রিয় সখীগণসহ উৎকণ্ঠাবশতঃ চঞ্চল-চিত্ত হইলেন ; শীঘ্র
 স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে বিবিধ বসন ভূষণ সম্যক্ প্রকারে
 পরিধান করিলেন এবং কাশ্মীর (কুসুম) ও প্রিয়তমের
 প্রণয়রাশি উত্তমরূপে নিজাঙ্গে লেপন করিলেন । অনন্তর

হৈমং কুন্তং নিহিত-বিকসদ্ গন্ধ-হৈয়ঙ্গবীনং
ধূত্বা প্রীত্যা শিরসি চলিতা রাধিকা স্বীয়কুণ্ডাং ॥১০॥
[বিশেষকম্]

স্মিত্বা স্মিত্বা পথি পথি মিথঃ কুর্ষ্বতী কৃষ্ণবর্তী-
মার্তা তস্মানবকলনতঃ স্নিগ্ধতা-শালভঞ্জী ।
প্রেমস্তোমোল্ললিত ললিতাং নন্মফুল্লদ্ বিশাখাং
দৃষ্ট্ৱা দৃষ্ট্ৱা সুদতি ! মুমুদে নন্মভঙ্গ্যা নিকামম্ ॥১১॥

যজ্ঞভবনে ঘৃতদানমপি স্ব-মঙ্গলনিমিত্তিকমিতি চ বুদ্ধা শ্রীরাধায়াঃ নন্দালয়-
গমনং বর্জয়িত্বাদিষ্টবতী—“হে কল্যাণি ! অগ্ৰ পূর্বাঙ্ক-মধ্য এব সূর্য্যকুণ্ডং
গত্বা স্নাতানুলিপ্তা ভাস্করমর্চয়িত্বা ঝটিতি যজ্ঞভবনং গচ্ছেতি” । তেন
চ শ্রীরাধায়াঃ নন্দালয়-গোষ্ঠগমনাদিপ্রসঙ্গে শ্রীশ্যামসুন্দরস্ত দর্শনাব্যাবে
জাতে মহোৎকণ্ঠিতা সা শ্রীরাধাকুণ্ডং গত্বৈব স্থিতা, তদৈব শারিকামুখাং
শ্রুতকৃষ্ণবৃত্তান্তা আশ্রুতা সতী স্নানপূজাদিকং দ্রুতং সমাচর্য গোবিন্দ
কুণ্ডাভিমুখং চলিতেতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥ ৮-১০ ॥

হে সুদতি ! (কুন্দলতে) পথি পথি মিথঃ স্মিত্বা স্মিত্বা কৃষ্ণবর্তী
কুর্ষ্বতী সা স্নিগ্ধতা-শালভঞ্জী (স্নেহ-পুতলিকা) তস্মা (শ্রীকৃষ্ণস্ত)

শুদ্ধচিত্তে বিশুদ্ধভাবে সূর্য্যপূজাও সমাপন করিলেন । তখন
আকাঙ্ক্ষাবদ্ধ হইয়া হৃদয়াকাশে গোষ্ঠচন্দ্রকে স্মরণ করিতে
করিতে (অথবা হৃদয়াকাশে আকাঙ্ক্ষান্বিত গোষ্ঠচন্দ্রকে
স্মরণ করিতে করিতে) একটি স্বর্ণকুন্তে গন্ধবিস্তারী হৈয়ঙ্গবীন
(নব্য ঘৃতাদি) স্থাপন পূর্ব্বক অতি প্রীতির সহিত মস্তকে
ধারণ করিয়া শ্রীরাধা কুণ্ড হইতে যাত্রা করিলেন ॥ ৮—১০ ॥

সেই স্নেহ-পুতলিকা শ্রীরাধা শ্যামসুন্দরের অদর্শনে
আর্ত্তা হইয়া পথে পথে পরস্পর কৃষ্ণকথা বলিয়া বলিয়া হাসিতে
হাসিতে চলিলেন । হে সুদতি ! প্রেম রাশিভরে অতিশয়

গন্ধৈ ভ্রাজৎ কুসুমপটলী-মৃষ্ট মাধবীক মাগ্ধ-
 ভ্রাম্যদ্ ভৃঙ্গপ্রকর বিলসচ্ছাখ শাখিপ্রপঞ্চাঃ ।*
 শষ্টৈঃ সার্টৈঃ সুবলিত ভুবঃ স্বাদু-সংকন্দমূল।
 অঞ্চক্খান দ্বিজ মৃগগণা শ্চারু নানাফলানি ॥১২॥

স্থানে স্থানে বিবিধ বিটপি-ক্রোড় রত্তোরবেতঃ
 স্থানে স্থানে পরিমল-বলদ্রত্ন-সিংহাসনৌঘাঃ ।

অনবকলনতঃ (অদর্শনতঃ) আৰ্ত্তা 'সতী' প্রেমাং স্তোমেন (রাশিনা)
 উল্ললিতা (উদ্ভাসিতা) যা ললিতা তাং, তথা নর্শ্বেণ (কোতুকভরেণ)
 ফুল্লন্তী (প্রফুল্লা) যা বিশাখা তাক্ দৃষ্টা দৃষ্টা 'তয়োঃ' নর্শ্ভভঙ্গ্যা নিকামং
 (নিতরাং) মুমুদে ॥ ১১ ॥

গন্ধৈঃ ভ্রাজন্ত্যঃ (বিরাজন্ত্যঃ) যাঃ কুসুমানাং পটল্যাঃ (সমূহাঃ)
 তাভিঃ মৃষ্টং (মার্জিতং) যৎ মাধবীকং (মধু) তেন মাগ্ধন্তঃ তথা
 ভ্রাম্যন্তঃ চ যে ভৃঙ্গাণাং প্রকরাঃ (সমূহাঃ) তে বিলসন্তি যেষাং
 শাখাসু তে শাখিনাং প্রপঞ্চাঃ যস্মিন্ (শৈলেন্দ্রে) ভাস্তীতি সর্বত্রান্বয়ঃ ।
 [যস্মিন্] সার্টৈঃ (নিবিড়ৈঃ) শষ্টৈঃ (তৃণৈঃ) সুবলিতাঃ (যুক্তাঃ)
 ভুবঃ ভাস্তি, স্বাদুনি (আশ্বাঢ়ানি) সন্তি (উত্তমানি) কন্দাশ্চ মূলানি
 চ ভাস্তি, অঞ্চং (পূজিতং, মনোহরং) ধ্বানঃ (ধ্বনিঃ) যেষাং তে
 দ্বিজানাং (পক্ষিণাং) তথা মৃগাণাং (পশুনাং) চ গণাঃ ভাস্তি,
 [যস্মিন্] স্থানে স্থানে বিবিধবিটপিণাং (নানাবৃক্ষাণাং) ক্রোড়েষু

উল্লসিত ললিতাকে ও বাকোবাক্যে প্রফুল্লিত বিশাখাকে
 দেখিয়া দেখিয়া তিনি তাঁহাদের নর্শ্ভ পরিহাস ভঙ্গী আশ্বাদন
 করিয়া আমোদ করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

(গিরি গোবর্দ্ধনে) গন্ধযুক্ত কুসুম সমূহের বিশুদ্ধ মধু পানে
 মত্ত ও ইতস্ততঃ ভ্রমণপরায়ণ ভ্রমরসমূহ কর্তৃক শোভিত শাখা
 বিশিষ্ট বৃক্ষসমুদয় বর্তমান ; তাহার ভূমিভাগ ঘনতৃণাচ্ছাদিত ও

স্থানে স্থানে বর-ঝরদরী সানবো ভাস্তি যস্মিন্
শৈলেন্দ্রং সা গিরিধর-করপ্রাপ্তমানং দদর্শ ॥১৩॥

[যুগ্মকম্]

লক্ষ্মী গোবর্দ্ধন গিরিমথ প্রাপ্য সৌরভ-সারং
শশ্বৎ প্রীত্যা-মুনিবর গণৈ দত্ত-গব্যাহুতীনাম্ ।
আকৃষ্টোদৎ স্তম্ভর রসেনাশু গন্তুং সমুৎক
স্থূল শ্রোণী কুচ যুগভরান্মহরা তন্নিনিন্দ ॥১৪॥

রত্নময়াঃ উরবঃ (মহত্যঃ) বেগুঃ (বেদিকাঃ) ভাস্তি, স্থানে স্থানে
পরিমলৈঃ (বিলেপন কুসুমাদীনাং নানাগন্ধদ্রব্যগন্ধা বিমর্দনোদ্ভুতৈঃ
জনমনোহরৈঃ গন্ধৈঃ) বলন্তুঃ (বর্দ্ধমানাঃ) রত্নময়াঃ সিংহাসনানাম্
ওঘাঃ (সমূহাঃ) ভাস্তি, যস্মিন্ স্থানে স্থানে চ বরাঃ (উত্তমাঃ) ঝরাঃ
(নিঝরাঃ) দর্য্যঃ (কন্দরাঃ) সানবশ্চ (সমভূময়শ্চ) ভাস্তি—এবং
গিরিধরশ্চ (শ্রীমসুন্দরশ্চ) করেণ ‘ধৃতত্বাৎ’ প্রাপ্তো মানো যেন তং
শৈলেন্দ্রং (গিরিরাজং) সা ‘রাধা’ দদর্শ ॥ ১২-১৩ ॥

অথ গোবর্দ্ধন গিরিঃ লক্ষ্মী মুনিবরগণৈঃ প্রীত্যা শশ্বৎ (পুনঃ পুনঃ)

তাহাতে সুস্বাদু উত্তম-কন্দ-মূল-প্রভৃতি বর্তমান—পশুপক্ষিগণ
সুমধুর ধ্বনি-পরায়ণ—এবং সর্বত্র সুচারু বিবিধ ফলরাজি
দৃষ্ট হয়। তথায় স্থানে স্থানে বিবিধ বৃক্ষের ক্রোড়দেশে
রত্নময় বহু বেদী—স্থানে স্থানে সুগন্ধিযুক্ত রত্নময় সিংহাসন-
রাজি এবং স্থানে স্থানে বা সুন্দর ঝরণা, গহ্বর ও সানু
(সমতলভাগ) সমূহ বর্তমান রহিয়াছে। শ্রীগিরিধারী শ্রীহস্তে
ধারণ করিয়াছেন বলিয়া সম্মানিত পর্বতরাজকে (তখন)
শ্রীরাধা দর্শন করিলেন ॥১২—১৩॥

অনন্তর শ্রীরাধা গোবর্দ্ধন পর্বতে আসিয়া মুনিশ্রেষ্ঠগণ
কর্তৃক অনবরত প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত গব্যাহুতির সুগন্ধি-সার

জ্ঞাত্বা তাসাং গমন মচিরং কীরবর্য্যস্ত বক্তাং

স্মিত্বা নম্র-প্রিয়-সখগণৈরারিতঃ সাবধানঃ।

শৈলেন্দ্রশ্রোপরি পরিলসন্ দুট শ্যামবেদ্যাং

ঘটীপটং বিদধদতুলং বল্লবাধীশ-স্নুঃ ॥১৫॥

স্মেরাং স্বরক্ত পটভূষণ-ভূষিতাঙ্গীঃ

মূর্দ্ধি স্ফুরৎ সম্বত হেম-ঘটীং বহন্তীম্ ।

দত্তানাং গব্যাহতীনাং সৌরভ্যসারং (সুগন্ধাতিশয়ং) প্রাপ্য (ঘ্রাত্বা)
উদ্যং (উদীয়মানং) যৎ সুখং তস্ত ভরঃ (অতিশয়ঃ) তস্ত রসেন আকৃষ্টা
‘অতঃ’ আশু (শীঘ্রং) গন্তুং সমুৎকা (সমুৎকণ্ঠিতা) অপি স্থলয়োঃ
শ্রোণ্যোঃ (নিতম্বয়োঃ) কুচয়োঃ চ যুগয়োঃ ভরাং (ভারাতিশয়াং)
মহুরা (মন্দগামিনী) সতী তং (শ্রোণী-কুচযুগং) নিনিদ (নিন্দিত-
বতী) ॥ ৪ ॥

বল্লবাধীশস্নুঃ (গোপরাজনন্দনঃ—এতেন তস্ত ধীরললিত-নায়কো-
চিতনিশ্চিন্তত্বং ধ্বনিতং) তাসাং (গোপীনাং) অচিরং গমনং কীরবর্য্যস্ত
(শুক-বরস্ত) মুখাং জ্ঞাত্বা স্মিত্বা চ প্রিয়াণাং সখানাং গণৈঃ আবৃতঃ
(পরিবেষ্টিতঃ) সাবধানঃ (দানলীলা বিনোদায় অবহিতমনাঃ) শৈলেন্দ্রস্ত
(গিরিরাজস্ত) উপরি পরিলসন্ (বিরাজমানঃ) উদুট (অতুল্যতা) ।
বা শ্যামবেদী তস্তাং ঘটীপটং বিদধৎ (দানঘটং সৃজন্) চ ‘তিষ্ঠন্’ স্মেরাং
(ঈষদ্ধাত্তবদনাং), স্ফুট রক্তবর্ণং যৎ পটং তেন, ভূষণৈঃ চ ভূষিতং অঙ্গং
যস্তাঃ তাং, তথা স্ফুরন্তী (দীব্যন্তী) বা সম্বত (স্বতপূর্ণা) হেমঘটী তাং

আশ্রাণ করিলেন এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল সুখরসভরে আকৃষ্ট
হইয়া শীঘ্র গমন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইলেও পৃথুশ্রোণি
(নিতম্ব) ও কুচ যুগলের ভারে মহুরগতি হওয়ায় তাহাদের
নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

‘অবিলম্বে তাঁহারা আসিতেছেন’—এই সংবাদ শুকবরের
মুখে অবগত হইয়া গোপেন্দ্রনন্দন ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং

সার্কং তথাবিধ সখীনিবহেন রাধাং
যান্তীং মরালগতি চাকু ললাপ পশ্যন্ ॥১৬॥

[যুগ্মকম্]

অগ্রে পূর্ণবিধুং তদন্তরলসদ্ বন্ধুক পুষ্পদ্বয়ং
মধ্যে নিস্তল দাড়িমী ফলযুগং ভঙ্গ্যা প্রকাশ্য ক্ষণম্ ।
মনেত্রস্থ চকোর-ভৃঙ্গ-শুকতা আসাদয়ন্ত্যদুতা
কেয়ং মামপি পদ্মিনী*কৃতবতী রক্তং মরালং দ্রুতম্ ॥১৭॥

মূর্দ্ধি (শিরসি) বহন্তীং [অপি চ] তথাবিধানাং (পট-ভূষণভূষিতাঙ্গীনাং
হেমঘটীবাহিনীনাঞ্চ) সখীনাং নিবহেন সার্কং মরালগতি (রাজহংসবৎ
মৃদুমন্দ-গত্যা) চাকু যথা শ্রান্তথা যান্তীং 'শ্রীরাধাং' পশ্যন্ ললাপ (উৎ-
প্রেক্ষাঞ্চক্রে) ॥ ১৫-১৬ ॥

অগ্রে (শ্রীবিগ্রহস্থ উপরিভাগে) পূর্ণবিধুং (তৎসদৃশং মুখং) ভঙ্গ্যা
ক্ষণং প্রকাশ্য মম নেত্রস্থ চকোরতাম্ আসাদয়ন্তী (প্রাপয়ন্তী), তদন্তরং
(মুখমণ্ডলমধ্যে) লসৎ (বিরাজৎ) যৎ বন্ধুকয়োঃ পুষ্পয়োঃ দ্বয়ং (তদ্বৎ
অধরযুগলং) ভঙ্গ্যা ক্ষণং প্রকাশ্য নেত্রস্থ ভৃঙ্গতাং, তথা মধ্যে (মধ্যদেশে)
নিস্তলং (বর্তুলাকারং) দাড়িমী-ফলয়োঃ যুগং (তদ্বৎ কুচযুগ্মং) ভঙ্গ্যা

প্রিয়নন্দ সখাগণে বেষ্টিত হইয়া সাবধানে গিরি রাজের
উপরে বিরাজমান উদ্ভট (অতি প্রচণ্ড) শ্যামবেদীতে
দণ্ডায়মান হইয়া অনুপম ঘটীপট (দানঘাটী) রচনা
করিলেন ॥১৫॥

ঈষদ্ধাস্যবদনা, সুন্দর রক্তপটুবসনা, বিবিধভূষণে সুসজ্জিতা

* পদ্মিণীঃ লক্ষণং যথা—

ভবতি কমল নেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররক্তা।

অবিরল কুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কুশাঙ্গী ।

মৃদুবচন সুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা-

সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা ॥ রতিমঞ্জরী ।

ততো নিরীক্ষ্য সম্যক্ তাং প্রেম বিহ্বল মানসঃ ।

সাশঙ্কং পঙ্কজাক্ষৌহয়ং সোৎকণ্ঠোহবর্ণয়ৎ পুনঃ ॥ ১৮ ॥

ক্ষণং প্রকাশ্য মম নেত্রস্ত শুকতাম্ আসাদয়ন্তী সতী কা ইয়ম্ অদ্ভুত পদ্মিনী (পদ্মলতা, পক্ষে উত্তমা নারী) মাং ‘পুরুষরত্নমপি’ দ্রুতং (ঝটিতেব) রক্তং (রক্তবর্ণং, পক্ষে অনুরক্তং) মরালং (রাজহংসং, পক্ষে রাজহংসবৎ) কৃতবতী !! [অত্র পদ্মিণ্যাং বিধু-বন্ধুক-দাড়িমানাং সর্বথৈবাহসদ্বাবেহপি তদবস্থান-প্রদর্শনাৎ তস্তাঃ প্রথমমদ্ভুতত্বং জ্ঞেয়ম্ । তথা মরালনেত্রস্তাপি যুগপচ্চকোর-ভৃঙ্গ-শুকত্ব প্রাপণেহসম্ভবত্বং প্রদর্শ্যাহপি দ্বিতীয়মদ্ভুতত্বং ধ্বনিতং । তথা শুক্লবর্ণ মরালস্য রক্তীকৃতত্বেহপি তস্য অনন্যসাধারণ শক্তিমত্বেন তৃতীয়মদ্ভুতত্বং জ্ঞাপিতম্ । এবঞ্চাস্ত শ্লোকরত্নস্ত বহব এব ধ্বনয়ো নিকাসিতাঃ স্মারিতি বোধ্যম্] ॥ অত্র যথাসংখ্যাতি-শয়োক্ত্যাঃ সঙ্করঃ ॥ ১৭ ॥

ততঃ তাং (ততদ্গুণবিশিষ্টাং) ‘রাধাং’ সম্যক্ নিরীক্ষ্য প্রেমবিহ্বল-মানসঃ সোৎকণ্ঠঃ অয়ং পঙ্কজাক্ষঃ (পদ্মপলাশলোচনঃ) সাশঙ্কং (উৎ-প্রেক্ষা-পূর্বকং) পুনঃ অবর্ণয়ৎ ॥ ১৮ ॥

এবং শিরোদেশে ঘৃতপূর্ণ হেমকলসীধারিণী শ্রীরাধা সূচাকু মরাল গতিতে তথাবিধ (বেশভূষণে সজ্জিতা ও ঘৃতপাত্রবাহিনী) সখীসমূহ কর্তৃক বেষ্টিতা হইয়া বাইতেছেন দেখিয়া শ্যামসুন্দর বলিতে লাগিলেন—॥১৬॥

অগ্রে পূর্ণচন্দ্র (তৎসদৃশ মুখ), তৎপরে সুন্দর বান্ধুলী কুসুমদ্বয় (অধর)এবং মধ্যস্থগোল দাড়িমীফলযুগল [বক্ষোজদ্বয়] ভঙ্গীক্রমে এক মুহূর্তের জন্য প্রকাশ করিয়া আমার নেত্রের যথাক্রমে চকোরত্ব, ভৃঙ্গত্ব ও শুকত্ব আনয়ন করাইয়া কে এই অদ্ভুত পদ্মিনী [নারী] আমাকে ও রক্ত [অনুরাগযুক্ত] মরাল করিয়া ফেলিল ? ॥১৭॥

তৎপরে প্রেম-বিহ্বল চিত্তে তাঁহাকে সম্যক্ নিরীক্ষণ করিয়া

ফুল্লচম্পক বল্লিকাবলিরিয়ং কি নো ন সা জঙ্গমা
কিং বিদ্যাল্লতিকা ততি নহি ঘনে সা খে ক্ষণছোতিনী ।
কিং জ্যোতি লহরী সরি নহি ন সা মূর্ত্তিং বহেভদ্ধবং
জ্ঞাতং জ্ঞাতমসৌ সখীকুলবৃত্তা রাধা স্ফুটং প্রাক্ষতি ॥১৯॥

ইয়ং কিং ফুল্লন্ত্যঃ (প্রস্ফুটোন্মুখাঃ) যাঃ চম্পকানাং বল্লিকাঃ (লতিকাঃ)
তাসাম্ আবলিঃ (রাশিঃ) কিং? নো, (ন খলু সা), 'যতঃ' সা ন
জঙ্গমা (গতিবিশিষ্টা) স্তাদিতি ভাবঃ। ইয়ন্তু তৎসদৃশাহপি জঙ্গমা।
'তহি' বিদ্যাল্লতিকানাং ততিঃ (রাশিঃ) কিং? ন হি সাহপি। 'যতঃ'
সা বিদ্যাল্লতা খে (আকাশে) ঘনে (মেঘে) ক্ষণছোতিনী (ক্ষণং ব্যাপ্য
বিছোতমানা সতী দুশ্প্রেক্ষ্যা স্তাদিতি ভাবঃ); ইয়ন্তু পৃথিব্যামপি ঘনোৎ-
সঙ্গং বিনাহপি বহুক্ষণং যাবদপি বিছোতমানা সত্যপি নয়নানন্দমেব
বিধায় স্থিরা তিষ্ঠেদিত্যহো মহাশ্চর্য্যম্!! 'তহি' জ্যোতিষাং লহরীণাং
(তরঙ্গাণাং) সরিং (নদী) কিং? নহি (সাহপি ন ভবেৎ), যতঃ সা
মূর্ত্তিং ন বহেৎ (ধারয়েৎ); ইয়ন্তু প্রত্যঙ্গঃ লাবণ্যামৃতলহরী-বিস্তারিণ্যপি
বিগ্রহবতীত্যহো সুবিস্ময়করম্। তৎ (তস্মাৎ) ধ্রুবং (নিশ্চিতমেব) জ্ঞাতং
জ্ঞাত-মিত্যনেন নিশ্চয়ান্তং সন্দেহং ব্যজ্য তৎপরমোৎসাহমপি সূচয়তি।
অসৌ সখীকুলৈঃ বৃত্তা (বেষ্টিতা) রাধা স্ফুটং (স্পষ্টং যথা স্তাত্তথা)
প্রাক্ষতি (প্রকর্ষণে ইতঃ আগচ্ছতি) ॥ ১৯ ॥

এই পদ্যপলাশলোচন শ্রীহরি আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা সহকারে
পুনরায় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১৮॥

ইনি কি প্রস্ফুটিত চম্পকলতা সমূহই? না, তাহা ত জঙ্গম
নহে [চলিয়া বেড়ায় না]; তবে কি ইনি বিদ্যুৎরাশিই
হইবেন? না, তাহাও ত নয়; কেননা, বিদ্যুৎ আকাশে
মেঘের কোলে ক্ষণস্থায়ী হয়। তবে ইনি কি জ্যোতি লহরীর
নদীই হইবেন? না, তাহাও সম্ভব নয়, যেহেতু তাহার কোনও

ইয়মিহ ন চ রাধা সা সখীভিঃ পরীতা

বিদিতমিদমিদানীং বস্তুতত্ত্বং বিচার্য্য ।

মম সবিধ মূপৈতি স্কার-শৃঙ্গার-লক্ষ্মীঃ

সহ কলিত-সুবর্ণা লিঙ্গনাদি-ক্রিয়াভিঃ ॥ ২০ ॥

গৌরী শ্রীষ্যভাগুবংশবিলসৎ কীর্তিধ্বজা কীর্তিদা-
গর্ভান্তঃখনি রত্ন কান্তিলহরী শ্রীদাম-পুণ্যানুজা ।

ইহ ইয়ং সখীভিঃ পরীতা (পরিবেষ্টিতা) সা রাধা চ ন (ভবেদিত)
ইদং বস্তুতত্ত্বং বিচার্য্য ইদানীং 'ময়া' বিদিতম্ । 'ততঃ কাহসৌ
ইত্যপেক্ষায়ামাহ'—সা স্কারঃ (মহান্) যঃ শৃঙ্গারঃ (উজ্জলরসঃ) তস্য
লক্ষ্মী এব কলিতঃ (গৃহীতং) সু সুন্দরং বর্ণ (দেহঃ) যয়া সা (সুন্দর-
বিগ্রহধারিণী সতী) আলিঙ্গনাদি ক্রিয়াভিঃ (আলিঙ্গন-চুম্বনাধরদংশনাদি
মুদ্রাভিঃ সহচরীভি রেব) সহ মম সবিধম্ (সান্নিধ্যম্) উপৈতি ! অত্রা-
পহুতি রলঙ্কারঃ ॥ ২০ ॥

সা ইয়ং রাধিকা—গৌরী (গৌরাঙ্গিণী) শ্রীষ্যভাগোঃ বংশস্ত বিলসন্তী
যা কীর্তিঃ তস্তাঃ ধ্বজা (পতাকা) তৎস্বরূপা ইতি শেষঃ । কীর্তিদায়াঃ

মূর্তি নাই, হ্যা, এখন নিশ্চয় জানিয়াছি—সখীগণ বেষ্টিতা
শ্রীরাধাই পরিষ্কাররূপে এদিকে আসিতেছেন ॥১৯॥

এক্ষণে বস্তুতত্ত্ব বিচার করিয়া বিদিত হইলাম যে ইনি
সখীগণ বেষ্টিতা শ্রীরাধাও নহেন—কিন্তু সাক্ষাৎ মহাশৃঙ্গার-
লক্ষ্মী সুন্দর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আলিঙ্গনাদি মুদ্রাযুক্ত হইয়া
মৎসমীপে আসিতেছেন ॥২০॥

গৌরাঙ্গী, শ্রীষ্যভাগু বংশের সুন্দর কীর্তিধ্বজা, শ্রীকীর্তিদার
গর্ভরূপ নিগূঢ় খনির রত্নকান্তি লহরী, শ্রীদামের মনোহারিণী
অনুজা (কনিষ্ঠা ভগ্নী), প্রাণপ্রিয়তম সখী সমূহরূপ কুমুদিনী
সকলের উল্লাস বিষয়ে পরম সুন্দর চন্দ্রিকা স্বরূপা এবং আমার

প্রাণপ্রের্ষ সখী নিকায় কুমুদো ল্লাসোল্লসচ্চন্দ্রিকা
মৎপ্রাণোরু শিখণ্ডি-বাস-বড়ভী সেয়ং স্বয়ং রাধিকা ॥ ২১॥

ততো গোবিন্দ মালোক্য গোবর্দ্ধন-শিরোমণিম্ ।

স্মিত্বা চাকু চলাপাঙ্গী তুঙ্গবিদ্যেদমব্রবীৎ ॥২২॥

*যঃ কল্কনৈ দধিঘটং প্রকটং বিলুণ্ঠ্য

নীত্বা প্রগাঢ় তমসা মিলিতোহতিতৃষ্ণঃ ।

গভান্তঃ (জঠরম্) এব খনিঃ তস্মাঃ ‘উদ্ধৃতানাং’ রত্নানাং কান্তীনাং
লহরী (তরঙ্গঃ) তৎস্বরূপা—শ্রীদামশ্চ পুণ্যা (মনোহরা) অনুজা—
প্রাণেভ্যোহপি প্রেষ্ঠাঃ (প্রিয়তমাঃ) যাঃ সখ্যঃ তাসাং যো নিকায়ঃ
(সমূহঃ) স এব কুমুদানি তেষাম্ উল্লাসে (প্রকাশবিষয়ে) উল্লসন্তী
(দেদীপ্যমানা) যা চন্দ্রিকা (জ্যোৎস্না) তৎস্বরূপা, ইত্যর্থঃ । এবং মম
প্রাণাঃ এব উরবঃ (মহান্তঃ) শিখণ্ডিনঃ (ময়ূরাঃ) তেষাং বাসবড়ভী
(বাসোপযোগী বক্রকাষ্ঠবিশেষঃ) তৎস্বরূপা ইতি ভাবঃ । অত্র মালারূপকা-
লঙ্কারঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ গোবর্দ্ধনশিরোমণিং (গোবর্দ্ধনপর্বতস্যোপরি মণিবদ্দেদীপ্যমানং)
গোবিন্দম্ আলোক্য চলং (চঞ্চলায়মানং) অপাঙ্গং (কটাক্ষং) যস্যাঃ সা
তুঙ্গবিদ্যা চাকু (মনোহরং যথা স্যাত্তথা) স্মিত্বা ইদম্ অব্রবীৎ ॥২২॥

হে রাধে ! যঃ অতিতৃষ্ণঃ (অতিরসপিপাসুঃ) কল্কনৈঃ (কলহৈঃ)
দধিঘটং প্রকটং (প্রকাশ্যভাবেন) বিলুণ্ঠ্য নীত্বা প্রগাঢ়তমসা (ঘনানুকারে)

প্রাণরূপ মহাময়ূরের বাস-বড়ভী (বাসস্থান—বক্রকাষ্ঠ বিশেষ)
স্বরূপিণী —স্বয়ং শ্রীরাধাই বটেন ॥২১॥

তৎপরে গোবর্দ্ধনের শিরোমণিরূপে বিরাজিত গোবিন্দকে
দর্শন করিয়া চঞ্চল-কটাক্ষ-বিস্তারিণী তুঙ্গবিদ্যা মনোহর হাস্য
সহকারে বলিলেন—॥২২॥

হে রাধে ! কলহ করিয়া দধিঘট প্রকাশ্যভাবে লুণ্ঠন

* যঃ কল্লিমে...

সোহয়ং গিরীন্দ্র-শিখরং স্ফুট মারুরোহ
রাধে ! তব প্রিয়সখো মহিলৈকচৌরঃ ॥২৩॥

মূর্তিঃ নির্জিতনূত্ন-নীরদবলদ্ গর্বেদান্নতিং কৈশবীং
স্ফূর্জদ্ গোপ*বধু ধ্বনদ্ধৃতি-চমু-ধ্বংসে স্বরোদ্যদগদাম্ ।
বিভ্রাজদ্ গিরিবর্ষ্যসুন্দর শিরঃপটে স্ফুরন্তীং মনাগ্
ভঙ্গ্যালিঙ্গ্য দৃশ্য প্রিয়ালিবলিতা রাধাপ্যধীরাহব্রবীৎ† ॥২৪॥

মিলিতঃ [অন্তর্হিতঃ], সঃ অয়ং তব প্রিয়সখঃ [প্রিয়সুহৃৎ] মহিলানামেব
একঃ [কেবলঃ] চৌরঃ গিরীন্দ্রশিখরং স্ফুটং যথা স্যাত্তথা আরুরোহ ।
তথাবিধং ত্বংকান্তং মহাতঙ্করমতি রসপিপাসুং ঝটিতি ত্বংসবিধমাগমিষ্যন্তুং
পশ্যেতি তস্যাঃ উদ্দীপনায় আশ্বাসনায় চ পূর্ববৃত্তাং রতিলীলাং
স্মারয়তি ॥ ২৩ ॥

নূত্নস্য [নবীনস্য নীরদস্য [মেঘস্য] যো বলন্ [বৃদ্ধিং গচ্ছন্]
গর্বেঃ তস্য উন্নতিঃ [সর্বোপরিজনী অবস্থা] নির্জিতা [পরাজিতা]
যেন তাং- -স্ফূর্জন্ত্যঃ [অহঙ্কতাঃ] যা গোপবধ্বঃ তাসাং ধ্বনন্তী
[শব্দায়মানা] যা ধৃতিরেব চমুঃ [সেনা] [পাঠান্তরে-উচ্চলন্তী চাঞ্চল্য-
মানা যা ধৃতিঃ সৈব চমুঃ] তস্যাঃ ধ্বংসে [নাশবিষয়ে] স্মরস্য

করতঃ লইয়া গিয়া অতিতৃষ্ণাশীল যিনি নিবিড় অন্ধকারে মিলিত
(অন্তর্হিত) হইয়াছিলেন—সেই তোমারি প্রিয়-সখা মহিলৈক
চৌর (স্ত্রীজন-চৌর) গিরিরাজের শিখর দেশে ঐ আরোহণ
করিয়াছেন—দেখ ॥২৩॥

নূতন মেঘের বৃদ্ধিশীল অহঙ্কার রাশিকে জয় করিয়াছেন
(নবনীরদ-বর্ণজয়ী), অহঙ্কতা গোপবধুদিগের অতিচঞ্চল
ধৈর্যরূপ সেনাবিনাশে কামের উত্তোলিত গদা স্বরূপ, মনোরম
গিরিরাজের সুন্দর শিরোদেশে বিরাজমান সেই কেশবী মূর্তিকে
(প্রশস্ত চিকুরবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) নয়ন ভঙ্গীতে আলিঙ্গন করিয়া

* 'বধুচ্চলদ্ধৃতি...

† রাধাত্তধীরা...

কিং নব্যাম্বুদ এষ ভব্যবদনাঃ ! কিং নীল-রত্নাকুরঃ
কিং নীলোৎপল-নব্যমূর্তিরপি কিং কস্তুরিকা-বিভ্রমঃ ।
আ স্তেষেষ ন কোহপি হন্ত যদয়ং ন স্তাপয়ে নিৰ্ভরং
তস্মাদ্ গোকুলচন্দ্র এব ভবিতা শ্যামোহদ্ভুতঃ ক্ষমাধরে ॥২৫॥

*বিজিতভগণ-দীব্যং পূর্ণশুভ্রাংশু-শোভঃ
সখিনিকর-বৃত্তী নাপি কৃষ্ণেন্দু রেষঃ ।

[কামস্য] উত্তমী [উৎক্ষিপ্তা] যা গদা তৎস্বরূপাং—তথা বিভ্রাজন্
[জাজ্বল্যমানঃ] যো গিরিবর্ষাঃ তস্য বঃ সুন্দরঃ শিরঃপটুঃ তস্মিন্
সুরত্তীং [দেদীপ্যমানাং] কৈশবীং [কেশবস্য—প্রশস্ত-চিকুরবতঃ
ইত্যর্থঃ । “কেশোহর্গোভ্যাং ব” ইতি সূত্রাৎ প্রাশস্ত্য মত্বর্থাৎ ‘ব’
বিধানাৎ ।] মূর্তিঃ [শ্রীবিগ্রহঃ] দৃশা [একেন নয়নেন] ভঙ্গ্যা
[তত্রাপি ভঙ্গীক্রমেণ] মনাক্ [দ্বিষৎ] আলিঙ্গ্য [আলিঙ্গনং কৃত্বা]
প্রিয়াভিঃ আলিভিঃ বলিতা [বেষ্টিতা] রাধাহপি অধীরা সতী অব্রবীৎ
[উৎপ্রেক্ষাঞ্চক্রে] ॥ ২৪ ॥

হে ভব্য-বদনাঃ [পরমসুন্দর্যাঃ সখ্যাঃ ইতিভাবঃ] এষঃ নব্যাম্বুদঃ
[নবীনজলধরঃ] কিং ? নীলরত্নস্য [ইন্দ্রনীলমণেঃ] অকুরঃ [প্ররোহঃ]

তখন প্রিয়সখী সমূহ বেষ্টিতা অধীরা রাধাও বলিতে লাগিলেন,
“হে ভব্যবদনা সখীগণ ! ইনি কি নবীন মেঘই হইবেন ?
অথবা ইন্দ্রনীলমণির অকুরই বা কি ? নীলপদ্মের নব্য মূর্তিই
কি অথবা কস্তুরিকার বিভ্রম (মোহন শৃঙ্গার বিশেষই) কি
হইবেন ? হায় ! তাহাদিগের মধ্যে ইনি ত কোনটাই নহেন !
যেহেতু, ইনি যে আমাদিগকে যথেষ্ট তাপ দিতেছেন—তবে
বোধ হয় অদ্ভুত শ্যামল গোকুল-চন্দ্রমাই এই গিরিরাজে উদয়
লাভ করিয়াছেন !! ২৪—২৫ ॥

“ওহে ! নক্ষত্র মালা কর্তৃক উদ্দীপিত পূর্ণচন্দ্রের শোভা-

* ভগণদৃপ্যৎ...

অয়ি ! পিক-মধু-ভৃঙ্গস্মেরমাকন্দযুক্তঃ

স্মরনুপতি রূপেতঃ স্মেন* বঃ সন্ধি-হেতোঃ ॥২৬॥

সোহয়ং গোষ্ঠমহেন্দ্র-পটুমহিষী বাৎসল্য-লীলাকৃতিঃ

সোহয়ং গোপ-মহেন্দ্রপুণ্য-বিটপি প্রৌঢ়া মৃতোদ্রুৎ ফলম্ ।

সোহয়ং প্রাণ-বয়স্শ-জীবিতঘটা রক্ষেকদক্ষৌষধঃ

সোহয়ং ধেনুকমর্দি জীবিত ঝষ-স্ফারাম্মুধি মাধবঃ ॥২৭॥

কিং ? নীলোৎপলস্য নব্যা মূর্তিঃ অপি কিং ? কিংবা কস্তুরিকায়াঃ
[যুগমদস্য] বিভ্রমঃ [শৃঙ্গারোপযুক্তবিলাস-বিশেষঃ] কিং ? আঃ !
[পীড়য়াং] তেষু [অম্বুদ-নীলরত্ন-নীলোৎপল-কস্তুরিকাসু মধ্যে] এষ
কোহপি ন ভবেৎ, যৎ [যস্মাৎ] হন্ত ! [খেদে] অয়ং নঃ [অস্মান্]
নির্ভরং [সাত্তিশয়ং] তাপয়েৎ ; তস্মাৎ স্মাধরে (পৰ্বতে) অয়ং
অদ্ভুতঃ শ্রামঃ গোকুলচন্দ্র এব ভবিতা । অত্র শ্রামলবর্ণসাম্যোহপি
প্রোক্ত-সর্ববস্ত-বিলক্ষণ-তাপদায়কত্বাদদ্ভুতত্বমিতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ২৫ ॥

অপি চ এষঃ বিজিতা ভগণেন [নক্ষত্রমালয়া] দীব্যতঃ [দীপ্তিমতঃ]
[দৃপ্যৎপাঠে - গর্জিতস্য] পূর্ণশুভ্রাংশোঃ [পূর্ণচন্দ্রস্য] শোভা যেন সঃ
তথা সখিনিকরৈঃ বৃতা [বেষ্টিতা] ['ধৃত' পাঠে - ধৃতা [পরিপুষ্টা] শ্রীঃ
[সৌন্দর্য্যঃ] यस্য সঃ ন স্যাদিতি শেষঃ । অয়ি ! পিকশ্চ মধুশ্চ
[বসন্তঃ] মধু (পুষ্পরসঃ) বা, ভৃঙ্গশ্চ স্মেরঃ [হাস্যযুক্তঃ, প্রস্ফুটিত
ইতি যাবৎ) মাকন্দঃ (সহকারঃ) চ - তৈ যুক্তঃ স্মরনুপতিঃ (মদনরাজঃ)
স্মেন (আত্মনা - স্বয়মেব) [তেন' পাঠে তস্মাক্কেতোঃ ইত্যর্থঃ]
সন্ধিহেতোঃ (মিলনার) বঃ [যুগ্মান্] উপেতঃ (সান্নিধ্যমাগতঃ) ॥২৬॥

সঃ অয়ং মাধবঃ - গোষ্ঠমহেন্দ্রশ্চ (শ্রীমদ্রন্দ মহারাজশ্চ) যা পটুমহিষী

বিজয়ী সখাসমূহ কর্তৃক বর্দ্ধিত-সৌন্দর্য্য ইনি কৃষ্ণচন্দ্র ও নহেন ;
তবে বোধ হয়, কোকিল, মধু [পুষ্পরস, বসন্ত] ভ্রমর, প্রস্ফুটিত
সহকার [আত্ম] প্রভৃতি যুক্ত মন্থররাজ তোমাদের সহিত
সন্ধি [সঙ্গম] করিবার জন্য স্বয়ংই আসিয়াছেন !! ॥ ২৬ ॥

ইনি গোপেন্দ্র-পটুমহিষী শ্রীযশোদার বাৎসল্যলীলা-রস

নিরুপৈবং শশ্বদ্ গিরিধর মুরু প্রেমনিবহে
 স্তদা সাত্ৰ স্বেদ-স্পিতশুভ-বস্মা। স্মরবশা।
 মুহুঃ কম্পাঘাতস্থলদচলদীব্যদ্ ঘৃত-ঘটীং
 দধারার্ভ্যা শক্ত্যা সখি ! কর-সরোজেন স্মদতী ॥২৮॥

(যশোদা) তস্তাঃ বাৎসল্যলীলায়াঃ আকৃতিঃ (মূর্তিঃ) তৎস্বরূপঃ
 ইত্যর্থঃ। সঃ অয়ং—গোপমহেন্দ্রস্ত পুণ্যবিটপিনাং প্রোঢ়ং (অত্যাংকুষ্টং
 পরিপুষ্টমিতি যাবৎ) অমৃতোত্তমং (অমৃতময়ং) চ যৎ ফলং তৎস্বরূপঃ।
 সঃ অয়ং প্রাণবয়স্যানাং রক্ষায়াম্ একং (মুখ্যং) দক্ষং (অত্যাপযোগি)
 ঔষধং—তৎস্বরূপঃ। তথা সঃ অয়ং ধেনুক-মর্দিনঃ (বলদেবস্য)
 জীবিতরূপ-ঋষাণাং (প্রাণরূপী মৎস্যানাং) স্ফারঃ (বিস্তীর্ণঃ) অম্বুধিঃ
 (সাগরঃ) তৎস্বরূপঃ এব ॥ ২৭ ॥

হে সখি ! এবং উক্লুণাং (বিশালানাং) প্রেমাং নিবহেঃ গিরিধরং শশ্বৎ
 (অবিচ্ছিন্নং যথা স্যাত্তথা) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) তদা স্মরবশা সা অশ্রুভিঃ
 (অশ্রুভিঃ) স্বেদৈশ্চ স্পিতং (আর্দ্রীকৃতং) শুভং বস্মা (দেহঃ) যস্যাঃ
 সা—স্মদতী রাধা মুহুঃ কম্পাঘাতেঃ স্থলন্তী যা অচলা চাসৌ দীব্যন্তী
 (ছোতমানা) চ ঘৃতঘটী তাম্ আৰ্ভ্যা (আৰ্ত্তিভরেণ) শক্ত্যা (অধিকতর
 বল প্রয়োগেণ) চ করসরোজেণ দধার ॥ ২৮ ॥

ঘন-মূর্তিস্বরূপ, ইনি গোপরাজের পুণ্যরূপ বৃক্ষের সুপক্ক অমৃত-
 স্রাবী ফলস্বরূপ—ইনি প্রাণবয়স্যাদিগের প্রাণচয়ের রক্ষার
 একমাত্র মহৌষধ-স্বরূপ—ইনিই ধেনুক-মর্দনকারী বলদেবের
 জীবনরূপ মৎস্যের বিস্তৃত সাগর-সদৃশ—মাধব” ॥ ২৭ ॥

এইভাবে পুনঃ পুনঃ গিরিধারীকে দর্শন করিয়া কাম-
 বশীভূতা শ্রীরাধা মহাপ্রেমরাশি বশতঃ নিরন্তর অশ্রুপাত ও
 ঘর্ম্মভরে স্বীয় সুশোভন দেহ স্নাত করাইলেন। হে সখি !
 তখন তাঁহার মুহুমুহু কম্পাঘাত হওয়াতে [স্বীয় মস্তকস্থিত]
 অচল সুন্দর ঘৃতঘটী ও স্থলিত হইতে লাগিল ; কাজেই সেই
 স্মদতী শ্রীরাধা তখন করকমল দ্বারা ঐ ঘটী আৰ্ত্তি বশতঃ জোরে
 ধরিলেন ॥২৮॥

নেপথ্যালীং ললিত-ললিতাং দানিবর্ষোচিতাং তাং
 ধ্বা সন্তং ধ্বনিতমুরলীপত্রশৃঙ্গাদি-জুষ্টম্ ।
 ঘটীপালৈঃ কলিত-লকুটে বেষ্টিতং মিত্র-বৃন্দৈঃ
 পশ্যন্ত্য স্তাঃ স্মিত-বলিতয়া হেলয়া চারু চেলুঃ ॥২৯॥
 মত্তা স্তা মধুরৈ ভাবৈ মধুরা মধুমঙ্গলঃ ।
 দৃষ্ট্বা স্মিত্বাহথ সক্রোধমুবাচ মধুমর্দনম্ ॥৩০॥

তাং দানিবর্ষস্য উচিতাং (উপযোগিনীং) ললিতললিতাং (অতি
 সুমধুরাং—ললিতানাংপি লালিত্যবিধায়িনীমিতি যাবৎ) নেপথ্যানাং
 (শৃঙ্গাণাং) আলীং (সমূহং) ধ্বা সন্তং (অবতিষ্ঠমানং)—ধ্বনিতৈঃ
 মুরলী-পত্র-শৃঙ্গাদিভিঃ জুষ্টং (সেবিতং, শোভিতমিতি বা)—তথা
 কলিত-লকুটৈঃ (যষ্টিধারিভিঃ) ঘটীপালৈঃ মিত্রবৃন্দৈঃ বেষ্টিতং তং পশ্যন্ত্যঃ
 তা গোপ্যঃ স্মিতবলিতয়া (সস্মিতং) হেলয়া (গর্বেণ, অবহেলয়া) [যদ্বা
 শৃঙ্গারসূচকহাবেন, যথোক্তমুজ্জ্বলে—“গ্রীবারেচক-সংযুক্তো মুনেত্রাদি-
 বিকাশকঃ । ভাবাদীষৎ প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে । হাব এব
 ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গার-সূচকঃ ॥”] চারু (মনোরমং) চেলুঃ (চলিতঃ-
 বত্যাঃ) ॥ ২৯ ॥

অথ মধুরৈঃ ভাবৈঃ তা গোপ্যঃ মত্তাঃ মধুরাঃ (সুন্দরাকৃতিবিশিষ্টাঃ)

শ্রীশ্যামসুন্দর অতি সুললিত দানি-শিরোমণির উপযুক্ত
 শৃঙ্গারাদি ধারণ করিলেন—শব্দায়মান মুরলী-পত্রশৃঙ্গাদি দ্বারা
 পরিশোভিত হইলেন, এবং যষ্টিধারী ঘটীপাল মিত্রবৃন্দ কতৃক
 পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতে থাকিলে তখন তাঁহাকে
 দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা মৃদুহাস্য সহকারে অবহেলা
 করিয়া বা হেলা [স্পষ্ট শৃঙ্গার সূচক হাব অর্থাৎ গ্রীবার
 তীর্ষ্যাক্করণ ও মুখনেত্রাদির বিকাশকারী অনুভাব বিশেষ]
 নামক অলঙ্কার প্রকাশ করিয়া সুন্দর ভাবে চলিতে
 লাগিলেন ॥২৯॥

মধুর ভাবে মত্তা ও সুন্দরাকৃতি তাঁহাদিগকে দেখিয়া মধু-

গর্বেণ ফুল্লমধুনা মধুনাহতিমত্তা

মত্তালিভিঃ সমমমন্দবলাহবলাহপি ।

গচ্ছত্যসৌ স্ফুট মদন্ত-করা হি রাধা

বাধাঃ কথং ন হি বয়স্য ! বলাং করোষি ॥৩১॥

হরিং জেতুং শক্তাং মদন-নৃপতেঃ শক্তি মতুলাং

ভ্রমদ্যন্তীধ্বানাং গতি-বিলসিতৈ স্তাং স কলয়ন্ ।

চ দৃষ্ট্বা মধুমঙ্গলঃ স্মিত্বা সক্রোধং মধুমর্দনং (শ্রীকৃষ্ণং) উবাচ । মধু
‘পুষ্পরসং’ মর্দয়তীতি মধুমর্দনশব্দস্য ব্যুৎপত্ত্যা শ্রীরাধিকা-মুখপদ্ম-মধু-মত্ত
রসিক-ভ্রমরত্বেন তস্যোপাত্যাসঃ, তেন চ মর্দনশব্দ-সাহচর্য্যাত্তদধরপানে
বলাংকারোহপি ধ্বনিতঃ ॥ ৩০ ॥

হে বয়স্য ! অধুনা গর্বেণ ফুল্লং যথা স্যাত্তথা—মধুনা (যৌবনরসেন) চ
অসৌ রাধা মত্তালিভিঃ (প্রমত্ত-সখীভিঃ) সমং (সহ) অবলা (নারী)
অপি অমন্দবলা (বেগাতিগয়েন) অদন্তকরা (করমদত্বৈব) স্ফুটং গচ্ছতি ।
কথং হি ত্বং বলাং বাধাঃ ন করোষি ? ৩১ ॥

স এষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) হরিং (সিংহং, পক্ষে স্বং) জেতুং শক্তাং
(সমর্থাং) মদননৃপতেঃ অতুলাং (অনুপমাং) শক্তিং (শক্তিস্বরূপাং)
গতিবিলসিতৈঃ (গতিবিলাসৈঃ) ভ্রমন্ ঘণ্টীধ্বানঃ যস্যঃ তাং রাধাং

মঙ্গল হাস্য করিয়া ক্রোধের সহিত মধুমর্দন [শ্রীকৃষ্ণকে]
বলিলেন—“হে বয়স্য ! মধুভরে অতি মত্তা [প্রস্ফুটিত-যৌবনা]
এই রাধা এক্ষণে প্রফুল্ল মনে গর্বিষত-চিত্তে [রূপ-যৌবন] মত্ত
সখীগণ সমভিব্যাহারে কর না দিয়াই অবলা [বলহীনা, নারী]
হইয়াও অমন্দ-বলা [বেগের সহিত] প্রকাশ্যভাবেই যাইতেছেন
—তবে কেন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বাধা দিতেছ না ?” ৩০।৩১॥

গতিবিলাসের দ্বারা মেখলা-দাম নিবদ্ধ ইতস্ততঃ সঞ্চালামান
ক্ষুদ্র ঘণ্টী [কিক্কিণী] সমূহের ধ্বনি উত্থিত হইয়া মদনরাজের

উদঞ্চমারোদ্যদ্ ভ্রম বিকৃতিমাণ্ড্য কপটান্
মৃষা রোষাদেষ স্ফুট মিদমবাদীং সহচরান্ ॥৩২॥

সত্যং ব্রবীতি মধুমঙ্গল এষ ধূর্তা
দানং নিপাত্য মম যান্তি মদোরুগৰ্ব্বাঃ ।
পশ্যাত্ত দৰ্প মধুনা মম মিত্রবৰ্গ !
গৃহ্ণামি দান মচিরাদহমেক এব ॥৩৩॥

কলয়ন্ (পশ্যন্) উদঞ্চন্ (অতিবৃদ্ধিং গচ্ছন্) যো মারঃ (কন্দৰ্পঃ) তেন
উদ্যন্ (উদয়ন্) যো ভ্রমঃ তস্য বিকৃতিং (ভ্রমোথবিকারজাতং) কপটাং
(ব্যাজেন) আণ্ড্য (আবৃত্য) মৃষা রোষাং (কপটক্ৰোধেন) সহচরান্
স্ফুটং যথা স্যাত্তথা ইদম্ অবাদীং (অববীং) ॥ ৩২ ॥

এষ মধুমঙ্গলঃ সত্যং ব্রবীতি—ধূর্তাঃ তথা মদেন (সৌভাগ্য-যৌবনাচ্চ
বলেপজ-বিকারেণ) উরুঃ (বিপুলঃ) গৰ্ব্বো যাসাং তাঃ ‘গোপ্যঃ’ মম দানং
নিপাত্য (বিনাশ্য) যান্তি । হে মিত্রবৰ্গ ! অত্ অধুনা মম দৰ্পং পশ্য ।
অহম্ একঃ (একাকী) এব অচিরাদেব দানং গৃহ্ণামি ॥ ৩৩ ॥

অতুলনীয় শক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধার জয় ঘোষণা করিতেছে ;
[সিংহবীর্য্য] শ্রীহরি যখন দেখিলেন যে ঐ ধ্বনিকরূপ [মদন-
রাজের অনুপম] শক্তিতে তাঁহার পরাজয় অনিবার্য্য, তখন
তিনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল কামময় ভ্রমবিকারাদি চেষ্টাসমূহ
অবহিতাক্রমে গোপন করিলেন এবং মিথ্যা রোষভরেই যেন
সহচরদিগকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন—॥৩২॥

“এই মধুমঙ্গল সত্যই বলিয়াছে, এই ধূর্তা রমণীগণ মদভরে
নিরতিশয় অভিমানিনী হইয়া আমার দান বিনাশ করিয়া
যাইতেছে ! হে মিত্রবৰ্গ ! এক্ষণে তোমরা আমারও গৰ্ব্ব
নিরীক্ষণ কর—আমিই একাকী অবিলম্বে সকলেরই দান গ্রহণ
করিতেছি ॥৩৩॥

শৃঙ্গাণি বাদয়ত ভো মুরলী স্তথালীঃ
সংরক্ষত স্ফুটমিত স্তত এব যান্তীঃ ।
রাধামহং কুটিল-যৌবত-বর্য্য নাথাং
রুদ্ধাং করোমি সহসা ভুজয়ো যুগেন ॥৩৪॥

ঘটীপাল-সহস্র-বর্য্য সুবল ! ত্বং তাং বিশাখাং হঠাদ্
ঘটীকুটুমপটুরক্ষক সখে ! চিত্রাং ত্বমত্রোজ্জ্বল !
সভ্যশ্রেষ্ঠ বসন্ত ! চম্পকলতাং ত্বং তুঙ্গবিদ্যাং তথা
বত্সপ্রেক্ষক-লক্ষদক্ষ ললিতাং ত্বং কোকিলাবেষ্টয় ॥৩৫॥

ভোঃ ! ‘যুগং’ শৃঙ্গাণি মুরলীঃ চ বাদয়ত । তথা স্ফুটং যথা স্যাত্তথা
ইতস্ততঃ যান্তীঃ আলীঃ (সখ্যঃ) সংরক্ষত (অবরোধং কুরুত) । অহং
ভুজয়োঃ যুগেন কুটিলযৌবত-বর্য্যনাথাং রাধাং সহসা রুদ্ধাং করোমি ॥ ৩৪ ॥

হে ঘটীপালসহস্রাণাং বর্য্য সুবল ! ত্বং হঠাৎ তাং বিশাখাম্
আবেষ্টয় ; হে ঘটী-কুটুমপটুরক্ষক সখে উজ্জ্বল ! ত্বং তাং চিত্রাং
(আবেষ্টয়) ; হে সভ্যশ্রেষ্ঠ বসন্ত ! ত্বং তাং চম্পকলতাং তথা তুঙ্গবিদ্যাং
(আবেষ্টয়) ; হে বত্সপ্রেক্ষকাণাং (পথ-পরিদর্শকানাং) লক্ষাং ‘অপি’
দক্ষ কোকিল ! ত্বং তাং ললিতামাবেষ্টয় ॥ ৩৫ ॥

“তোমরা কেহ কেহ শিঙ্গা ও মুরলী বাজাও, এবং কেহ
কেহ ইতস্ততঃ পলায়নকারিণী সখীগণকে অবরোধ কর ।
আর আমি স্বয়ং কুটিল-যৌবত-বর্য্যনাথা [কুটিল যৌবন-বর-
স্বামিনী] শ্রীরাধাকে এই ভুজ-যুগলেই অবরোধ করিতেছি
“হে ঘটীপালসহস্র-শ্রেষ্ঠ সুবল ! তুমি ঐ বিশাখাকে হঠাৎ
রুদ্ধ কর ; দান ঘাটের মণিময় ভিত্তি রক্ষক সখা উজ্জ্বল !
তুমি ঐ চিত্রাকে ধর ; হে সভ্যশ্রেষ্ঠ বসন্ত ! তুমি ঐ
চম্পকলতা ও তুঙ্গবিদ্যাকে এবং হে লক্ষ লক্ষ পথ
পরিদর্শকগণ হইতে ও সুদক্ষ কোকিল ! তুমি ললিতাকে
বেষ্টন কর ॥৩৪—৩৫॥

স্মেরৈ রেতৈঃ সপদি পরিতো বেষ্ঠ্যমানাভি রাভি
বাগাটোপৈঃ প্রিয়সখকুলেষাশু সংস্তুতিষু ।
রঙ্গৈ ভঙ্গ্যা কুটিল-বচসাং রাধয়া সংস্তুতোহসৌ

কৃষ্ণঃ কোপাদিব সখি ! তদা গর্বিতাং তামবাদীং ৩৬॥

নিত্যং গর্বিণি ! বন্যবত্নানি মিষাং সংগোপ্য গব্যাদিকং
বিক্রীণাসি শঠে ! ত্বমত্র পতিতা ভাগ্যেন হস্তেহু মে ।

হে সখি ! সপদি (তৎক্ষণাদেব) এতৈঃ স্মেরৈঃ (হাস্যযুতৈঃ)
সহচরৈঃ পরিতঃ (সমস্তাং) বেষ্ঠ্যমানাভিঃ (পরিবৃত্তাভিঃ) আভিঃ
গোপীভিঃ বাচাম্ আটোপৈঃ (বাক্যসংরম্ভৈঃ) 'প্রিয়সখানাং কুলেষু আশু
(ঝটিতি) সংস্তুতিষু 'সংস্তু' রাধয়া রঙ্গৈঃ (কোতুকৈঃ) কুটিল-বচসাং
(বক্রোক্তিগাং) ভঙ্গ্যা চ অসৌ কৃষ্ণঃ সংস্তুতঃ (প্রশংসিতঃ) 'সন্' তদা
কোপাং ইব তাম্ গর্বিতাং রাধাম্ অবাদীং ॥ ৩৬ ॥

হে গর্বিণি ! নিত্যং বন্যবত্নানি (বনপথে) গব্যাদিকং মিষাং
(ছলেন) সংগোপ্য ত্বং বিক্রীণাসি । হে শঠে ! অত্ৰ অত্র মে (মম)
হস্তে ত্বং ভাগ্যেন পতিতা । অতঃ ত্বাং বদ্ধা উরু-মনোজরাজ-পুরতঃ

হে সখি ! সেই সহচরগণ হাস্য করিতে করিতে চতুর্দিক
হইতে সহচরীগণকে বেষ্তন করিলে তখন ইঁহারা বাগাড়ম্বর
সহকারে প্রিয়সখাগণকে শীঘ্রই স্তব্ধ করিয়া ফেলিলেন । কুটিল
[বক্র] বাক্য-জালের রঙ্গ ভঙ্গিতে শ্রীরাধা কর্তৃক সংস্তুত হইয়া
এই শ্রীকৃষ্ণ কোপ করিয়াই যেন তখন গর্বিতা শ্রীরাধাকে
বলিতে লাগিলেন—৩৬॥

“হে গর্বিণি ! বন পথে ছলক্রমে গব্যাদি গোপন করিয়া
নিত্যই বিক্রয় করিয়া থাক ! হে শঠে ! অত্ৰ ভাগ্যক্রমে
তুমি এইস্থানে আমার হস্তে পতিতা হইয়াছ । অতএব
তোমাকে বন্ধন করিয়া অবশ্যই আমি [মহা] মনুথরাজ গোচরে
এইরূপ ভাবে লইয়া উপস্থাপিত করিব, যাহাতে তিনি

*ত্বাং বন্ধোন্মনোজরাজ-পুরতো নেষ্যাম্যবশ্যং তথা
প্রীত্যা যচ্ছতি মহ্যমেব স যথা তারুণ্যরত্নাণি বঃ ॥৩৭॥

আ স্বদ্বিধানপাবলাগগান্ কিং

নেষ্যামি তস্মোন্মপস্য পার্শ্বে ?

দাস্যামি শিক্ষা মহ্যমেব সাক্ষা-

ভদ্বিতীয়ো ব্রজপত্নেহস্মিন্ ॥৩৮॥

বধ্লামি তূর্ণমনয়া বনমালয়া ত্বাং

মথ্যামি হন্ত ! দশনচ্ছদ মত্র দন্তৈঃ ।

(মহামন্থ-রাজস্য সম্মুখং) অবশ্যং তথা নেষ্যামি, যথা স মহ্যমেব বঃ
(যুগ্মকং) তারুণ্য-রত্নাণি প্রীত্যা যচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

আঃ (কোপে) স্বদ্বিধান্ (যুগ্মাদৃশান্) অবলাগগান্ অপি কিং তস্য
উন্মপস্য (মহামন্থ-রাজস্য) পার্শ্বে নেষ্যামি ? নৈবিত্তি ভাবঃ । তং
(তস্মাৎ) অস্মিন্ ব্রজপত্নে (ব্রজমণ্ডলে) অদ্বিতীয়ঃ (অপ্রতিদ্বন্দ্বী)
অহ্যমেব সাক্ষাৎ শিক্ষাং দাস্যামি ॥ ৩৮ ॥

[শিক্ষা প্রকারং সূচয়তি] হে চৌরিকে ! চেৎ (যদি) ত্বং ঋটিতি
দানং ন যচ্ছসি, 'তদা' ত্বাম্ অনয়া বনমালয়া তূর্ণং (ত্বরিতং) বধ্লামি ;

তোমাদের তারুণ্য [যৌবন] রত্ন-সমূহ আমাকেই প্রীতির
সহিত সমর্পণ করেন ॥৩৭॥

“আঃ ! তোমাদের ন্যায় অবলাগগকেও কি সেই মদন-
মহারাজের পার্শ্বে লইয়া যাইব ? এই ব্রজমণ্ডলে আমিই
অদ্বিতীয় [মদন], অতএব স্বয়ংই তোমাদিগকে শিক্ষা দিব ।

“হে চৌরিকে ! যদি মদীয় দান শীঘ্রই আদায় না কর,
তবে তোমাকে এই বনমালা দ্বারা এক্ষণই বন্ধন করিতেছি ;
এই দন্তরাজিদ্বারা এই তোমার অধর মন্তন [দংশন]

* “ত্বাং বন্ধা নু মনোজরাজপুরতো”

সন্দারয়ামি কুচয়ো যুগলং নখাস্ত্রে
দানং ন চেজ্জ্বাতিতি যচ্ছসি চৌরিকে ! ত্বম্ ॥৩৯॥

ইথং প্রজল্ল-রভসাত্তরসা তদীয়-
রক্তান্বরাঞ্চল মনল্লকচঞ্চলেহস্মিন্ ।

ধৰ্ত্তুং সমিচ্ছতি রুধা পরুষাক্ষরং তং
*চঞ্চদৃগঞ্চলকলা স্ককলা ললাপ ॥ ৪০ ॥

দূরেষু তিষ্ঠ ন হি মাং স্পৃশ ধ্বষ্ট ধূর্ত !
যান্তীং সূয়াগভবনং ত্রিভিঃ পবিত্রাম্ ।

হন্ত ! (অধৈর্য্যে) তব দশনচ্ছদম্ (অধরং) অত্র দন্তৈঃ (মদীয়
দন্তপঙক্তিভিঃ) মথামি ! তব কুচয়োঃ যুগলং নখাস্ত্রেঃ সন্দারয়ামি ॥৩৯॥

ইথং (অনেন প্রকারেণ) প্রজল্লানাং (বাক্যানাং) রভসাৎ
(কৌতুকাৎ) অস্মিন্ অনল্লক-চঞ্চলে (সাতিশয়চঞ্চলে কৃষ্ণে) তরসা (দ্রুতং)
তদীয়-রক্তান্বরস্য অঞ্চলং (প্রান্তভাগং) ধৰ্ত্তুং সমিচ্ছতি (সম্যক্
অভিলাষবতি) 'সতি' চঞ্চতী (চঞ্চলায়মানা) দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) অঞ্চল
কলা (প্রান্তদেশঃ) বস্যাঃ সা তথাভূতা স্ককলা (সুন্দরী, দানশীলা, নিখিল
কলাবিদ্ বা) রাধা রুধা (কোপেন) তং কৃষ্ণং পরুষাক্ষরং (তিরস্কার-
পূর্বকং) ললাপ (উক্তবতী) ॥ ৪০ ॥

করিতেছি ; নখরাস্ত্র দ্বারা এক্ষণই তোমার কুচযুগল বিদারণ
করিতেছি" !! ৩৮—৩৯ ॥

এইভাবে বাক্য বিব্রাস করিতে করিতে অতি চঞ্চল শ্যাম
সুন্দর যখন হঠাৎ তদীয় রক্তবস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা
করিলেন, তখনই সেই কমনীয় [চঞ্চল] কটাক্ষ-কলা-
বিস্তারিণী সুন্দরী বা স্ককলা [নিখিল কলাবিৎ] শ্রীরাধা ক্রোধ-
সহকারে কঠোর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

স্পৃষ্টং তবাদ্য মরুতাহপি মদীয়গব্যং
শ্যামীভবন ভবিতা শুভযজ্ঞ-যোগ্যম্ ॥৪১॥

কামার্ণবোচ্ছলিত-ঘর্ম্ম-জলাভিষেকৈঃ
শুদ্ধোহস্মি কিং ন কিল পশ্যসি দীর্ঘনেত্রে !
তস্মাত্ত্বয়া সহ মহোজ্জ্বল নাম সত্রং
কর্তুং লসামি সময়া শুভ-ধর্ম্মপত্ন্যা ॥৪২॥

হে ধৃষ্ট ! হে ধূর্ত ! দূরেষু তিষ্ঠ, মাং ব্রতিনীং পবিত্রাং স্রুযাগভবনং
যান্তীং চ ন স্পৃশ । অত মদীয় গব্যং তব মরুতা (বায়ুনা) অপি স্পৃষ্টং
শ্যামীভবং (অপবিত্রং) ‘সং’ শুভ-যজ্ঞযোগ্যং ন ভবিতা ॥ ৪১ ॥

[তদা কৃষ্ণসোক্তিঃ] হে দীর্ঘনেত্রে ! (তব নেত্রস্য দীর্ঘত্বাৎ
দর্শনোচিত্যমস্তু, তথাপি ত্বং ন পশুসীত্যহো আশ্চর্য্যম্ !) কামাঃ এব
অর্ণবঃ (সমুদ্রঃ) তস্মিন্ উচ্ছলিতানি যানি ঘর্ম্ম-জলানি (প্রস্বেদবারীণি)
তেষাং অভিষেকৈঃ (অভিষিক্তনৈঃ) অহং শুদ্ধঃ অস্মি ইতি কিল ন পশ্যসি
কিং ? অপিতু পশ্যস্যেব । তস্মাৎ সময়া (সমান ধর্ম্ম বিশিষ্টয়া) শুভ
ধর্ম্ম-পত্ন্যা (উপহাসোক্তিরিয়ং) ত্বয়া সহ মহোজ্জ্বল নাম সত্রং (যজ্ঞং)
কর্তুং লসামি (বিরাজমানোহস্মি) ॥ ৪২ ॥

“হে ধৃষ্ট ! হে ধূর্ত !! দূরে থাক, [অনেক] দূরে থাক ;
ব্রতচারিণী পবিত্রা স্রুযজ্ঞভবনে গমনকারিণী আমাকে স্পর্শ
করিও না । যদি তোমার গাত্র-বায়ু দ্বারাও আমার এই গব্য
অত স্পৃষ্ট হয়, তবে তাহা শ্যামীভূত [অশুদ্ধ] হইয়া গেলে
আর শুভযজ্ঞ কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে না ॥৪১॥

“হে দীর্ঘ নেত্রে ! তুমি কি দেখিতেছ না—যে আমি কাম-
সমুদ্রের উদ্বেলিত ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত হইয়া শুদ্ধ হইয়াছি ;
কাজেই সমানা [সমান ধর্ম্মবিশিষ্টা] শুভ ধর্ম্ম-পত্নী তোমার
সহিত ‘মহোজ্জ্বল’ নামক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে অভিলাষ
করিয়া বিরাজিত আছি ॥”৪২॥

এতাং বয়স্য ! মৃদু হৃদ্যবচঃ-প্রবন্ধ
 রঙ্গৈঃ সুরঞ্জিততরাং নিতরাং বিধায় ।
 দানং গৃহাণ নিজমাশ্রিতি কোকিলোক্ত-
 মাশ্রুত্য সন্মিতমনন্ত-বিচিত্রলীলঃ ॥৪৩॥

সব্যং করং সুভগ-সব্য-কটৌ নিধায়া-
 সবোন কৃষ্ণপটস্থমুখাঙ্কগুণ্ডাং ।
 শীর্ষিঃ স্ফুরন্নব ঘাতোজ্জ্বল হেম-কুন্তাং
 ভঙ্গ্যা ভ্রমংস্মিতদৃশং স জগাদ রাধাম্ । ৪৪॥

(দ্বাভ্যামন্বয়ঃ)

“হে বয়স্য ! এতাং মৃদুঃ হৃদ্যশ্চ (কমনীয়শ্চ) যো বচঃ-প্রবন্ধঃ
 (বাক্যপ্রয়োগঃ) তস্য রঙ্গৈঃ (কোতুকৈঃ) [যদ্বা—হৃদি ‘কৃত্বা’ মৃদু বথ্য
 স্যাত্তথা অবচঃ-প্রবন্ধরঙ্গৈঃ (বাগ্ বিহীনান্বেষ-কৌতুকৈঃ) সুরঞ্জিততরাং
 (সুপ্রসন্নতরাং) বিধায় নিজং দানম্ আশু গৃহাণ”—ইতি কোকিলস্য উক্তং
 (বাক্যং) আশ্রুত্য অনন্তবিচিত্রলীলা-পরায়ণঃ স সন্মিতং (ঈষদ্ধাস্যোন)
 সুভগ-সব্য-কটৌ (সুন্দর-বামকটি দেশে) সব্যং (বামং) করং নিধায়
 অসবোন (দক্ষিণেন) চ কৃষ্ণঃ (আকৃষ্ণঃ) যঃ পটঃ (বস্ত্রং) তেন সৃষ্টঃ
 মুখাঙ্কস্য গুণ্ডাঃ (আবরণং) বস্যাঃ তাং—তথা শীর্ষি (শিরোদেশে) স্ফুরন্
 নবঘ্রতেন উজ্জ্বলঃ হেমকুন্তাঃ বস্যাঃ তাং, ভঙ্গ্যা ভ্রমন্তী স্মিতেন দৃক্ (নয়নং)
 বস্যাঃ তাং রাধাং স কৃষ্ণঃ জগাদ (উক্তবান্) ॥ ৪৩-৪৪ ॥

“হে বয়স্য ! এই শ্রীরাধাকে নীরবে প্রকৃষ্টভাবে মৃদুল
 বন্ধন [পরিরন্তন] রঙ্গে অথবা মৃদু হৃদয়গ্রাহী বাক্য-প্রয়োগ-
 কৌতুকে আরো সুরঞ্জিততর [সুপ্রসন্না] করিয়া নিজ দান
 শীঘ্রই গ্রহণ কর ।” কোকিলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই
 অনন্ত বিচিত্র লীলাময় [পুরুষরত্ন] সহাস্ত্রে সুন্দর বাম কটিতে
 বাম হস্ত স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শ্রীরাধার অবগুণ্ঠনবস্ত্র
 আকর্ষণ করিলে তদীয় মুখের অর্দ্ধাংশ অবগুণ্ঠিত হইল ; যন্তকে

ঘটীকুটিমস্ফটপট-নিকটে রাধে ! ঘটীং স্থাপয়
 প্রোদ্যৎ সৌরভসদ্বপদ্ব-পবনৈঃ শ্রান্তিঃ ক্ষণং বারয় ।
 দীব্যনব্য স্নগব্যদান বিলসল্লেখং মুহুঃ কারয়
 ক্রুরস্যালি কুলস্য দানমচিরাদারাং স্বয়ং দাপয় ॥৪৫॥

আগচ্ছ হে লিপিপতে মধুমঙ্গলেহ
 পঞ্জীং পঠন্ দৃঢ়মতিঃ কুরু সত্যলেখম্ ।
 উৎকোচলোভভরতো যদি নাশয়ে ত্বং
 দ্রব্যানি মে কিল তদা ভবিতাহসি দগুত্বাঃ ॥৪৬॥

হে রাধে ! ঘটী কুটিমস্ফটস্য পটস্য নিকটে ঘটীং স্থাপয়, প্রকর্ষণে
 উদ্যৎ যৎ সৌরভং তস্য সদ্ব (আলয়ং) যৎ পদ্বং (জাতাবেক বচনং) তস্য
 পবনৈঃ (মৃদুশীত স্নগন্ধ সমীরণে রিত্যর্থঃ) ক্ষণং শ্রান্তিঃ বারয় । মুহুঃ
 (পুনঃ) দীব্যতঃ (উজ্জ্বলায়মানস্য) নব্য স্নগব্যস্য যৎ দানং তস্মিন্
 বিলসৎ (উপযুক্তং) যৎ লেখং তৎ কারয় । অচিরাৎ ক্রুরস্ত আলিকুলস্ত
 দানং স্বয়ং আরাং (মৎসমীপমাগত্য) দাপয় ॥ ৪৫ ॥

হে লিপিপতে মধুমঙ্গল ! ইহ আগচ্ছ, ত্বং দৃঢ়মতিঃ সন্ পঞ্জীং
 (রাজস্ব-নিয়মাদি) পঠন্ সত্যলেখং কুরু ; যদি ত্বং উৎকোচলোভভরতঃ
 মে দ্রব্যানি নাশয়েঃ, তদা কিল দগুত্বাঃ (দগুত্বাঃ) ভবিতা অসি ॥ ৪৬ ॥

নবঘট-পূর্ণ-উজ্জ্বল-হেমকুণ্ডবাহিনী, ভঙ্গীক্রমে ভ্রাম্যমাণ-স্মিত-
 নয়না শ্রীরাধাকে শ্যামসুন্দর বলিলেন—॥৪৩-৪৪॥

“হে রাধে ! এই দানঘটীর মণিভিত্তির নিকটে ঘটী
 স্থাপন কর,—দিগন্তবিস্তারি স্নগন্ধবাহি পদ্ববায়ু দ্বারা ক্ষণ-
 কালের জন্য শ্রান্তি দূর কর ; দিব্য নব্য স্নগব্যের দান জন্য
 উপযুক্ত লেখা প্রস্তুত করাও, আর ক্রুর সখীসমূহের দান ও
 অবিলম্বে স্বয়ংই আমার নিকটে আসিয়া দান করাও ॥” ৪৫ ॥

“হে লিপিপতি মধুমঙ্গল ! এখানে আস ত । পঞ্জী [রাজস্ব
 নিয়মাদি-পাঠ করিয়া দৃঢ়মতি হইয়া যথার্থ লেখাই প্রস্তুত কর ;

আগচ্ছ কচ্ছমবধেহি বিধেহি লেখং

দানং নু দেহি ন হি ধেহি কলিং হি রাধে !

বীটীঞ্চ ভুঙ্ক্ষু সরসং কুরু বক্তৃবিশ্বং

পুণ্যাহমাচর পুরঃ সময়ঃ শুভোহয়ম্ ॥ ৪৭ ॥

যস্য যন্নিয়তদান মমুষ্য-

বস্তুনঃ স্তদৃঢ় মুচ্যতে ময়া ।

তত্তদেব কিল লিখ্যতাং ত্বয়া

যত্নতো লিখনশূর-বয়স্য ॥ ৪৮ ॥

গব্যস্য ভব্যবদনে ! প্রতিপাত্রমত্র

দানং কিল প্রতিজনং ব্রজসুন্দরীগাম্ ।

হে রাধে ! কচ্ছম্ (মৎসবিধম্) আগচ্ছ, অবধেহি (দান প্রদানায় অবধানং কুরু) লেখং বিধেহি, দানং নু দেহি, কলিং (কলহং) ন হি ধেহি (কুরু), বীটীং (তাম্বূলং) চ ভুঙ্ক্ষু, বক্তৃবিশ্বং সরসং কুরু, পুণ্যাহম্ আচর, 'যতঃ' অয়ং পুরঃ সময়ঃ শুভঃ ॥ ৪৭ ॥

হে লিখন-শূর বয়স্য ! অমুষ্য বস্তুনঃ (বস্তুজাতস্য) যস্য যৎ দানং নিয়তং (নির্দিষ্টং), তৎ ময়া স্তদৃঢ়ং (যথার্থতঃ) উচ্যতে ; ত্বয়া তত্তদেব কিল যত্নতঃ লিখ্যতাম্ ॥ ৪৮ ॥

যদি তুমি উৎকোচের লোভে আমার দ্রব্যগুলি নাশ কর, তবে তুমিও দণ্ডনীয় হইবে, মনে রাখিও" ॥ ৪৬ ॥

“হে রাধে ! নিকটে আস, সাবধান হও, লেখা প্রস্তুত করাও, দান আদায় কর, আর বিবাদ করিও না ; তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া বদন-বিশ্ব সরস কর, পুণ্যাহ আচরণ কর—এই উপস্থিত সময়টি অতীব শুভ ॥ ৪৭ ॥

“হে লিখন-শূর বয়স্য ! যে বস্তুর যাহা নির্দিষ্ট মূল্য, আমি যথার্থই বলিতেছি ; তুমি তাহাই যত্নপূর্বক লিখ ত ॥ ৪৮ ॥

বৃন্দানি পঞ্চ বিলসন্নবহীরকাণাং

যৎ সৌভগাদিকমলভ্যমেনে লভ্যম্ ॥৪৯॥

সীমন্তকান্তি-বিলসন্নবরাগ বস্ত্র-

সিন্দূরয়ো স্তপন-কান্ত মণীন্দ্র-লক্ষ্মম্ ।

লীলা-বিস্তারিণীং বন্দে সখীং শ্রীললিতাহ্বয়াম্ ।

যৎকৃপয়া প্রবৃত্তোহয়ং মূকোহপি রহো-বর্ণনে ॥ ০ ॥

হে ভাব্যবদনে ! (সুন্দরাননে !) ব্রজসুন্দরীণাং প্রতিজনং গব্যস্ত প্রতিপাত্রং দানং কিল বিলসন্তি (উজ্জ্বলানি) যানি নবহীরকাণি তেষাং পঞ্চ বৃন্দানি । যৎ (জগতি) অলভ্যং (দুর্লভং) সৌভগাদিকং (সমৃদ্ধি-গৌরবাদিকং) তৎ অনেন (দানেন) লভ্যং শ্রাদিতি শেষঃ । অত্রৈদং বোদ্ধব্যং—দানগ্রহণব্যাজতঃ খলু শ্রীরাধায়াঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বর্ণনা, তথা বিশেষ-সন্তোগজাতস্য চ ভঙ্গ্যা প্রার্থনা, যাহি রসিকজনৈক-সংবেদ্য তথা গুরুগম্যা চ ; তথাপি যথামতি দিগ্দর্শন গ্রায়েন যৎকিঞ্চিৎ সূচ্যতে ।

ব্রজসুন্দরীণাং সহাগতানাং মুখ্যতঃ পঞ্চানাং সখীনাং বিলসন্তি মধুর স্মিতেনেষদ্ বিকশন্তি যানি নবহীরকবহুজ্জ্বলদশনানি তেষাং বৃন্দানি সমূহানি এব দানম্—মদধরদংশন-রূপমিতি যাবৎ । অনেনৈব অলভ্যং দুর্লভতরং যৎ সৌভগাদিকং (মদভীষ্মিতং মহা-বিলাসাদিকং ত্বয়া সহৈতি শেষঃ) মে লভ্যং শ্রাদিত্যাভ্যন্তরার্থঃ ॥ ৪৯ ॥

“হে সুন্দরাননে ! ব্রজসুন্দরীগণের প্রত্যেকের গব্যাদি প্রতিপাত্রের জন্য পাঁচ বৃন্দ অতু্যজ্জ্বল নব হীরকই দান—যেহেতু সৌভাগ্য [সমৃদ্ধি গৌরবাদি] পৃথিবীতে দুর্লভ হইলেও কিন্তু আমিই ঐ সব লাভের [ভোগের] অধিকারী ॥৪৯॥ * ”

* ৪৯ শ্লোক হইতে ৮৪ শ্লোক পর্য্যন্ত দান গ্রহণচ্ছলে শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন, এবং বিশেষ বিশেষ সন্তোগের কথাও ভঙ্গীক্রমে ইঙ্গিত করিতেছেন—তাহা একমাত্র রসিক জনৈক-সংবেদ্য এবং গুরুগম্য ।

বেণী-বরালককুলোজ্জ্বল-কজ্জলানাং

গারুত্মতেন্দ্র মণি মঞ্জুল-লক্ষ্যুগ্মম্ ॥ ৫০ ॥

স্বর্ণাঙ্কচন্দ্র নিভ-ভালতলশ্চ সূত্র !*

শুভ্রাংশুকান্ত-মণিলক্ষ্যমতুচ্ছশোভম্ ।

সীমন্তশ্চ কান্তিচ্চ বিলসতা নব-রাগেণ (নবীন রক্তবর্ণেন) বস্ত্রঃ (মনোহরঃ) সিন্দূরশ্চ তয়োঃ দানং তপনকান্তমণীন্দ্রানাং (সূর্য্যকান্তানাং) লক্ষ্যমেব । বেণী চ বরালককুলানি চ উজ্জ্বল-কজ্জলানি চ তেষাং দানং গারুত্মতানাম্ (মরকতানাং) ইন্দ্রনীলমণীনাং মঞ্জুলং (মনোমদং) লক্ষ্য-যুগ্মং । অত্র পূর্বাঙ্কে সীমন্ত-কান্তি-সিন্দূরয়ো রত্নপময়ো গুৰুকৃত লক্ষ্য-সূর্য্যকান্তয়ো দানত্বেন রসিকমুকুটমণি কুংকট-লালসঃ শ্যামসুন্দরঃ কটাক্ষভঙ্গ্যা ততদ্ভোগ-বিশেষমেব প্রার্থয়তি । পরাঙ্কেহপি মরকতেন্দ্রনীলমঞ্জুল মণি বিনিন্দি-বেণ্যালক-কজ্জলানাং বিশেষ-ভোগ এব ভঙ্গ্যা প্রার্থিতঃ ॥ অত্রৈদং বোধবাৎ—দানশ্লোকেষু প্রায়শঃ উপমেয়োপমায়া দৃষ্টত্বাৎ, তস্মাচ্চ উপমেয়ভূতশ্চ বস্তু-জাতশ্চ উপমান-বিজয়ি-ব্যতিরেকমুখেন বর্ণনৌচিত্যাৎ সৰ্ব্বত্রৈবোপমেয়শ্চ মাহাত্ম্যাতিশয় স্তুত্বা রসচমৎকারাবহত্বঞ্চ সূচ্যতে-তরামিতি—বহুস্তমলক্ষ্য-কৌস্তুভে—

“উপমানশ্চ নিন্দারামযোগ্যত্বে নিষেধতঃ ।

উপমেয়শ্চ প্রশংসা সোপমেয়োপমাহপরা ॥” ৫০ ॥

হে সূত্র ! স্বর্ণাঙ্কচন্দ্রশ্চ নিভঃ যৎ ভালতলং (ললাটদেশঃ) তশ্চ

“সীমন্তকের [সীতির] কান্তি এবং সুন্দর নবরাগ (রক্ত বর্ণ) মনোরম সিন্দূর বিন্দুর জন্য লক্ষ্য সূর্য্যকান্ত মণি-শ্রেষ্ঠই দান । বেণী, অত্যাৎকৃষ্ট অলকাসমূহ ও উজ্জ্বল কজ্জলাদি প্রত্যেকের জন্য মনোমদ মরকত মণি, ইন্দ্রনীলমণি প্রভৃতির দুই লক্ষ্যই দান ॥ ৫০ ॥

হে সুন্দরি ! স্বর্ণাভ অঙ্কচন্দ্র তুল্য ললাট দেশের জন্য সাতিশয় শোভাবিশিষ্ট এক লক্ষ্য চন্দ্রকান্তমণিই দান । ললাটস্থ

কস্তুরিকা-রচিত-ভালবিশেষকস্য

গারুত্মৈ ঘটিত-চন্দ্রমসোহর্বদানি ॥৫১॥

ক্রয়ুগকস্য কুটিলস্য শরাসনানি

সন্নীল-রত্নরচিতান্যযুতানি পঞ্চ ।

কর্ণদ্বয়স্য রুচিরস্য মনোজ্ঞ নব্য-

বৈদূর্য্য-মৌৰ্ব্বদৃঢ়-সদৃগুণপুঞ্জপুঞ্জাঃ ॥৫২॥

দানং অতুচ্ছশোভম্ (অতুজ্জলং) শুভ্রাংশুকান্তমণীনাং (চন্দ্রকান্তানাং)
লক্ষম্ । তথা কস্তুরিকা-রচিতঃ যো ভালস্য বিশেষকঃ (পত্রভঙ্গী-রচনা)
তস্য দানং গারুত্মৈঃ ঘটিতানাং চন্দ্রমসাম্ অর্বদানি ॥ অত্র পূর্ব্বার্কে
অতুজ্জললক্ষচন্দ্রকান্ত-তিরস্কারি-ললাটার্দ্ধচন্দ্রস্য স্বস্য ললাটস্থচন্দনচন্দ্রেন
সহ সন্মিলন-রূপ ভোগবিশেষ এব স্বাভিলাষঃ । পরাৰ্কে শ্রীমত্যাঃ কপোল
দেশস্থ মৃগমদরচিত-পত্র-ভঙ্গৈঃ সহ নাগরবরশ্রাসীম-লালসাভরশ্চেন্দ্রনীল-
নিভ কপোলস্থ চন্দন-বিন্দুভি মিলনমেব স্বাভীপ্সিতমিতি বোধ্যম্ ॥ ৫১ ॥

কুটিলস্য (বক্রস্য) ক্রয়ুগকস্য সন্নীলরত্নরচিতানি পঞ্চ অযুতানি
শরাসনানি (ধনুংষি) এব দানম্ । রুচিরস্য কর্ণদ্বয়স্য মনোজ্ঞাঃ (মনোহরাঃ)
নব্যাঃ (নবীনাঃ, স্তবনীয়া বা) বৈদূর্য্যময়া যে মৌৰ্ব্বাঃ (ধনুগুণোপযুক্ত
লতাবিশেষময়াঃ) দৃঢ়-সদৃগুণাঃ (সূদৃঢ়োত্তমরজ্জবঃ) তেষাং পুঞ্জপুঞ্জাঃ
(বহুরাশয়াঃ) এব দানম্ । [ধনুরূপস্য ক্রয়ুগস্য জ্যা-রূপত্বেন কর্ণদ্বয়ং
নিক্রুপিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ; “শ্রুতি ন চ জগজ্জয়ে মনসিজস্য মৌৰ্ব্বীলতেতি
জগন্নাথবল্লভ উক্তত্বাৎ”] । অত্র পূর্ব্বার্কে ইন্দ্রনীলবিজয়ি-ধনুরূপস্য
কুটিল-ক্রয়ুগস্য বিশেষঃ ভোগ এবাপৃথগভূত কুঞ্চিতক্রভঙ্গ্যা প্রার্থিতঃ ।
বৈদূর্য্যমণি-বিনিন্দি-কর্ণযুগলস্য মহাবিলাসকালীনাঃ শীৎকার-ভূষণশিঞ্জিত
কলভাষণাদয় এব ভঙ্গীবিশেষেণ প্রার্থিতাঃ ॥ ৫২ ॥

কস্তুরিকা-রচিত তিলকের জন্য মরকত মণি-জটিত অর্ববুদ
অর্ববুদ চন্দ্রই দান ॥ ৫১ ॥

“কুটিল ক্রয়ুগলের দান—পাঁচ অযুত সুন্দর নীলরত্ন-খচিত
শরাসন (ধনু) এবং রুচির কর্ণদ্বয়ের জন্য মনোজ্ঞ নবীন

কামং কটাক্ষ-বিশিখ্য স্পর্শরত্ন-
 সংনির্মিতা দশ লক্ষাণি শরাঃ স্ত্রীক্ষাঃ ।
 অক্ষৌ যুগস্য স্তভগস্য মসারসার-
 নীলোৎপলানি নিযুতানি যুতানি গন্ধৈঃ ॥৫৩॥
 কার্ত্তস্বরৈ ঘটিত কীরকিশোরচঞ্চু-
 পুঞ্জঃ প্রকৃষ্টতিল-পুষ্প-সুনাসিকায়াঃ ।

কটাক্ষাঃ এব বিশিখাঃ (বাণাঃ) তেষাং দশলক্ষাণি স্পর্শরত্নৈঃ
 (মরকতৈঃ) সংনির্মিতাঃ স্ত্রীক্ষাঃ শরাঃ এব কামং (যথেষ্টং, অকামানু-
 মতো কামমিত্যমরঃ) দানম্ । তথা স্তভগস্য (অতিসুন্দরস্য) অক্ষৌঃ
 যুগস্য মসারাণাং (ইন্দ্রনীলানাং) সারভূতানি গন্ধৈ যুতানি নিযুতানি
 নীলোৎপলানি এব দানং । অত্র পূর্বার্দ্ধে ধিক্কৃত-মরকতনির্মিত স্ত্রীত্র
 শরাণাং দানত্বেন বিশেষ সুরতভোগ সাধকানি অঙ্গানি ভঙ্গ্যাভিলক্ষ্যন্তে;
 যত্নমলক্ষ্য-কৌস্তভে—

এহীতি পৃষ্ঠগসখীক্ষণকৈতবেন

ব্যাবৃত্ত্য যো ময়ি তয়া নিহিতঃ কটাক্ষঃ ।

প্রত্যস্তবনম কটাক্ষমবাপ্য শান্তোহ

প্যন্তু বিভেদ স নিকৃতশরাদ্ধবন্যে ॥

পরার্দ্ধে চ ইন্দ্রনীলমণিজটিত-নীলোৎপলমর্দি-নয়নয়ো দর্শনত্বেন স্বনয়ন-
 মিলনাদিভোগজাতং নয়নভঙ্গ্যেব প্রার্থিতম্ ॥ ৫৩ ॥

প্রকৃষ্টতিলপুষ্প – সুনাসিকায়াঃ (সুজাত-তিলকুসুম-বিনিদ্দিনাসিকায়াঃ)

বৈদূর্য্য-মণিময় মূর্ব্বা লতার সূদৃঢ় উত্তম গুণ (রজ্জু-) পুঞ্জের বহু
 রাশিই দান ॥৫২॥

“প্রতি কটাক্ষ বাণের জন্ম না হয়, মরকতমণি-নির্মিত
 দশ লক্ষ স্ত্রীক্ষ শরই দান দিলে চলিবে । সৌভাগ্যবান্ অক্ষি
 যুগলের দান—ইন্দ্রনীলমণির সারময় নিযুত নিযুত স্ত্রীক্ষ নীল-
 পদ্ম । “অতুৎকৃষ্ট তিল কুসুম বিনিন্দী মনোহর নাসিকার জন্ম
 শুক-কিশোরের স্বর্ণঘটিত চঞ্চু পুঞ্জই দান । সুন্দর গণ্ডযুগলের

সদগুণ্যো মধুর-কাঞ্চন-দর্পণানাং

বৃন্দং নবস্ফটিকতোহপ্যতিচিক্ণানাম্ ॥৫৪॥

সর্বোপমা মহিমমর্দি-মুখস্ত পূর্ণ-

শুভ্রাংশু-লক্ষমথ ফুল্লসরোজলক্ষম্ ।

উদ্দামধামমণিদর্পণ লক্ষমত্র

সৌবর্ণমেব চিবুকস্ত চ রত্নপুঞ্জাঃ ॥৫৫॥

কার্ত্তস্বরৈঃ (সুবর্ণৈঃ) ঘটিতঃ কীরকিশোরাণাং (শুকশাবকানাং)
যঃ চকুনাং পুঞ্জঃ স এব দানম্ । সদগুণ্যোঃ দানন্ত নবস্ফটিকতঃ অপি
অতি-চিক্ণানাং মধুর-কাঞ্চনদর্পণানাং বৃন্দম্ এব ॥ পূর্বার্দ্ধে দিক্কৃত
স্বর্ণজটিত-শুকচক্কুরূপায়াঃ তিল-পুষ্পবিজয়িতাঃ কন্দর্পাদুত-তুনযুগযুত
নাসিকায়াঃ সুরতোথপরিমলাস্বাদনাদিকং নাসিকা-ভঙ্গ্যা সূচিতম্ ।
তথা পরার্দ্ধে ত্রিকৃতনবস্ফটিক-কাঞ্চনদর্পণ্যো গুণ্যোঃ চুশ্বনাদিকং
স্বাভিপ্রেতং স্বাধরোষ্ঠভঙ্গ্যা জ্ঞাপিতম্ ॥ ৫৪ ॥

সর্বোপমানাং মহিমায়াঃ মর্দি (পরাভবকারি) যং মুখং, তস্ত দানং
পূর্ণ-শুভ্রাংশুনাং (চন্দ্রানাং) লক্ষং, অথ ফুল্লানাং সরোজানাং লক্ষং, তথা
অত্র সৌবর্ণমেব উদ্দামধামানঃ (অতু্যজ্জলাঃ) যে মণিদর্পণাঃ, তেষাং লক্ষম্ ।
চিবুকস্ত তু রত্নপুঞ্জা এব দানম্ ॥ অসংখ্যাত-পূর্ণচন্দ্র-প্রফুল্লকমল-মণিদর্পণাদি-
বিজয়িনঃ অতুলনীয়স্ত মুখস্ত দানত্বেন চুশ্বনাদি-মহোৎসব-রূপং পরমানন্দ
জাতং মুখভঙ্গ্যা সংপ্রার্থিতং ; বহুভুজমলঙ্কারকৌস্তুভে—“অক্ষাঙ্কি স্থলনং
করাকরি মনঃ সংবাদ-সম্বেদনং, কর্ণাকর্ণি বৃথা কথাস্থ যুগপচ্চুশ্বাঃ শতং
গুণ্যোরিত্যাদি” ॥ তথা রত্ন-পুঞ্জতিরস্কারি চিবুকস্ত চ ভঙ্গীক্রমেণ তারুণ্য-
রত্নাস্বাদো বা স্পর্শসুখ এব বাহভিপ্রেতঃ ॥ ৫৫ ॥

দান—নবস্ফটিক হইতেও অতিশয় চিক্ণ এক বৃন্দ মনোহর স্বর্ণ
দর্পণ ॥৫৩—৫৪॥

“সকল উপমার মহিমা-মর্দনকারী মুখের দান—লক্ষ পূর্ণচন্দ্র,
লক্ষ প্রস্ফুটিত পদ্ম আর স্বর্ণঘটিত সাতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট লক্ষ
মণি-দর্পণ । এবং ঐ চিবুকের জন্ত রাশি রাশি রত্নই দান ॥৫৫॥

বিশ্বাধরস্ত মধুরস্ত সুরাগপদ্ম-

রাগৈকপদ্মমিহ পদ্মবর-প্রভায়াঃ ।

সংপক্‌দাডিম ফলোজ্জ্বলবীজ-নিন্দি

দন্তাবলেঃ শিখরলক্ষ্ম দৃষ্টকক্ষ্ম ॥৫৬॥

যোহয়ং ত্বদ্ বদনারবিন্দ-চিবুকে কস্ত রিকা-কল্লিতঃ

সম্যক্ সুন্দরবিন্দু রিন্দুবদনে ! নিঃসঙ্গভৃঙ্গো মতঃ ।

ইহ পদ্মবর-প্রভায়া “তব” মধুরস্ত বিশ্বাধরস্য দানং সুরাগাণাং (সুষ্ট রক্তবর্ণানাং) পদ্মরাগাণাম্ একং পদ্মং । তথা সংপক্‌দাডিম-ফলানাং উজ্জ্বল বীজানাং নিন্দাকারিণঃ দন্তাবলেঃ দানম্ অদৃষ্টা কক্ষা (তুলা) যস্ত তথাবিধম্ (অনুপমং) শিখরাণাং লক্ষ্ম । (দাডিমী বীজসঙ্কাশং মাণিক্যং শিখরং বিছুরিতি) অত্র পূর্বার্দ্ধে লক্ষ্ম-পদ্মরাগ-বিনিন্দি-বিশ্বাধরস্তাতুলনীয়স্বধা স্বাদনমেব স্বরসনাভঙ্গ্যা প্রার্থিতম্ । পরার্দ্ধে শিখরমাণিক্য-বিজয়ি-দন্তাবলেঃ দানন্ত বৈপরীত্যেন স্বাধরদংশনন্তথা-স্বাভিযোগ-প্রকাশনায় শ্রীরাধয়া কৃতস্বাধরদংশরূপাপূর্ক্বাস্বাদ বিশেষ এব বা ভঙ্গ্যাহভিলক্ষিতঃ ॥ ৫৬ ॥

হে ইন্দুবদনে ! রাধে !! তব বদনারবিন্দচিবুকে যঃ অয়ং কস্ত রিকা-রচিতশ্চ সম্যক্ সুন্দরশ্চ যো বিন্দুঃ, স মে নিঃসঙ্গঃ ভৃঙ্গঃ মতঃ । অতঃ হে প্রিয়ে ! স মম স্মেরাং (হাস্যযুক্তাং) দৃগেব মিলন্তী যা মধুকরী তাং প্রেমতঃ আলিঙ্গতু । ইদং হি সত্যং দানং, পরং কিঞ্চিৎ নহি ময়া যাচ্যতে । মৃগমদবিন্দোঃ নিরন্তর-স্বদৃগ্‌গোচরী-করণমেব মহাসুরত-লাস্যোদীপকমিতি স্পষ্টোক্ত্যাহভিযাচিতম্ ॥ ৫৭ ॥

গানানাং যঃ অমৃতাঙ্কিঃ (সুধা-সমুদ্রঃ) তস্য পরিবেষণে দক্ষা (সুনিপুণা) যা দক্ৰী সা এব দিব্যা চাসৌ অতিরক্তা চেতি যা রসনা (জিহ্বা)

“এই পদ্মবর-প্রভা-বিশিষ্টা তোমার মধুর বিশ্বাধরের জন্য সুন্দর-কান্তি পদ্মরাগ মণির এক পদ্মই দান । সুপক্‌ দাডিম ফলের উজ্জ্বল বীজ-নিন্দি দন্ত সমূহের জন্য অতুলনীয় লক্ষ্ম শিখরই (মাণিক্যবিশেষই) দান ॥৫৬॥

“হে চন্দ্রবদনে ! তোমার বদনারবিন্দ-চিবুকে মৃগমদ-রচিত

স স্মেরাং মম দৃঙ্ মিলনমধুকরী মালিন্সতু প্রেমতঃ
সত্যং দানমিদং প্রিয়ে ! নহি পরং কিঞ্চিন্ময়া যাচ্যতে ॥৫৭॥

গানামৃতাক্রি-পরিবেষণ-দক্ষ-দবর্ষী

দিব্যাতি-রক্তরসনা-রমণীয়তায়াঃ ।

কপূর-সার পরিবাসিত-নব্যহৃৎ

মাধ্বীক-পূর্ণ-চষকাবলি রদ্য সদ্যঃ ॥৫৮॥

ফুল্লীভবং স্মিতলবস্ত্র সূতার-মঞ্জু

মুক্তাফলে বিহিত কৈরব-কোটি রদ্ধা ।

তস্যাঃ রমণীয়তায়াঃ নিত্যনবনবায়মানতায়াঃ— যদুক্তং “ক্ষণে ক্ষণে
যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ” অতঃ সত্যং দানং হি কপূরসারৈঃ
পরিবাসিতং (স্নগন্ধিতং) যৎ নব্যং (নবীনং, স্তব্যং বা) হৃৎ
(হৃদ্রসায়নং) মাধ্বীকং (মধু) তেন পূর্ণঃ চষকাণাং (পানপাত্রানাম্)
আবলিঃ ॥ সঙ্গীত-সুধা-পরিবেষক-রসনায়াঃ দানন্তু বৈপরীত্যেন শ্রীরাধা-
মুখারবিন্দস্য পরমাস্বাদুশীধুনা স্বমুখচষকস্য পূর্ণীকরণাদিকমিতি মুখভঙ্গ্যা
জ্ঞাপিতম্ ॥ ৫৮ ॥

ফুল্লীভবন্ যঃ স্মিতস্য লবঃ তস্য অদ্ধা (সাক্ষাৎ) দানং হি সূতারৈঃ
(উজ্জ্বলৈঃ) মঞ্জুভিঃ (মনোজ্ঞৈঃ) চ মুক্তাফলৈঃ বিহিতানাং কৈরবাণাং

এই যে একটি অতিসুন্দর বিন্দু দৃষ্ট হইতেছে—তাহা যেন ঠিক
নিঃসঙ্গ ভ্রমর বলিয়াই মনে হয় । অতএব, তাহা আমার নয়ন-
রূপ মিলনাকাঙ্ক্ষী হাস্যশীলা ভ্রমরীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করুক,
ইহাই সত্য দান, এতদ্ব্যতিরেকে অন্য কিছু যাচঞা করিতেছি না ।

“গানামৃত সমুদ্রের পরিবেষণ-কার্যে সুনিপুণ দবর্ষী (হাতা)
রূপ দিব্য অতিশয়-রক্তবর্ণ রসনার (জিহবার) রমণীয়তার জন্য
অতঃ এক্ষণই কপূরের সার দ্বারা সুবাসিত নূতন ও আনন্দদায়ক
মধুপূর্ণ পান-পাত্র রাশিই দান দাও ॥ ৫৭--৫৮ ॥

“প্রস্তুটোমুখ (মুহু মধুর) সুহাস্য লেশের তত্ত্বতঃ (সত্যই)

পীযুষসার-পরিপূরিত-শাতকুস্ত-

কুস্তায়ুতং মসৃণমঞ্জুলজল্লিতম্ ॥৫৯॥

শব্দগ্রহোচ্চলিত-সুন্দর-শাতকুস্ত

তাটঙ্কয়ো মসৃণচুম্বক-রত্ন মেকম্ ।

*নাসাগ্রলগ্ননবকাঞ্চন-তন্তু-বন্ধ-

মুক্তাফলম্ রুচি-বিস্মুরিতার্কমালাং ॥৬০॥

(শ্বেতোৎপলানাং) কোটিরেব । মসৃণং (মৃদু) মঞ্জুলং চ যৎ জল্লিতং (কথোপকথনং) তস্য দানন্ত পীযুষসারৈঃ পরিপূরিতং শাতকুস্তময়ানাং (স্বর্ণময়ানাং) কুস্তানাম্ অযুতম্ ॥ পূর্ব্বার্দ্ধে অনন্ত বিলাস-সম্পাদক সামগ্রীভিঃ সহ বর্তমানায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সকাশং স্বস্যা মোক্ষ্যাবিস্কারেণ বা স্বসন্মুখং সমুপস্থাপিতস্য নিখিলভোগ্যবস্তুজাতস্য যথাযথমাস্বাদনে নাগরশেখরম্যাপ্যনৈপুণ্যদর্শনাদ্বা শ্রীমত্যাঃ পরম-মধুর-স্মিতলবস্যোদ্ভেক এব ভঙ্গ্যা প্রার্থিতঃ । পরার্দ্ধে তদবস্থায়াং মিথঃ কলভাষিতং বা শ্রমবিজড়িতমর্দ্ধস্ফুটবাক্যজাতং বা পরম-মধুরাত্মনাস্বাদনীয়মিতি ভঙ্গ্যা স্বাভিলষিতং জ্ঞাপিতমিতি দিক্ ॥ ৫৯ ॥

শব্দগ্রহয়োঃ (কর্ণয়োঃ) উচ্চলিতৌ (চঞ্চলায়মানৌ) সুন্দরৌ যৌ শাতকুস্ততাটঙ্কৌ (সুবর্ণ-কর্ণভূষণে) তয়োঃ দানম্ একং মসৃণং চুম্বক-রত্নম্ (অয়স্কান্তমণিঃ) । তথা নাসাগ্রভাগে লগ্নম্ নবকাঞ্চনতন্তুনা বন্ধম্ মুক্তাফলম্ দানং কিল রুচি-বিস্মুরিতাঃ (সুশোভনাঃ) অর্কমালাঃ (স্ফটিকমণয়ঃ) ॥ পূর্ব্বার্দ্ধে অয়স্কান্তমণিবিজয়িনোঃ চাঞ্চল্যমানয়োঃ কর্ণতাটঙ্কয়ো দানন্ত বিলাসবিশেষাবস্থায়াং গণ্ডদেশে মৃদু চুম্বনাদিকং

দান—স্কুল মনোহর মুক্তাফল রচিত এক কোটি কৈরব (শ্বেতোৎপল) । মসৃণ (কোমল) মনোজ্ঞ বাক্য বিন্যাসের জন্য অমৃতসারে পরিপূর্ণ অযুত স্বর্ণকুস্তই আমার দান ॥৫৯॥

“কর্ণযুগলে চঞ্চলায়মান অতি সুন্দর স্বর্ণতাটঙ্ক যুগলের জন্য একটি মসৃণ অয়স্কান্ত (চুম্বন) মণিই দান । নাসাগ্রদেশে লগ্ন

স্বরভিবদনরঞ্জে মুগ্ধ-গন্ধং যদা তে

স্ফুরিত-মৃদুলচালং চারু তাম্বুলমুৎকম্ ।

নটতি ললিত-রঞ্জে স্তম্ভ দানং তদানীং

নটনভুবি মদাস্ত্রেহপ্যাশু সংনর্তয়েতি ॥৬১॥

কম্বুশ্রিয়া কলিত-কণ্ঠবরস্য হেম-

শঙ্খাবলি বলিত বল্লভুজদ্বয়স্য ।

স্বাভিপ্রেতং মুখভঙ্গ্যা জ্ঞাপিতং । পরাধ্বি অতুজ্জ্বল-স্ফটিকবিজয়িনঃ
নাসাগ্রবিলম্বিতাফলশ্চ দানন্তু বৈপরীত্যেন মুক্তাফলশ্চ সুন্দরনর্তন দর্শনমেব
ভঙ্গ্যাহভিকাজ্জিতম্ ॥৬০॥

যদা তে (তব) স্বরভিবদনরঞ্জে (সুন্দরবদনরূপরঙ্গমঞ্চে) মুগ্ধগন্ধং
(মনোহর-গন্ধ-বিস্তারি) উৎকম্ (উৎকৃষ্টিতং) তাম্বুলং স্ফুরিত-
মৃদুলচালং (অতি সুন্দর মৃদুভাবেন) চারু যথা শ্রাতৃথা ললিতরঞ্জে:
নটতি, তদানীং তস্ত দানং নটনভুবি (নৃত্য মঞ্চে) মম আশ্রে (বদনে)
অপি তং সংনর্তয় ইতি । অত্র প্রাণেশ্বর্য্যানন-চন্দ্রগন্ধাদিগন্ধ-সংচর্কিত
তাম্বুলানাং মুহুরাস্বাদন-বিশেষ এব প্রকটং পরিমৃগ্যতে ॥ ৬১ ॥

কম্বুশ্রিয়া (শঙ্খবদ্রেখাত্রয়যুক্তসৌন্দর্য্যেণ) কলিতঃ (যুক্তঃ) যঃ কণ্ঠবরঃ
তস্ত দানং হেমময় শঙ্খাবলিরেব, তথা বলিতং (স্ফুগোলং, বলযুক্তং বা)
চাসৌ বল্লভ (মনোহরং) চেতি যদ্ ভুজয়োঃ দ্বয়ং তস্য দানং স্বর্ণেন উল্লসন্তী

রত্নময় নব স্বর্ণরজ্জুবদ্ধ মুক্তাফলটীর জগ্য দীপ্তিশীল স্ফটিক
মালাই দান ॥৬০॥

“তোমার সুগন্ধি বদন-রূপ রঙ্গমঞ্চে যখন মনোহর, গন্ধ-
বিস্তারীও সুন্দর তাম্বুল মৃদুমধুর গতিতে ইতস্ততঃ সঞ্চালামান
হইয়া ব্যগ্রতা সহকারে ললিত-রঙ্গ বিস্তার পূর্বক নর্তন করে,
তখন তাহার দান স্বরূপে মদীয় বদন-রূপ নাট্যস্থলেও তাহাকে
শীঘ্রই সম্যক নর্তন করাও—এই প্রার্থনা ॥৬১॥

“তোমার শঙ্খবৎ (রেখাত্রয়-যুক্ত) সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট মনোহর

স্বর্ণোল্লসন্মস্হণ মঞ্জু মৃণাল-পালি

বৈদূর্য্য-পঙ্কজততিঃ করয়ো দ্বয়োশ্চ ॥৬২॥

হস্তাঙ্গুলী-সমুদয়স্য মনোহরস্য

গন্ধোন্নতাঃ কনক-বন্ধুর-গন্ধফল্যঃ ।

পৃষ্ঠস্থলী পুরট-সুন্দর পট্টিকায়াঃ

কুঞ্জে প্রসূন-শয়নে স্বপনাди-কেলিঃ ॥৬৩॥

(শোভিতা) মস্হণা মঞ্জুঃ চ মৃণালানাং পালিঃ (সমূহঃ) তথা দ্বয়োঃ করয়োঃ চ বৈদূর্য্যময়ানাং পঙ্কজানাং ততিঃ (রাশিঃ) ॥ অত্র হেমশঙ্খাবলিবিনিদিকঠস্য বিলাস-বিশেষাবস্থায়াং স্বভূজদ্বন্দ্বেন বেষ্টনমেব বাহুভঙ্গ্যা দ্যোতিতং, তথা সুবর্তুলশ্চ বলশালিনো বা বাহুদ্বয়স্য বৈপরীত্যেন পরিরন্তণাদিকং সন্তোগজাতং সংপ্রার্থিতং, তথা করাভ্যাং পুরুষায়িত-ভাবেন তয়া স্ববক্ষোজ-মস্থনং বা তস্যাঃ কুচমর্দনে অনিপুণস্য স্বস্যা হস্তোপরি তদ্বস্তুযুগলং নিদধত্যাঃ প্রিয়তমায়াঃ উপর্য্যধোভাবেনৈবাস্তদ্বয়স্য স্বাদ-বিশেষো বা ভঙ্গ্যা সংপ্রার্থিতঃ ॥৬২॥

মনোহরস্য হস্তাঙ্গুলী-সমুদয়স্য গন্ধোন্নতাঃ (অতি সুগন্ধাঃ) কনকময়াঃ বন্ধুরাঃ (মনোজ্ঞাঃ) গন্ধফল্যঃ (চম্পক-কলিকাঃ) তথা পৃষ্ঠস্থল্যাঃ পুরটং (সুবর্ণং) ইব সুন্দরী বা পট্টিকা তস্যাঃ 'দানং' কুঞ্জে প্রসূনানাং (কুসুমানাং) শয়নে (শয্যায়াং) স্বপনাদিঃ (শয়নাদিঃ) কেলি রেব । পূর্বার্কে সুগন্ধকনকচম্পকবিনিদিহস্তাঙ্গুলীভিঃ পুরুষায়িতেন নথাক্কদানাди সন্তোগ-নিচয়ঃ ভঙ্গ্যা প্রার্থিতঃ । পরার্কে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি শয়ানয়ো র্মানবতোয়াঃ শ্বাসপ্রশ্বাসাদি-প্রসঙ্গৈঃ স্পর্শসুখবিশেষ এব বা বিলাস-বিশেষাবসর-স্মারিত-পৃষ্ঠস্থ-নথাক্ক কজ্জলাদি-চিহ্নযুক্তভোগবিশেষো বাহত্র স্বাভি-লাষঃ ॥ ৬৩ ॥

কণ্ঠের জন্য হেম-জটিত শঙ্খাবলিই দান । আর সুবলিত মনোহর বাহুযুগলের জন্য স্বর্ণময় মস্হণ মনোজ্ঞ মৃণাল সমূহই এবং করযুগলের জন্য বৈদূর্য্যমণিজটিত পদ্মরাশিই দান ॥৬২॥

“মনোহর হস্তাঙ্গুলী সমুদয়ের জন্য সুগন্ধি স্বর্ণময় ও

মত্ত-দ্বিপেন্দ্র মদগন্ধিত কুন্ত-যুগ্ম-

গর্ভ-প্রহারি কুচকুন্তযুগস্য তস্য ।

হৈমানি মঞ্জু-মুখি ! দাড়িম-বিল্ব-তাল-

সন্ধাম-নিস্তলললামফলানি লক্ষ্ম ॥ ৬৪ ॥

মধ্যং কেশরিবর্যমধ্যমিব যজ্ঞ্যায়োরসস্যাস্পদং

বাঘৎ-কিঙ্কিণি রক্তবস্ত্র-বিলসদ্বন্ধং বলীডোরকৈঃ ।

হে মঞ্জুমুখি ! (সুবদনে !) মত্ত-দ্বিপেন্দ্রস্য (মত্ত-করিরাজস্য) মদেন (দানবারিণা) গন্ধিতং যৎ কুন্তয়োঃ যুগ্মং তস্য গর্ভ-প্রহারিণঃ কুচ-কুন্ত যুগস্য 'দানং' লক্ষ্ম হৈমানি দাড়িম-বিল্ব-তাল-রূপাদীনি সন্ধাম (উজ্জল) নিস্তল (সুবৃত্ত) ললাম (শ্রেষ্ঠ) ফলানি এব ॥ এতদ্ ভোগস্ত বহুধা সম্পত্ততেতরামিতি কতি খলু লেখ্য । মত্ত-করিরাজ-মাদক দান-বারি গন্ধি কুন্তযুগাতিশায়িনোঃ সুবৃত্ত-কুচয়ো রপি মৃগমদ-কুঙ্কুমাদিযুক্তত্বেন মহামাদকত্ব-বিধায়ক ভোগবিশেষ এব বা কোটিল্য-ললিতযুক্তাতিসুরসনীয় কুচাক্ষেপো বাহত্র স্পৃহণীয়ঃ । যত্নমুজ্জলে —

চিত্রং চির স্পর্শস্থখার চূচকে কুর্কন্তুমক্ষিপ্রমিয়ং চলেক্ষণা ।

স্বিনাঙ্গুলীকং পুলকাঙ্কিতপ্রিয়া সবে ন চিক্ষেপ কুচেন কেশবম্ ॥

এবম্ বিশাখানন্দদা স্তোত্রে ১০২ শ্লোকেহপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৬৪ ॥

যৎ জ্যায়সঃ (জ্যেষ্ঠস্য, উজ্জলস্য) রসস্য আস্পদং (পাত্রং) যৎ বাঘৎ-

সুমনোহর গন্ধফলী (চম্পক-কলিকা) রাশিই দান । পৃষ্ঠ-স্থলীর স্বর্ণবর্ণ সুন্দর পট্টিকার (অর্থাৎ সমগ্র পৃষ্ঠদেশের) জন্য কুঞ্জে কুসুমশয্যায় শয়ন ইত্যাদি কেলিই দান ॥ ৬৩ ॥

“হে মনোজ্ঞ-বদনে ! মত্ত-গজবরের মদ (দানবারি) গন্ধিত কুন্ত—(মাংসপিণ্ড বিশেষ) যুগলেরও গর্ভনাশন তোমার এই কুচকুন্তদ্বয়ের জন্য সুবর্ণময় দাড়িম, বিল্ব, তাল প্রভৃতি সুন্দর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বর্তুলাকার লক্ষ ফলই দান ॥ ৬৪ ॥

“উজ্জল-রস-নিধান, শব্দায়মান-কিঙ্কিণী-শোভিত, রক্ত-

তস্যোক্তংকটদান মপ্যুরুনৃপাদ্ যত্নে ময়া গোপ্যতে
যদ্যাদৌ তব নীবি-বন্ধন-মণিং গৃঢ়ং করে মেহর্পয়েঃ ॥৬৫॥

ইয়ং নীবী রাধে ! নিজনিবিড়বন্ধং দবয়িতুং

ভবদ্বীত্যা ভঙ্গ্যা ময়ি বিতনুতে যাচন-বিধিम् ।

তথা তং তূর্ণং ত্বং দবয় মদনেন্দুদয়কৃতে*

যথাহসৌ তুষ্ট্যা তে কর মুকুটৌ নো রচয়তি ॥৬৬॥

কিঙ্কিণি (কিঙ্কিণী-নিলাদিতং) যং রক্তবস্ত্রেন বিলসং (স্ফুর্তিশীলং) তথা
যং বলীডোরকৈঃ (ত্রিবলিরূপ রজ্জুভিঃ—অথবা ভঙ্গভীত্যা বলশালিভিরিব
ত্রিবলিরজ্জুভিঃ) বন্ধং—কেশরিবর্যস্য (সিংহবরস্য) মধ্যম্ ইব মধ্যং তস্য
উরু (বহু) উৎকটং (অসীমং) দানমপি ময়া যত্নেঃ উরুনৃপাং (মহারাজাং)
গোপ্যতে, যদি আদৌ তব নীবিবন্ধন-মণিং গৃঢ়ং যথা স্যাত্তথা মে করে
ত্বম্ অর্পয়েঃ ॥ ৬৫ ॥

হে রাধে ! ইয়ং নীবী (কটিবস্ত্রবন্ধঃ) নিজনিবিড়-বন্ধং দবয়িতুং
(দূরীকর্ত্তুং) ভবত্যাঃ ভীত্যা (ভয়েন) ভঙ্গ্যা (মদর্শননিমিত্ত-শৈথিল্য-
চ্ছলেন) চ ময়ি যাচনবিধিং বিতনুতে (পুনঃ পুনঃ প্রার্থয়তে) ! তথা
ত্বং তূর্ণং (ত্বরিতং) তং বন্ধনং মদনেন্দোঃ উদয়কৃতে দবয় (দূরীকুরু)

বস্ত্র মধ্যে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত এবং বলিরূপ ডোরদ্বারা বন্ধ যে
তোমার সিংহ মধ্যবৎ ক্ষীণ মধ্যদেশ—তাহার জন্য কিন্তু
বহু উৎকট (অপরিমিত) দান দিতে হইবে । যদি তোমার
নীবি-বন্ধনের মণিটা পূর্বেই আমার হস্তে গোপনে অর্পণ
কর, আমিও তবে (মন্থথ) মহারাজ হইতে এবিষয়টা যত্ন
সহকারে গোপনে রাখিতে পারি ॥ ৬৫ ॥

“হে রাধে ! নিজের দৃঢ় বন্ধন দূর করিবার জন্য এই নীবি
তোমার ভয়ে ভঙ্গীক্রমে আমার নিকটে প্রার্থনা জানাইতেছে—
অতএব তুমি অতি শীঘ্রই ঐ বন্ধনটা মোচন কর, যাহাতে

নাভিস্ফুরদ্ধ-তদুখিত-রোমপালী-
ব্যালীঃশিরঃ স্ফুরিতরত্নসুনাযকানাম্ ।

বৈদূর্য্য মঞ্জুল-মসার-বরাজরাগ-
রত্নানি তানি নিযুতানি নব ক্রমেণ ॥৬৭॥

যথা অসৌ (মৎসবিধঃ স্ফুৰ্ত্তিঃ প্রাপ্তঃ মদন-চন্দ্রঃ ইতি অঙ্গুলী-হেলনে
নির্দিষ্টতে) তুষ্ঠা তে (তব) কটৌ উরু (বহলং) যথা স্মাত্তথা করং
(কিরণং) নো রচয়তি (উদ্ভাসয়তি অর্থাৎ মদন-পীড়াং ন জনয়তি)
যদ্বা কটিদেশস্ত উরু (বিপুলং) করং (রাজস্বং) নো রচয়তি (গৃহ্নাতি) ।
যদ্বা— তব করং বিপরীত-বিলাসেন নঃ (মমেতি বক্তব্যে বহুবচনমাশ্রয়ঃ
আনন্দাতিশয়ো ন গুরুশ্লোকত্বাৎ) উরুকটৌ (বিশালকটিদেশে) রচয়তি
(যোজয়তি) ইতি সর্বত্রৈব স্বাভিলাষঃ স্ফুটং বরীবর্ত্তি ॥ অসাবিতি
মদনচন্দ্রং কামুকাঃ কামিনীময়মিতি ত্রায়েন দিশি বিদিশি স্ফুরন্ত মঞ্জুল্যা
নির্দিষ্টতে, নতু সমাসেন গুণীভূতং তদাক্ষ্যতে, তস্মাদভবন্নতযোগ-নামা
দোষো নাশঙ্ক্যঃ । ‘মদনসোদয়কৃতে’ ইতি পাঠস্ত স্পষ্টঃ ॥ ৬৬ ॥

নাভিরেব স্ফুরদ্ ব্রহ্মঃ সঃ চ, তস্মাৎ উখিতা যা রোম্যাং পালী (সমূহঃ)
সা এব ব্যালী (সর্পী) সা চ, তথা তস্মাৎ শিরসি স্ফুরিতানি যানি রত্ন-
সুনাযকানি তানি চ ; তেষাং দানং— বৈদূর্য্যং চ মনোজ্ঞং মসারং
(ইন্দ্রনীলং) চ বরাজরাগং (শ্রেষ্ঠ পদ্মরাগং) চ ইত্যেতানি রত্নানি
ক্রমেণ নব নিযুতানি ॥ বৈদূর্য্যামসার-পদ্মরাগ-বিনিন্দি-নাভিসরোবর-
তদুখরোমরাজি-সুন্দর নাযকমণীনাঞ্চ দানরূপেন তত্তৎস্থান স্পর্শনদর্শনাদিকং
স্বাভিলষিতম্ ভঙ্গ্যা সূচিতম্ ॥ ৬৭ ॥

মদনচন্দ্রমা উদিত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে তোমার কটিদেশের
আর বেশী কর (দান) গ্রহণ না করেন ॥ ৬৬ ॥

“সুন্দর নাভিব্রহ্ম এবং তাহা হইতে উল্কে উখিত রোম-
রাজি-রূপ সর্পীও তাহার শিরোদেশে বিরাজিত রত্নখচিত সুন্দর
নাযক-মণি সমূহের জন্য বৈদূর্য্য, মনোহর ইন্দ্রনীল, সুন্দর
পদ্মরাগ প্রভৃতির ক্রমশঃ নয় নিযুত মণিই দান ॥ ৬৭ ॥

সন্নীলপটপটরঞ্জকমঞ্জু কাঞ্চী-

সঞ্চার-চারু চটুলোচ্চনিতম্বকস্য ।

সংশ্রোল্লসংপুরট পীঠ নবাবুদানি

দানীন্দ্রকস্য মম যোগ্য-বরাসনানি ॥৬৮॥

উরুদ্বয়স্য কনকৈঃ কৃতচারু-রস্তা-

স্তম্ভাবলি দলিত সংকরভ-প্রভস্য ।*

সন্নীলঃ যঃ পটপটঃ (পটাস্বরং) তস্য রঞ্জকঃ ‘তথা’ মঞ্জুঃ যা কাঞ্চী
তস্তাঃ সঞ্চারেণ চারুঃ (মনোজ্ঞঃ) চটুলঃ উচ্চশ্চ যঃ নিতম্বকঃ তস্য দানং
সম্যক্ প্রোল্লসং যং পুরটং (সুবর্ণং) তস্ময়ানি যানি পীঠানি (আসনানি)
তেষাং নব অববুদানি দানীন্দ্রকস্য মম যোগ্যবরানি আসনানি ।
অত্রাতিসুন্দরনিতম্বস্য দানত্বেন নৃত্যাবসরে বা বিলাসবিশেষে বা
রতিলীলা-বিনোদ এব ভঙ্গ্যা প্রার্থিতঃ ॥ ৬৮ ॥

দলিতা (পরাজিতা) সংকরভস্য (হস্তি-করস্য) প্রভা (বর্তু লত্বেন
ক্রমশঃ ক্রশিমেন চ শোভা) যেন তস্য [ললিতেতি পাঠে তু স্মগমঃ]
উরুদ্বয়স্য ‘দানং’ কনকৈঃ কৃত-চারুরস্তা-স্তম্ভাবলিঃ তথা মঞ্জীরাভ্যাং
(নূপুরাভ্যাং) মঞ্জুলং (মনোহরং) যং রণং (শকারমানং) চরণারবিন্দয়োঃ
দ্বন্দ্বং তস্য দানং রক্ত-মণিভিঃ (পদ্মরাগৈঃ) নির্মিতা পল্লবানামালী
(পল্লব-সমুদারঃ) । পূর্ষাক্ষে সুবর্তু লয়ো স্তথা ক্রমক্রশিমযুতয়োঃ
করিকর-বিজয়িনোঃ উরুযুগস্য ভোগ-বিশেষ এবাভিলক্ষিতঃ । পরাক্ষে

“সুন্নীল পটবস্ত্রের শোভাবৃদ্ধিকারী, মনোজ্ঞ কাঞ্চীর
সঞ্চারণ হেতু সূচারু, চটুল ও উচ্চ নিতম্বের দান স্বরূপে
সুদীপ্ত নব অববুদ স্বর্ণময় পীঠই (আসনই) দানী-শিরোমণি
আমার উপযুক্ত বরাসন ॥ ৬৮ ॥

“অতি সুন্দর হস্তিশুণ্ডের শোভা-বিজয়ী উরুদ্বয়ের জন্য স্বর্ণ-
জড়িত মনোহর রস্তা-স্তম্ভ সমূহই দান । নূপুরের মনোজ্ঞ ধ্বনিযুক্ত

মঞ্জীর-মঞ্জুল রণচরণারবিন্দ-

দ্বন্দ্বস্য রক্তমণিনির্মিত-পল্লবালী ॥ ৬৯ ॥

স্মর-রসময়-রাজং-ক্ষীণতুন্দস্য তস্য

রুচিরতরতরঙ্গপ্রায়তির্য্যগ্ বলীনাম্ ।

অয়ি ! তদনুভবাখ্যং রত্নযুগ্মং নখানাম্

উদয়দরুণচন্দ্রজ্যোতিষাং রত্ন-চন্দ্রাঃ ॥ ৭০ ॥

ফুলকাঞ্চন সমুদগক-গর্ব্ব-

ধ্বংসিনো স্তব বরেণ্য-জানুনোঃ ।

পদ্মরাগযুক্ত পল্লববিনিদ্ধি চরণপদ্ময়োঃ দানং বিপরীতবিলাসে স্বাভাবিকে বাহতিধীরেণ শকাযমানশ্চ মঞ্জীরশ্চ স্নগধুরধ্বনিভিঃ পরিপুষ্টস্বরত-বিতানমেব ॥ ৬৯ ॥

অয়ি রাধে ! স্মররসময়ং চ রাজং চ ক্ষীণঞ্চ যৎ তুন্দং (উদরং) তথা তশ্চ রুচিরতরাঃ তরঙ্গপ্রায়াঃ তীর্য্যশ্চ (বক্রাশ্চ) যা বলয়ঃ তাসাং দানন্তু তদনুভবাখ্যং রত্নযুগ্মম্ । উদয়ন্ যঃ অরুণঃ চন্দ্রঃ তশ্চ জ্যোতিরিব জ্যোতি র্যেষাং তথাবিধানাং নখানাং রত্নচন্দ্রা এব দানম্ ॥ পূর্বার্দ্ধে ক্ষীণোদর-বলীনাঞ্চ বিলাসবিশেষে দর্শন-স্পর্শনাদিকমনুভবজাতং কাক্ষিতং । পরার্দ্ধে বৈপরীত্যেন প্রাণেশ্বরীপাদপল্লবশেখরেষু লীলাস্বয়ম্বররসলাভ এবাভি বাঞ্ছিতঃ ॥ ৭০ ॥

ফুলং (দীপ্তিমং) যৎ কাঞ্চনং 'তন্ময়ং' যৎ সমুদগকং (সম্পূটং) তস্য

চরণারবিন্দ যুগলের দান—রক্ত (পদ্মরাগ) মণি নির্মিত পল্লব সমুদয় ॥ ৬৯ ॥

“স্মর (কাম) রসময় এই সুন্দর ক্ষীণোদর ও তাহার মনোহরতর তরঙ্গবৎ প্রতীয়মান বক্র বলি-সমূহের জন্য তত্ত্বং ‘অনুভব’ নামক রত্নযুগল এবং উদীয়মান অরুণবর্ণ চন্দ্রপ্রভাবৎ দীপ্তিযুক্ত নখসমূহের জন্য রত্নজড়িত চন্দ্রমা-রাজিই দান ॥ ৭০ ॥

“সুতপ্ত (দীপ্তিশীল) কাঞ্চন সম্পূটের (কোটার) গর্ব্ব

কাঞ্চন-প্রকটিতাং কটকোটং

কাঞ্চন প্রকটদান মানয় ॥ ৭১ ॥

হারাড্যলঙ্কতি-চয়স্য মনোজ্ঞরশ্মে*

ত্বৎস্পর্শরত্ন মতুলং মৃদু কণ্ঠলগ্নম্ ।

ত্বৎ কিকিণী-বলয়-নূপুর-নিষ্কণানাং

কামং মহোন্নত মণিদ্বয়মেব হৃদয়ম্ ॥ ৭২ ॥

গর্ভাস্য ধ্বংসিনোঃ তব বরেণ্যয়োঃ জানুনোঃ ‘কৃতে’ কাঞ্চন-প্রকটিতাং (স্বর্ণজটিতাং) কাঞ্চন (অনির্বচনীয়ং) কটানাং (সম্পূটানাং) কোটিং প্রকটদানমানয় ॥ গলিতস্বর্ণসম্পূটবিজয়ি জানুযুগস্যাতুল মদনরস মাধুরী পরিপোষিত লীলাবিলাসাদিক মত্নাভিলক্ষ্যম্ ॥ ৭১ ॥

মনোজ্ঞঃ রশ্মিঃ (কিরণঃ) যন্ত তথাবিধস্য হারাড্যলঙ্কতিচয়স্য দানং কণ্ঠলগ্নং অতুলং মৃদু (কোমলং) ত্বৎ-স্পর্শরত্নম্ । যথা স্পর্শমণি-স্পর্শেন কৃষ্ণায়সমপি স্বর্ণবর্ণং দধাতি, তথা শ্রীরাধা-কণ্ঠলগ্নঃ সন্নপি স্বস্যা কৃষ্ণবর্ণং বিহায় নিভৃত-নিকুঞ্জ-মন্দিরে বিলাসবিশেষে গৌরীভবনং সংপ্রার্থিতম্ । তব কিকিণী-বলয়-নূপুরাণাং নিষ্কণানাং (শব্দানাং) কৃতে কামং (যথেষ্টং) হৃদয়ং (রসালং, যদ্বা স্বহৃদয়গতং, নতু শ্রীরাধায়ৈ প্রকাশনীয়ং, তয়া তু স্বমনোগতাভিলষিতং বুদ্ধৈব তৎ সম্পাদনীয়ম্) মহোন্নত মণিদ্বয়মেব দানম্ । ব্যাখ্যান্তরমপি সঙ্গচ্ছেত—তদ্ যথা—হৃদয়ং (তস্যাঃ হৃদিস্থং) মহোন্নত-“বক্ষোজ”-মণিযুগলমেব মুহুমূহঃ আশ্বাদিতুং সাকৃতং পরিমৃগ্যতে ॥ ৭২ ॥

নাশক তোমার বরেণ্য জানুদ্বয়ের জন্য কাঞ্চন (স্বর্ণ) জটিত কোনও (অনির্বচনীয়) এক কোটি কটই (সম্পূট) সাক্ষাৎ দান আনয়ন কর ॥ ৭১ ॥

তোমার মনোহর কান্তিযুক্ত হারাদি অলঙ্কার সমূহের জন্য আমার কণ্ঠলগ্ন কোমল অতুলনীয় সুন্দর স্পর্শ-রত্নই দান । তোমার কিকিণী, বলয় ও নূপুরাদির ধ্বনির জন্য না হয় হৃদয়স্থিত মহোন্নত মণিদ্বয়ই (স্তনযুগলই) দান ॥ ৭২ ॥

* মনোজ্ঞরশ্মি সংস্পর্শরত্ন...

সন্নীল-রক্তবসনদ্বয়-কঙ্কুকানাং

প্রোঢ়ং প্রবাল নব মঞ্জু মসার মালাঃ

তুচ্ছারিকা-মৃগবধু-মহতী-ময়ূরী-

লীলাজ-নর্তনততে ব'র-রত্ন-কোট্যঃ ॥৭৩॥

কান্ত্যা যস্য ক্ষিতি-বন-গিরি গ্রামলোকাঃ সমস্তাঃ

সাক্ষাজ্জাতাঃ সুভগবদনে ! হন্তু জাম্বুনদাভাঃ ।

সন্নীলং চ রক্তং চ যৎ বসনদ্বয়ং তচ্চ, কঙ্কুকঙ্ক—ইত্যেযাং ‘দানং’, প্রকৃষ্টরূপেণ উচ্যন্তঃ যে প্রবালাঃ তথা মঞ্জু- (মনোজ্ঞ) মসারাণাং (ইন্দ্রনীলানাং) মালাঃ । তব শারিকা-মৃগবধু-মহতী-ময়ূরী-লীলাজানাং নর্তনততেঃ দানং বররত্নানাং কোট্যঃ । পূর্বাক্ষে ইন্দ্রনীল-গর্ভধ্বংসি-নীলবসনস্য প্রবাল-দ্যুতিহারি-রক্তবস্ত্রস্য তথা কঙ্কুকস্য চ দানং বিলাস-বিশেষাবস্থায়ামেতন্ময়ানাং স্বকরে সমর্পণমেব ভঙ্গ্যা প্রার্থিতং ॥ পরাক্ষে কস্যচিৎ স্বাভীষ্ট-মঙ্গল “শ্রী—অঙ্গ” বিশেষস্য দর্শন-স্পর্শনাদিরূপং সমস্তোগজাতং ভঙ্গ্যা প্রার্থিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭৩ ॥

হন্তু (বিষ্ময়ে) ! হে সুভগবদনে ! যস্য ‘তব’ গৌরবর্ণস্য কান্ত্যা সমস্তাঃ ক্ষিতি-বন-গিরি-গ্রাম-লোকাঃ সাক্ষাৎ জাম্বুনদাভাঃ (স্বর্ণবর্ণাঃ) জাতাঃ, তথা ভ্রাম্যন্তিঃ (ইতস্ততঃ প্রস্থমরৈঃ) দ্যুতিভরৈঃ (কান্ত্যাতিশয়েঃ) বলন্ত্যঃ (বর্দ্ধমানাঃ) বা গন্ধফল্যঃ (চম্পক-কলিকাঃ) তাসাম্ আবলীনাং

নীলবর্ণ ও রক্তবর্ণ সুন্দর বস্ত্র (অন্তর্বাস ও বহির্বাস) যুগল ও কঙ্কুক প্রভৃতির জন্য অতি নূতন প্রবাল-খচিত ও নব মনোজ্ঞ ইন্দ্রনীল মণির মালাসমূহই দান । তোমার শারিকা, মৃগবধু, মহতী বীণা, ময়ূরী, লীলাপদ্ম ও নর্তনাদির জন্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কোটি কোটি রত্নই দান ॥৭৩॥

হে সুভগবদনে ! যে গৌর বর্ণের ছটায় পৃথিবী, বন, পর্বত, গ্রাম, এবং লোক-সমুদয়ই সাক্ষাৎ হেমবর্ণ ধারণ করিয়াছে, হায় ! ইতস্ততঃ কান্তিরাশি-বিচ্ছুরণশীল চম্পক-কলিকা সমূহের

তস্য ভ্রাম্যদ্যুতিভরবলদ্ গন্ধফল্যাবলীনাং
জৈত্রস্যোচ্চৈঃ কনক-গিরয়ো গৌরবর্ণস্য কোট্যঃ ॥ ৭৪ ॥

গৌরঙ্গাণাং কমলঘুম্ভগপ্রায়-সৌরভ্য-সিক্কো
বাতেনাপি ব্রজবনমিদং বাসিতং তন্নতন্তে ।
এতস্যান্যে কিমপি ন ময়া দৃশ্যতে দানযোগ্যং
যাতায়াতং কুরু সখি ! সদা দানমেতন্মদীয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

মুম্ভগঘুম্ভগ-চর্চা-চারু-কস্তুরিকোদণ্ড-
মকরকমলবল্লী-পত্রভঙ্গাদিকানাং ।

(রাশীনাং) উচ্চৈঃ জৈত্রস্য (জয়শীলস্য) তস্য (গৌরবর্ণস্য) ‘দানং’
কোট্যঃ কনকগিরয়ঃ এব । অত্র ‘কনকগিরয়’ ইত্যনেন শ্রীরাধাবক্ষোজ-
যুগলস্যাভীক্ষ্যেন আশ্বাদনদানমেব সূচিতম্ ॥ ৭৪ ॥

হে সখি ! তে (তব) গৌরঙ্গাণাং (গৌরঙ্গ-সম্বন্ধিনঃ ইত্যর্থঃ)
বাতেন অপি ইদং ব্রজবনং বাসিতং (সুগন্ধিতং) তন্নতঃ (কুর্ষতঃ) কমল
ঘুম্ভগ-প্রায়স্য (পদ্মকুম্ভ-বহুলস্য) এতস্য সৌরভ্য-সিক্কোঃ দানযোগ্যং
অত্র কিমপি ময়া ন দৃশ্যতে । ‘অতঃ’ সদা যাতায়াতং কুরু (মৎসমীপে
ইতি শেষঃ), এতৎ মদীয়ং দানং । অত্র স্বাভিলাষঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭৫ ॥

মুম্ভগ-ঘুম্ভগস্য (সূচিক্ৰম কুম্ভস্য) যা চর্চা (বিলেপঃ) তথা চারুঃ যা

ও সাতিশয় পরাভবকারী সেই গৌরবর্ণের দান—কোটি কোটি
স্বর্ণগিরি ॥ ৭৪ ॥

“তোমার গৌরবর্ণ অঙ্গসমূহ হইতে বিস্তারিত (উত্তরোত্তর
বৃদ্ধিশীল) পদ্ম-কুম্ভাদির (মনোমদ গন্ধ-বহুল) সৌরভ্য-
সিক্কুর বায়ুদ্বারাও এই ব্রজবন সুবাসিত হইতেছে ; ইহার দান-
যোগ্য অন্য কোনও বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না ; অতএব
হে সখি ! সর্বদাই এইস্থানে যাতায়াত কর, ইহাই মদীয় দান
নির্দিষ্ট হইল ॥ ৭৫ ॥

“মুম্ভগ কুম্ভম বিলেপন, সূচারু কস্তুরিকা-রচিত মকর,

রতি-বিতরণ-শূরৈঃ স্তম্ভদামোদ-পূরৈঃ

পরিমলয় মদঙ্গং নিত্যমিত্যেব দানম্ ॥ ৭৬

চরণ-কমল-লাক্ষ্মালিষ্ট-সৌভাগ্যমুদ্রা-

ততি রতিবলতে যা হারিণী হন্ত তস্যাঃ ।

মদুরসি নখরাগ্রৈরর্দ্ধচন্দ্রান্ পরাঙ্কং *

বিতর পদকবর্ষ্যান্ দানমারাদ্বরোরু ॥ ৭৭ ॥

ধ্বানৈ রস্য বিপক্ষ লক্ষহৃদয়োঃ কম্পাদি-সম্পাদকৈ

রাবৈকুণ্ঠমজাণ্ডপালিরতুলানন্দৈঃ পরিপ্লাবিতা ।

কন্তুরিকা তয়া উদ্যন্তি (রচিতানি) যানি মকর-কমলবল্লী-পত্রভঙ্গাদিকানি
তেষাং 'কৃতে' রতিবিতরণশূরৈঃ স্তম্ভদামোদপূরৈঃ মদঙ্গং নিত্যং পরিমলয়
(সুবাসিতং কুরু) ইতি এব দানম্ । অত্রাপি ব্যক্ত এব সং ॥ ৭৬ ॥

হন্ত (হর্ষে) হে বরোরু ! (সুন্দরি) হারিণী (মনোজ্ঞা) যা চরণ-
কমলয়োঃ লাক্ষয়া (অলক্তকেন) আলিষ্টা (সংযুক্তা—আলিঙ্গিতা)
সৌভাগ্য-মুদ্রাণাং (যবাদি-চিহ্নানাং) ততিঃ (সমূহঃ) অতিবলতে
(দেদীপ্যতে) তস্তাঃ 'কৃতে' মদুরসি (মম বক্ষঃস্থলে) আরাং (সমীপাং)
নখরাগ্রৈঃ পরাঙ্কং অর্দ্ধচন্দ্রান্ পদকবর্ষ্যান্ বিতর—ইতি হি দানম্ ॥ অত্র
বিলাসবিশেষাবসরে করনখসমর্পণমেব ভঙ্গ্যা প্রার্থিতম্ ॥ ৭৭ ॥

হে আনন্দদে ! বিপক্ষাণাং (শ্রীচন্দ্রাবল্যাাদীনাং) লক্ষ্যে হৃদয়েষু

কমল-বল্লী ও পত্রভঙ্গী ইত্যাদি রচনা সমূহের জন্য রতিবিতরণ-
নিপুণ সেই সেই গন্ধ-প্রবাহ দ্বারা মদীয় অঙ্গ নিত্য সুবাসিত
করাই দান ॥ ৭৬ ॥

“হে বরোরু ! হৃদীয় চরণ কমলে অলক্তচুম্বী যে সকল
মনোহর সৌভাগ্যচিহ্নরাজি বিরাজ করিতেছে, তাহার দান
স্বরূপে নিকটে আসিয়া মদীয় বক্ষোদেশে তোমার নখরাগ্রভাগ

প্রীত্যা তস্য রমাদি-বন্দিত-রুতেঃ সৌভাগ্য-সদুন্মুভে
দানং কঞ্জমরন্দসুন্দরতরং গানং তবানন্দদে ॥ ৭৮ ॥

নাম স্বস্ত্যয়নং যদত্র বিলসৎ পীযুষতোহপি প্রিয়ং
রাধেতি প্রথিতং সমস্ত-জগতী-রোমাঞ্চ-সঞ্চারকম্ ।
তস্মামূল্যতরস্য দানমপরং যোগ্যং কচিৎ কিং ভবেৎ
তস্মাদুজ্জ্বল-কেলিরত্নমতুলং রাধে ! মমাধীয়তাম্ ॥ ৭৯ ॥

উৎকম্পাদি-সম্পাদকৈঃ যশ্চ ধ্বানৈঃ (শব্দৈঃ) আবৈকুণ্ঠং (বৈকুণ্ঠমভিব্যাপ্য)
অজাণ্ডপালিঃ (ব্রহ্মাণ্ড-সমূহঃ) অতুলানন্দৈঃ পরিপ্লাবিতা, তথা রমাদিভিঃ
বন্দিতা রুতিঃ (শব্দঃ) যশ্চ তথাবিধস্য সৌভাগ্য এব সদুন্মুভিঃ তস্মাৎ
প্রীত্যা দানং—কঞ্জ-মরন্দাৎ (পদ্ম-মধুনঃ) অপি সুন্দরতরং (আশ্বাদনীয়ং)
তব গানং ॥ অত্র স্বাভিলাষস্ত ব্যক্তং ॥ ৭৮ ॥

যৎ অত্র (বৃন্দাবনে) বিলসৎ (বিরাজমানং), পীযুষতঃ অপি প্রিয়ং,
সমস্তায়াঃ জগত্যাঃ রোমাঞ্চানাং সঞ্চারকং ‘রাধা’ ইতি প্রথিতং (বিখ্যাতং)
স্বস্ত্যয়নং (মঙ্গলালয়ং) নাম—অমূল্যতরস্য তস্মাৎ যোগ্যং দানং অপরং
কিং কচিৎ ভবেৎ (অপিতু নৈবেত্যর্থঃ) । তস্মাৎ হে রাধে ! অতুলং
(অনুপমং) উজ্জ্বল-কেলিরত্নং মম আধীয়তাম্ । অত্রাপি ব্যক্ত এব সঃ ॥ ৭৯ ॥

সমূহদ্বারা ‘অর্দ্ধচন্দ্র’ প্রমুখ পদকবর্ষ্যরাজি সমর্পণই নির্দিষ্ট হইল,
“হে-আনন্দদায়িনি রাধে ! যাহার (যে দুন্দুভির) নিনাদে
বিপাকীয় লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে উৎকম্পাদি সম্পাদিত হয় এবং বৈকুণ্ঠ
হইতে ব্রহ্মাণ্ড সমূহ পর্য্যন্ত অসীম আনন্দে পরিপ্লাবিত হয়—
ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণ প্রীতির সহিত যাহার শব্দসমূহ
বন্দনা করেন,—সেই সৌভাগ্য-রূপ সুন্দর দুন্দুভির জন্য তোমার
পদ্মমধু হইতেও সুন্দরতর (আশ্বাচ্ছ) গানই দান ॥ ৭৭-৭৮ ॥

‘রাধা’ এই মঙ্গলময় প্রসিদ্ধ নাম, যাহা এই বৃন্দাবনে
বিরাজ করিতেছে, যাহা অমৃত হইতে ও প্রিয়তর এবং যাহা
সমস্ত জগতেরই রোমাঞ্চ-সঞ্চারক—সেই অমূল্যতর বস্তুর
যোগ্য দান কি কোনও স্থলে কখনও সম্ভবপর হইতে পারে ?

দীব্যমতি-প্রথিতকীর্তিততি-প্রগাঢ়

চিত্ত-প্রগেয়-গুণ-গেয়-গুণোৎকরাণাম্ ।

সন্মৌক্তিক প্রবরহীরকচাকু-নীল

রত্নোজ্জ্বলদ্বিবিধ-রত্নকুলানি কামম্ ॥ ৮০ ॥

মাগুন্মতঙ্গ-গতি-নিন্দিতগতে রনঙ্গ-

রঙ্গস্য সঙ্গ-বিধয়ে কিল লগ্নিকায়াঃ ।

দীব্যস্তী যা মতিঃ (ক্রীড়াবিনোদী মতিঃ) সা চ, প্রথিতানাং কীর্তিনাং ততিঃ চ, তথা প্রগাঢ়চিত্তৈঃ (গস্তীরচিত্ত-মনস্বিত্তিঃ) প্রকর্ষণে গেষং গুণং যা সাং তাঃ প্রগাঢ়চিত্ত-প্রগেয়-গুণাঃ উমাদিরমণ্যঃ (উমাদি-রমণীব্যুহ-স্পৃহণীয় গুণোৎকরামিতি কার্পণ্য-পঞ্জিকায়ামুক্তত্বাৎ) তাভিরপি গেষঃ যঃ গুণানা-মুৎকরঃ (সমূহঃ) স চ—তেষাং দানং কামং (যথেষ্টং—অকামানুমতো কামম্) সন্মৌক্তিকঞ্চ প্রবর-হীরকঞ্চ চাকু নীলরত্নঞ্চ তৈঃ উজ্জ্বলন্তি বিবিধানি রত্ন-কুলানি ‘এব’ । অত্রাসমোদ্ধ-গৌরব-মাধুর্য্যপূর্ণ-মতি-কীর্তি-গুণসমূহানাং তত্তদাস্বাদ-প্রচুরাঃ কলাবिलासा এব ভঙ্গ্যা প্রার্থিতাঃ ॥ ৮০ ॥

হে আলি ! অনঙ্গ-রঙ্গশ্চ (স্মর-বিলাসশ্চ) সঙ্গ-বিধয়ে কিল লগ্নিকায়াঃ (প্রতিভূ-স্বরূপায়াঃ) মাগুন্ যো মতঙ্গঃ (হস্তী) তশ্চ গতিং নিন্দতি যা

অতএব হে রাধে ! অতুলনীয় উজ্জ্বল (শৃঙ্গারাত্ম্য) কেলিরত্নই আমাকে দান কর ॥ ৭৯ ॥

“তোমার বিমল বুদ্ধি (লীলাবিনোদী-মতি) তোমার কীর্তিমালা এবং প্রগাঢ়চিত্ত (গস্তীর-চেতাঃ মনস্বী) গণেরও প্রকৃষ্টরূপে স্তুত গুণ-রাজি-বিশিষ্ট ব্যক্তির (উমাদি সতী-শিরোমণি গণের) ও গান-যোগ্য তোমার গুণ সমূহের জন্য না হয় সুন্দর সুন্দর মুক্তা রাশি, শ্রেষ্ঠহীরা, সুচারু ইন্দ্রনীলমণি প্রভৃতি বিবিধ উজ্জ্বল রত্নরাজিই দান ॥ ৮০ ॥

“হে আলি ! তোমার অনঙ্গরঙ্গে সঙ্গম বিধায়ক লগ্নিকা (প্রতিভূ) স্বরূপা যে তোমার মদমত্ত-মাতঙ্গ-বিজয়ী গতি

* সন্মৌক্তিক প্রকর

তারোরুমৌক্তিকমরালবরালি রালি !

মাণিক্য-পালি রথ তে করচালনানাম্ ॥ ৮১ ॥

আয়ু-যশো-জয়-বিবর্দ্ধন-রন্ধনোদ-

দুদামসৌষ্ঠবভরশ্চ তু কল্লিতং মে ।

কায়স্থ-বর্তনতয়া মধুমঙ্গলায়

নিত্যং স্মশঙ্কুলি-স্মকুণ্ডলিকা-দানম্ ॥ ৮২ ॥

সৌন্দর্য্য-হ্রী-বিনয়-পণ্ডিততা-সুগান-

বৈদগ্ধ্য সদগুণততে ভবদালি-বর্গাঃ ।

গতিঃ তস্যাঃ দানং—তারাঃ (উজ্জ্বলাঃ) চ উরবঃ (বহবঃ) চ যে মৌক্তিকাঃ মরালানাং বরাঃ তেষাং আলিঃ (সমূহঃ) । অথ তে করচালনানাং (ভঙ্গীনাং) দানং তু মাণিক্যপালিঃ এব ! মদমত্ত-করি-বিজয়িনঃ তথা মুক্তাময়মরাল-গতি-গরিমহারিণঃ সৌষ্ঠব-ভর-পরিপোষিত-সুন্দর গমনশ্চ অভিসারা-সময়ে বিভ্রমাদিবৈশিষ্ট্য-দর্শনাকাজ্জ্ঞা স্মৃতি পূর্ব্বাঙ্কে । উত্তরাঙ্কে তু বিলাসবিশেষে স্বাস্ত্রে তৎকরবারণাদি-রূপভোগ এব স্বাভিলাষঃ ॥ ৮১ ॥

আয়ুশ্চ যশশ্চ জয়শ্চ—তেষাং বিবর্দ্ধনায় যৎ রন্ধনং তস্মিন্ উত্তম (উদ্গচ্ছন্) যঃ উদ্যমা (নিরর্গলঃ) সৌষ্ঠবস্য ভরঃ তস্য ‘দানত্বেন’ কায়স্থস্য (লিখকস্য) বর্তনতয়া নিত্যং মধুমঙ্গলায় স্মশঙ্কুলি (স্মপিষ্টক)-স্মকুণ্ডলিকা-দীনাং দানমেব মে (মম) কল্লিতম্ । অত্র রন্ধনাবসরে বিশ্রান্তবসনভূষণাদে হেতোঃ পরমোজ্জ্বলানাবৃত্তাঙ্গশোভা সন্দর্শনমেব স্বাভিলাষঃ ॥ ৮২ ॥

তাহার জন্য উজ্জ্বল মহামুক্তাফলময় শ্রেষ্ঠ মরাল (রাজহংস) সমূহই দান । এবং তোমার করচালনার (করভঙ্গীর) জন্য মাণিক্য রাশিই দান ॥ ৮১ ॥

“আমার আয়ু, যশঃ ও জয় বিবর্দ্ধনের জন্য রন্ধনে উদ্যুক্তা তোমার (তাৎকালীন) নিরতিশয় সৌষ্ঠব রাশির জন্য মধুমঙ্গলকে কায়স্থ (লিখক) বেতন রূপে নিত্য স্মপিষ্টক (লুচি) ও উত্তম জিলাপী, (ফেণী) ইত্যাদি দানই আমার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইল ॥ ৮২ ॥

দুঃসাধমান-বিকৃতে ললিতা হৃদালী
ত্বৎপ্রীতি-নন্মশুভকৰ্মততে বিশাখা ॥ ৮৩ ॥

কান্ত্যাহতিনিদিত রমা-শতলক্ষকান্তে
সুদ্বিগ্রহস্য ভবতা সুদতীষমূল্যা ।
লক্ষ্মী-সহস্রশততোহপ্যতিরম্যগোষ্ঠ-
রামা-শিরোবরমণে স্তব বিগ্রহোহসৌ ॥ ৮৪ ॥

সৌন্দর্য্যং, হ্রীচ্চ, বিনয়ং, পণ্ডিততা চ, সুগান্ধং, বৈদগ্ধ্যং চ, সদৃগুণং
তেষাং যা ততিঃ (সমূহঃ) তস্যাঃ দানং ভবত্যাঃ আলিবর্গাঃ । দুঃসাধমান
বিকৃতেঃ (দুর্জয়মান-জনিত-বিকারস্য) ‘কৃতে’ তব আলী ললিতা তথা তব
প্রীতি-নন্ম-শুভকৰ্মততেঃ দানং বিশাখা এব । অত্রাপি ব্যক্ত সঃ ॥ ৮৩ ॥

কান্ত্যা (দীপ্ত্যা) অতিশয়ং নিদিতা রমাণাং শতলক্ষানাং কান্তি র্যেন
তথাবিধস্য তব বিগ্রহস্য দানং সুদতীষু (সুন্দরীষু) অমূল্যা ভবতী এব ।
তথা লক্ষ্মীণাং সহস্রশততঃ অপি অতিরম্যা যা গোষ্ঠরামাঃ তাসাং শিরঃসু
যঃ বরমণিঃ তৎস্বরূপায়াঃ তব দানং অসৌ বিগ্রহঃ এব ॥ অত্রাত্মোপমা
—যদুক্তমলঙ্কারকৌস্তুভে “বিপর্য্যাস উপমেয়োপমাদ্বয়োঃ ।” তেন চ বিগ্রহ-
তদ্ব্যতিরভেদেনোক্তত্বাদ্ রমণেচ্ছু-শতলক্ষকামিনীবিজয়ি-কান্তিশীলস্য
বিগ্রহস্য বা তৎকান্তিযুক্তায়াঃ বা নিগূঢ়-সন্তোষাতিশয়ঃ পরিহাসভঙ্গ্যা
প্রার্থিতঃ, যত্র গাঢ়বিলাস-বিভ্রান্তৌ সম্পরিষ্বক্তৌ বাহ্যান্তর-সম্বাদন-রহিতৌ
যুগলকিশোরৌ পরমানন্দ-রসনিমগ্নৌ বিরাজতস্তমাম্ ॥ ৮৪ ॥

“সৌন্দর্য্য, লজ্জা, বিনয়, পাণ্ডিত্য, সুসঙ্গীত, বৈদগ্ধ্য এবং
সদৃগুণরাজির জন্য তোমার সখীসমূহই দান । দুঃসাধ্য মান
জনিত বিকারের জন্য তোমার সখী ললিতা এবং তোমার
প্রীতিকর নন্মময় শুভকৰ্মরাজির জন্য বিশাখাই দান ॥ ৮৩ ॥

“তোমার শ্রীবিগ্রহের কান্তিতে শতলক্ষ রমার (লক্ষ্মীর)
কান্তিও অতিশয় নিদিত হইতেছে—অতএব ঐ বিগ্রহের জন্য
সুন্দরীকূলে দুঃপ্রাপ্যা তুমিই দান এবং লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মী হইতেও

তদ্বাক্যমিথমধিকং মধুরং নিশম্য

রাধা তিরস্কৃত-সুধাহতুলসিন্ধুগৰ্ব্বম্ ।

উৎফুল্ল-কোপ-ললিত-স্মিত-নৰ্ম্মরমাং

ভঙ্গ্যা ললাপ কুটিলং কুটিলং নিরীক্ষ্য ॥ ৮৫ ॥

যাস্তাম্যহং নহি পথা রতহিণ্ডুকেন

সন্দূষিতেন নিতরাং সখি ! তেন তেন ।

ইথং তিরস্কৃতঃ সুধায়াঃ অতুলসিন্ধোঃ গৰ্ব্বঃ যেন তথাবিধং অধিক মধুরং তদ্বাক্যং (শ্রীকৃষ্ণালাপং) নিশম্য রাধা কুটিলং (বক্রং) যথা স্যাত্তথা, যদ্বা—কুটিলং (ত্রিভঙ্গশ্যামং) নিরীক্ষ্য উৎফুল্লঃ যঃ কোপঃ তথা ললিতং (সুকুমারতয়াঙ্গানাং বিজ্ঞাসঃ) চ স্মিতঞ্চ নৰ্ম্ম চ ইতি তৈঃ রমাং ‘অথচ’ কুটিলং (বক্রং) ভঙ্গ্যা ললাপ । অত্র শ্রীরাধায়াঃ কিলকিঞ্চিত ভাবোদগমো দ্রষ্টব্যঃ । যদুক্তমুজ্জ্বলে—গৰ্ব্বাভিলাষ রুদিত স্মিতাস্থয়াভয়-ক্রুধাং । সঙ্করীকরণং হর্ষাচ্ছ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ । উৎফুল্লেনিতি হর্ষাখ্য স্থায়িভাবস্য, ললিতেতি স্বাভিলাষস্য, কুটিলমিত্যস্থয়াগৰ্ব্বয়োঃ, কোপস্মিতে তু ব্যক্তে ; এবমশ্রুদ্বয়মপ্যুন্নেয়ম্ ॥ ৮৫ ॥

“হে সখি ! অহং তেন রতহিণ্ডুকেন (বধূচৌরেণ) সন্দূষিতেন

অতি রমণীয় গোষ্ঠ-রমণীগণের শিরোভূষণা তোমার জন্য ঐ বিগ্রহই দান” ॥ ৮৪ ॥

এইভাবে অমৃতের অসীম সিন্ধুর গৰ্ব্ব তিরস্কারকারী তাঁহার অতি মধুর বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া এবং সেই কুটিল (ত্রিভঙ্গ) শ্যামকে নিরীক্ষণ করিয়া অথবা তাঁহার প্রতি বক্র-দৃষ্টিপাত পূর্বক উৎফুল্লতায়ুক্ত কোপ, ললিত হাস্য ও নৰ্ম্মদ্বারা রমণীয় কুটিল বাক্যে ভঙ্গীক্রমে শ্রীরাধা বলিলেন—

“হে সখি ! আমি সেই বধূচৌর কর্তৃক সন্দূষিত সেই পথে কিছুতেই যাইব না”—এই প্রকারে আমি বলিলেও

ইথং মদুত্তমপি নৈব নিশম্য গৰ্ব্বাদ্
 আনীয় মামিহ দদৌ ললিতা করেহস্ম ॥ ৮৬ ॥

এবং নিগদ্য সহসা সহ সা সখীভি
 বাম্যেন কাম্যমপি তৎকৃত-নন্দ-শন্দ্য ।
 সন্নিদ্য বন্দ্যবদনা বিধুনা ব্রজন্তী
 রুদ্ধা বলেন বিধুনা বিধুনা ব্রজস্যা ॥ ৮৭ ॥

শ্রুত্বা মুকুন্দ-মধুর-স্মিতসিক্তনন্দ্য
 মন্দ্য-প্রবন্ধমতুলং কিমপি স্মিতাক্ষী ।

তেন পথা নিতরাং নহি যাস্যামি”—ইথং মম উক্তং (বাক্যং) অপি গৰ্ব্বাৎ
 নৈব নিশম্য মাম্ ইহ আনীয় ললিতা অস্যা করে দদৌ ॥ ৮৬ ॥

এবং নিগত্ব তেন (শ্রীকৃষ্ণেন) কৃতং যৎ নন্দ্যশন্দ্য (পরিহাসমঙ্গল-
 বাক্যোবাক্যং) কাম্যম্ (বাঞ্ছিতং) অপি বাম্যেন তৎ সংনিদ্য বিধুনা
 বন্দ্যবদনা (চন্দ্রস্তুত-বদন-মণ্ডলা) সা রাধা সখীভিঃ সহ সহসা ব্রজন্তী
 ব্রজস্যা বিধুনা (গোকুলচন্দ্রেণ) বিধুনা (কৃষ্ণেন—‘অস্মুরান্ বিধ্যতীতি কুঃ’
 ইত্যমরটীকায়াং ‘বিধু’শব্দস্য নিষ্পাদনাৎ তস্য বলপ্রাচুর্য্যমবগম্যতে) বলেন
 (বলাৎকারেণ) রুদ্ধা ॥ ৮৭ ॥

মুকুন্দস্য মধুরং যৎ স্মিতং তেন সিক্তঃ (যুক্তঃ) যো নন্দ্যমন্দ্য-প্রবন্ধঃ
 (পরিহাসপূর্ণ-বাক্যসমূহঃ) তৎ অতুলং কিমপি (অনির্বচনীয়ং) যথা

ললিতা তাহা গৰ্ব্বভরে না শুনিয়া এই পথেই আমাকে আনিয়া
 ইহঁর হস্তে দান করিয়াছে !! ৮৫—৮৬ ॥

এই বলিয়া শ্রীশ্যামসুন্দর-কৃত পরিহাসমঙ্গল বাক্যোবাক্য
 বাঞ্ছনীয় হইলেও তাহা সম্যক্ নিন্দা করিয়া বাম্যবশতঃ সহসা
 সখীগণসহ বেগের সহিত সেই চন্দ্র-কর্তৃক-বন্দনীয়-বদনা শ্রীরাধা
 চলিয়া যাইতে থাকিলে ব্রজবিধু (গোকুলচন্দ্রমা) বিধু (শ্রীকৃষ্ণ)
 কর্তৃক বলে অবরুদ্ধা হইলেন ॥ ৮৭ ॥

শ্রীমুকুন্দের মধুর হাস্যযুক্ত নন্দ্যলাপের অতুলনীয়

অন্তঃস্ফুরৎ সুখভরং প্রচুরং রুষেব

সংরুধ্য হৃদ্যমধিকং ললিতা ললাপ ॥ ৮৮ ॥

কস্যাপি গোষ্ঠনগরে দধি-দুগ্ধ-দান

বার্তাপি ন শ্রুতচরী কিমু দৃষ্টপূর্বা ।

চিল্লাভবর্গপতিনা যদনেন সৃষ্ট-

মেতত্ত্ব বল্লব-বধু-কুল-লুণ্ঠনায় ॥ ৮৯ ॥

এতস্য কৃষ্ণভুজগস্য কঠোর-ভোগাৎ

সখ্যো যদি স্বমবিভুং পরমিচ্ছথৈতৎ ।

স্যাত্তথা শ্রুত্বা স্মিতাক্ষী (হাস্যলোচনা) ললিতা অন্তঃস্ফুরৎ (অন্তঃস্ফুৰ্ত্তিমৎ) প্রচুরং অধিকং হৃদ্যং (হৃদয়গ্রাহি) চ সুখভরং (সুখাতিশয্যং) অপি সংরুধ্য রুশা (কোপেন) ইব ললাপ ॥ ৮৮ ॥

গোষ্ঠনগরে (ব্রজমণ্ডলে) দধি-দুগ্ধ-দানবার্তা অপি কস্যাপি ন শ্রুতচরী (শ্রুতপূর্বা), কিমু দৃষ্টপূর্বা ; অনেন চিল্লাভ-বর্গ-পতিনা (বাটপাটচরাধি-পতিনা) যৎ এতৎ সৃষ্টং, তত্ত্ব বল্লব-বধুকুলানাং (গোপীনাং) লুণ্ঠনায় ॥

হে সখ্যঃ ! যদি এতস্য কৃষ্ণভুজগস্য (কৃষ্ণসর্পস্য, পক্ষে কামুক-চুড়ামণেঃ কৃষ্ণস্য) কঠোরভোগাৎ (কঠোরদংশনাৎ, পক্ষে কামময়-বিলাসপরম্পরায়াঃ) স্বম্ অবিভুং (রক্ষিতুং) পরং (উত্তমং, যুক্তিযুক্তং বা)

অনির্বচনীয় বাক্যোবাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য-লোচনা ললিতা অন্তরে স্ফুৰ্ত্তিপ্রাপ্ত প্রচুর সুখরাশি সংরোধ পূর্বক কোপ করিয়াই যেন অতিমধুর হৃদয়গ্রাহী বাক্যবিন্যাস করিলেন ॥৮৮॥

“এই গোষ্ঠ নগরে দধি দুগ্ধাদির কর গ্রহণের বার্তা ও কেহ শুনে নাই—দেখত নাই-ই ! এই চিল্লাভ(পথদস্য)বর্গ-নায়ক কর্তৃক কেবল গোপললনা সমূহকে লুণ্ঠন করিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে !! ৮৯ ॥

“হে সখীগণ ! তোমরা যদি এই কৃষ্ণভুজঙ্গের (বিষধর সর্পের, কৃষ্ণরূপী বিট নায়কের) কঠোর ভোগ (দংশন,

গত্বা ব্রজেন্দ্রগৃহিণীপুরতো যশোহস্য
সঙ্গীয়তাং ত্যজতি বঃ স্থখিতো যথেষঃ ॥ ৯০ ॥

রাধাহৃদাকূতমগাধমীষদ্
ব্যঙ্গেন বিজ্ঞায় মুকুন্দ আরাং ।
প্রত্যেকমল্লস্মিত মত্র কৃত্বা
জগাদ ভঙ্গ্যা ললিতাদিকা স্তাঃ ॥ ৯১ ॥
বিদ্যাচয়স্য তব সুন্দরি ! তুঙ্গবিদ্যো !
প্রত্যেকমেব কিল লক্ষ-সুবর্ণদক্ষম্ ।*

ইচ্ছত, 'তদা' ব্রজেন্দ্রগৃহিণীপুরতঃ গত্বা অশ্রু এতৎ যশঃ (বিপরীত-
লক্ষণয়া দুর্নীতং) সংগীয়তাং, যথা এষ স্থখিতঃ সন্ বঃ (যুগ্মান্) ত্যজতি ।
স্বাভিযোগপক্ষে তু—কৃষ্ণস্য কামময়বিলাসাবলিমাশ্রিত্য যদি স্বরক্ষণে
যুক্তিং কুৰ্য্যাত, তদা যশোদায়াঃ নগরতঃ অত্র বনাদৌ গত্বা অস্ম্য
কেলিবিলাসাদিযশোরশিঃ তথা গায়ত, যথা তেনোদীপিতঃ অয়ং যুগ্মাভিঃ
সহ যথেষ্টবিহারাদিকং কুর্বাণঃ সাতিশয়সুখমভুবন্ যুগ্মান্ স্বস্বগৃহেভ্যঃ
প্রেরয়তি ॥ ৮৯—৯০ ॥

আরাং (দূরাং) ঈষৎ ব্যঙ্গেন (ভঙ্গ্যা) রাধায়াঃ হৃদঃ (হৃদয়স্য)
অগাধং (গস্তীরং) আকূতং (প্রতिसখীজনং দান-নিরূপণরূপাভিলাষং)
বিজ্ঞায় মুকুন্দঃ অল্লস্মিতং কৃত্বা অত্র 'স্থিতাঃ' ললিতাদিকাঃ তাঃ প্রত্যেকং
ভঙ্গ্যা জগাদ ॥ ৯১ ॥

কামময় বিলাসাদি) হইতে নিজকে রক্ষা করিতে একান্ত ইচ্ছা
কর, তবে ব্রজেন্দ্র-গৃহিণীর সম্মুখে গিয়া ইহার কীর্তি গান কর,
তাহাতে ইনি সুখী হইয়া তোমাদিগকে ত্যাগ করিবেন ॥”৯০॥

দূর হইতে শ্রীরাধার হৃদয়ের অগাধ অভিলাষ-গর্ভ সঙ্কেত
ঈষৎ ভঙ্গীতেই অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন মৃদুহাস্য সহকারে
ললিতাদি গোপীদের প্রত্যেককেই ভঙ্গী পূর্বক বলিলেন—॥৯১॥

* দক্ষ-সুবর্ণ-লক্ষম্ ।

যত্তেন তেন ভবতী ব্রজযৌবতং ত-

জ্জিত্বা স্ফুরত্যনুদিনং মদ-দর্প-দৃপ্তা ॥ ৯২ ॥

চিত্রে ! স্ফুটিতমৃদুমন্দবচঃ-প্রবন্ধো

হৃদ্যো ন কস্য তব সুন্দরি ! ভূতলেহস্মিন্ ।

নোচেৎ কথং তমবগম্য বুধঃ সুধায়াঃ

মাধুর্য্যমপ্যানুদিনং হি তিরস্করোতি ॥ ৯৩ ॥

অস্মাদমুখ্য মধুরস্য ন কোহপি দান-

যোগ্যঃ পদার্থ ইহ ভাবিনি ! দৃশ্যতে যৎ ।

হে সুন্দরি তুঙ্গবিদ্যে ! তব বিদ্যাচর্য্যস্য প্রত্যেকম্ এব কিল লক্ষ-
সুবর্ণদক্ষং, যৎ (যস্মাৎ) তেন তেন (বিদ্যাচর্য্যেন) মদদর্পদৃপ্তা ভবতী
ব্রজযৌবতং (ব্রজযুবতীসমূহান্) জিত্বা অনুদিনং স্ফুরতি ! অত্রাঙ্গ-
প্রত্যঙ্গানাং সন্তোগলালসা স্ফুটিত ॥ ৯২ ॥

হে সুন্দরি চিত্রে ! তব স্ফুটিতঃ মৃদুঃ তথা মন্দশ্চ যঃ বচঃ-প্রবন্ধঃ সঃ
অস্মিন্ ভূতলে কস্য হৃদ্যঃ ন ভবতি, অপিতু সর্বেষামেব । নোচেৎ তম্
অবগম্য (জ্ঞাত্বা) কথং বুধঃ সুধায়াঃ মাধুর্য্যম্ অপি অনুদিনং হি
(নিশ্চিতমেব) তিরস্করোতি ॥ ৯৩ ॥

হে ভাবিনি ! যৎ (যস্মাৎ) ইহ (ব্রজে) অমুখ্য মধুরস্য ‘বস্তুনঃ’

“হে সুন্দরি তুঙ্গবিদ্যো ! তোমার বিদ্যা সমূহের প্রত্যেকটির
জন্যই লক্ষ সুবর্ণ দান আদায় করাই যুক্তিযুক্ত ; যেহেতু সেই
সেই বিদ্যা দ্বারা তুমি ব্রজ-যুবতিগণকে জয় করিয়া মদ
গর্ববাভিমানিনী হইয়া নিরন্তর স্ফুর্তি পাইতেছ ॥ ৯২ ॥

“হে সুন্দরী চিত্রে ! তোমার স্ফুটিত মৃদুমন্দ বাক্য-প্রবন্ধ
কাহার না হৃদয়সায়ন হয় ? তাহাই যদি না হয়, ঐ বাক্য-
প্রবন্ধ অবগত হইয়া পণ্ডিতগণ সুধার মাধুর্য্যকেও নিশিদিন
তিরস্কার করিবেন কেন” ? ৯৩ ॥

“হে ভাবিনি ! এই কারণে ঐ মধুর বাক্যপ্রবন্ধের দানযোগ্য

তস্মাদিদং মৃদুল-মঞ্জুল-মৃষ্ট-দিব্য-

বিশ্বাধরামৃতমিদং স্মিত-চন্দ্র-গন্ধি ॥ ৯৪ ॥

প্রাণালি চম্পকলতে ! তব বহ্নিতপ্ত-

জাম্ব নদ-স্ফুরিত-চম্পক-কম্পি-কান্তেঃ ।

*শ্যামং মদঙ্গমুচিতং মুদিতা ত্যৈব

সন্মালয়া মধুরয়া কিল মণ্ডয়েতি ॥ ৯৫ ॥

যত্তে মুখস্য মধু তন্মধুরাঙ্গি ! নম্ম-

কপূর বাসিততরং রসদিক্শুমুগ্ধম্ ।

দানযোগ্যঃ কোহপি পদার্থঃ ন দৃশ্যতে, তস্মাৎ স্মিতমেব চন্দ্রঃ (কপূরঃ)
তেন গন্ধঃ যস্য তথাবিধঃ মৃদুলং মঞ্জুলং (মনোজ্ঞং) মৃষ্টং (মার্জিতং)
দিব্যঞ্চ যৎ ইদং বিশ্বাধরামৃতং তদেব দানম্. 'ইদং' শব্দস্য বিরুক্তিস্ত
আগ্রহাতিশয্য-জ্ঞাপিকা ॥ ৯৪ ॥

হে প্রাণালি চম্পকলতে ! বহ্নিনা তপ্তং যৎ জাম্বনদং (সুবর্ণং) তেন
স্ফুরিতং (স্পন্দিতং) যৎ চম্পকং তস্য যা কম্পনশীলা কান্তিঃ তস্যাঃ
দানং কিল মুদিতা সতী তয়া মধুরয়া সন্মালয়া এব ত্বং শ্যামং মদঙ্গং মণ্ডয়
(ভূষয়) ইতি হি উচিতম্ । মদঙ্গমুদিতমিতি পাঠে—ত্বংপুরোবর্তিনং
মাং ভূষয়েত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

হে মধুরাঙ্গি বিশাখে ! যৎ তে মুখস্য মধু তৎ খলু নম্ম এব কপূরঃ

পদার্থ এই পৃথিবীতে দৃষ্ট হইতেছে না ; অতএব এই মৃদুল
মনোজ্ঞ বিমল দিব্য স্মিত-কপূর-গন্ধি বিশ্বাধরামৃতই দান কর” ॥

“হে প্রাণসখি চম্পকলতে ! তোমার তপ্তকাঞ্চনবৎ
সুৰ্ত্তিপ্রাপ্ত এবং চম্পক-বিনিন্দি কান্তির জন্য দান স্বরূপে
তুমি আনন্দিত হইয়া আমার এই শ্যামল অঙ্গকে সেই সুন্দর
মধুর চম্পকমালা দ্বারা ভূষিত করাই যুক্তিযুক্ত” ॥ ৯৪—৯৫ ॥

“হে মধুরাঙ্গি বিশাখে ! তোমার মুখের পরিহাস-রূপ-

* মদঙ্গমুদিতম্...

তস্মৈব দুর্লভতরস্য পরং বিশাথে !

দানং ত্বমেব নিয়তং ন পরং ত্রিলোক্যাম্ ॥ ৯৬ ॥

বৈদগ্ধ্য-নন্মরস-লাস্য-বিলাস-হাস

সৌন্দর্য্যসদৃশততে ললিতে ! পরং তে ।

মানোরুশিক্ষণ-বিচক্ষণতাদি কূট-

কাঠিন্য-কৌশল-পরিত্যজনং হি দানম্ ॥ ৯৭ ॥

সুধানিধি-সুধাভরৈঃ কৃতবিচিত্রসং-কুণ্ডিকা- *

স্পৃহাশতবিসর্জক-স্মুরিত-মাধুরী-বিন্দুকাম্ ।

তেন বাসিততরং (সুগন্ধিতং), তথা রসেন দিগ্ধং (মিশ্রং) মুগ্ধং (মনোহরং) চ ; অতঃ তস্মৈব দুর্লভতরস্য বস্তুনঃ পরং দানং ত্বমেব নিয়তং (নির্দিষ্টং) —ত্রিলোক্যং ন পরং ‘দানং’ ভবেদিত্তি শেষঃ ॥ ৯৬ ॥

হে ললিতে ! তে (তব) বৈদগ্ধ্যঞ্চ নন্মরসশ্চ লাস্যং (সুকুমার-তয়াহঙ্গবিক্ষেপঃ) চ বিলাসশ্চ হাসশ্চ সৌন্দর্য্যঞ্চ তথা সদৃশঞ্চ—তেষাং বা ততিঃ (সমূহঃ) তস্যাঃ পরং দানং হি—মানস্যা উরু (বহুবিধং) যৎ শিক্ষণং তস্য যৎ বিচক্ষণতাদি তস্য যৎ কূটকাঠিন্যং তস্মিন্ যৎ কৌশলং তস্য পরিত্যজনমেব ॥ ৯৭ ॥

[কুন্দলতা বদতি—] হে সুমুখি ! সুধানিধেঃ সুধাভরৈঃ কৃত

কপূর-দ্বারা-সুবাসিততর, রসাল ও মনোজ্ঞ যে মধু (অধরসুধা) সেই পরম দুর্লভতর বস্তুর তুমিই দানরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছ ; কেননা, জগতে আর কিছুই ইহার দান হইতে পারে না” ॥ ৯৬ ॥

“হে ললিতে ! তোমার পরম বৈদগ্ধ্য, পরিহাসরস, লাস্য-বিলাস, হাস্য, সৌন্দর্য্য ও সদৃশরাজির জন্য মান সাধনের বিবিধ উপায়ে শিক্ষণবিচক্ষণতাদি কূট-কাঠিন্য-কৌশলাদির পরিত্যাগই দানরূপে নির্দিষ্ট হইল” ॥ ৯৭ ॥

* সংকুণ্ডলী ।

তয়ো ব্রজবিলাসিনো মধুর কেলিবর্তাসুধাং
ধয়ন্ত্যপি সহস্রশঃ স্মৃখী ! নৈব তৃপ্তিং লভে ॥ ৯৮ ॥

তস্মাৎ পুনঃ পুনরিমাং কথ্যৈব বার্তা-
মিত্যচ্চ কুন্দলতয়া প্রতিভাষ্যমাণে ।

সন্তোষসাগর-নিমজ্জন ফুল্লরোমা •

প্রেমাদ্রব্যাগ্ বিধুমুখী স্মৃখী বভাষে ॥ ৯৯ ॥

তদা তদুক্তাখিলদানবস্ত-

জাতং নিশম্যালিকুলেষু তেষু ।

(পূরিতা) যা বিচিত্রা সতী চ কুণ্ডিকা (বৃহৎ পাত্রং) তস্যাঃ
স্পৃহাশতানামপি বিসর্জকং (পরিত্যাজকং) স্মৃকৃত-মাধুরীণাং বিন্দুকং
যস্যাঃ তথাবিধাং তয়োঃ ব্রজবিলাসিনোঃ মধুর-কেলিবর্তা-সুধাং সহস্রশঃ
ধয়ন্তী (পিবন্তী) অপি তৃপ্তিং নৈব লভে ॥ [কুণ্ডলীতি পাঠে, সুধা
প্রাচুর্যোথিতবিবিধ-গভীরাবর্ত স্পৃহালক্ষণাং পরিত্যাজকমিত্যর্থঃ] ॥ ৯৮ ॥

‘তস্মাৎ ইমাং কথাম্ এব পুনঃ পুনঃ কথয়’—ইতি অচ্চ কুন্দলতয়া
প্রতিভাষ্যমাণে সন্তোষ-সাগরে নিমজ্জনাৎ ফুল্লরোমা (রোমাঞ্চিতা)
প্রেমা আদ্রা (সিক্তা) বাক্ যস্যাঃ সা বিধুমুখী স্মৃখী বভাষে ॥ ৯৯ ॥

তদা তেন (কৃষ্ণেন) উক্তং অখিলং দানবস্ত-জাতং নিশম্য তেষু

“হে স্মৃখী ! অমৃত-সমুদ্রের অমৃতসারেপূর্ণ বিচিত্র সুন্দর
কুণ্ডিকার (বৃহৎপাত্রের) অভিলাষরাশি-পরিত্যাজক মাধুরী-
বিন্দুযুক্ত সেই ব্রজবিলাসী যুগলের মধুর কেলিবর্তাসুধা সহস্র-
বার পান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না” ॥ ৯৮ ॥

“কাজেই এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে থাক” —এইভাবে
কুন্দলতা তখন স্মৃখীকে বলিলেন । তখন চন্দ্রমুখী স্মৃখীও
সন্তোষ-সাগরে নিমজ্জিতা হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে প্রেম
গদগদ কণ্ঠে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন— ॥ ৯৯ ॥

“তৎপর শ্রীকৃষ্ণের বর্ণিত নিখিল দান-বস্তুর কথা শুনিয়া

হসৎস্ব সর্বেষু চ তুঙ্গনম্।

স্মিত্বা স্ফুটং বাচমুবাচ গোষ্ঠ্যাম্ ॥ ১০০ ॥

বিত্তানি যানি মধুমঙ্গল ! যাচিতানি

তান্যাপ্তাশু নেষ্যথ কথং বত দুর্বলাঃ স্হ ।

তস্মাদ্ গৃহাচ্ছকট-যুথমিহানয়ধ্বং

শূরোষ্ট্র-সন্ধু ষভ-লোক-খরাংশ্চ বোঢ়ুম্ ॥ ১০১ ॥

তৎ কৃষ্ণ-নন্মলপিতং ললিতং নিশম্য

থুংকারকারকমপীন্দুসুধা-প্রবাহে ।

সর্বেষু আলিকুলেষু হসৎস্ব চ তুঙ্গনম্। (পরিহাস-বিনোদিনী তুঙ্গবিদ্যা)
স্মিত্বা গোষ্ঠ্যাম্ (সদসি) বাচমুবাচ ॥ ১০০ ॥

“হে মধুমঙ্গল ! যানি বিত্তানি যাচিতানি, তানি আশু কথং নেষ্যথ,
‘যতঃ’ বত (হস্ত) দুর্বলাঃ স্হ । তস্মাৎ তানি বোঢ়ুং গৃহাৎ শকটযুথং
তথা শূরান্ উষ্ট্রান্ সতঃ (উৎকৃষ্টান্) ষষভান্ লোকান্ খরাংশ্চ
আনয়ধ্বম্ ॥ ১০১ ॥

‘ততঃ’ কৃষ্ণস্য তৎ ললিতং (মনোহরং) তথা ইন্দুসুধায়াঃ (চন্দ্রামৃতস্য)
যঃ প্রবাহঃ তস্মিন্ অপি থুংকার-কারকং (তিরস্কারি) নন্মলপিতং

সেই সখীগণ এবং অন্যান্য সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন ।
তখন তুঙ্গনম্। (নন্ম-বিনোদী তুঙ্গবিদ্যা) ও ঈষৎ হাস্য
সহকারে সেই গোষ্ঠীতে প্রকাশ্যভাবেই বলিলেন— ॥ ১০০ ॥

“হে মধুমঙ্গল ! যে সকল বিত্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে,
সেই সকল বস্তু শীঘ্র শীঘ্র কি প্রকারে লইবে বলত ! যেহেতু
তোমরা যে দুর্বল ! অতএব ঐ সকল বস্তুরাজি বহন করিবার
জন্য গৃহ হইতে শকট রাশি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উট, বড় বড় ষষ,
লোকজন ও গর্দভাদি আনয়ন কর ॥ ১০১ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বোক্ত পরিহাস-গর্ভ, সুললিত ও চন্দ্র-
সুধার প্রবাহ-তিরস্কারকারী আলাপ শ্রবণ করিয়া বাম্য-মধুরা

আনন্দ-সংস্ফুরিত-সাত্ত্বিকভাবভার-

মাগুষ্ঠ্য বাম্যমধুরা মধুরায়তাক্ষী ॥ ১০২ ॥

শ্রীমদ্ গোষ্ঠবনেশ্বরী রসকলা-লীলোজ্জ্বলনাগরী
ব্রাজদগোষ্ঠ-মহেন্দ্রনন্দনমনোমানিক্য-পাটচরী ।

প্রোঢ়ং পুষ্পধনুঃ প্রবন্ধ-বিবিধ-বাক্য-বাগীশ্বরী
গান্ধর্ব্য গিরিধারিণী বিবদতে বাঙনৃত্য বিদ্যাধরী ॥ ১০৩ ॥
[যুগ্মকম্]

স্বামিন্ দাসবনিতা ন বয়ং ভবাম

শ্চন্দ্রাবলি ন চ বয়ং ন চ পদ্মিকা তে ।

(পরিহাসবাক্যঃ) নিশম্য আনন্দেন সংস্ফুরিতা যে সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ
তেষাং ভারম্ আগুষ্ঠ্য (অবহিথয়া সংগোপ্য) বাম্যমধুরা মধুরায়তাক্ষী
শ্রীমদ্ গোষ্ঠবনস্য ঈশ্বরী রসকলায়াঃ (রসবিদ্যায়াঃ) যা লীলা (অভিনয়ঃ)
তস্যাং যা উজ্জ্বলন্তী (দীব্যন্তী) নাগরী, ব্রাজৎ যদ্ গোষ্ঠং তস্য মহেন্দ্রঃ
তস্য নন্দনঃ তস্য যৎ মনঃ এব মানিক্যং তস্য পাটচরী (অপহারিণী),
প্রকর্ষণে উগ্ধন্ যঃ পুষ্পধনুষঃ (মদনস্য) প্রবন্ধঃ তস্য বিবিধ-বাক্য-ব্যাকারেষু
(ব্যাখ্যাস্থ) বাগীশ্বরী (সরস্বতী) তথা বাচাং নৃত্যাং তদ্বিষয়ে বিদ্যাধরী
(তৎস্বরূপেত্যর্থঃ) 'সা' গান্ধর্ব্য গিরিধারিণী সহ বিবদতে ॥ ১০২-১০৩ ॥

নু (ভোঃ) স্বামিন্ (মহামন্মথরাজম্মথ, কথামাত্রস্বামিন্ বা) বয়ং
দাসবনিতাঃ (কীর্তদাশ্রুঃ) ন ভবামঃ, ন চ বয়ং চন্দ্রাবলিঃ, ন চ তে

মধুরায়তাক্ষী শ্রীরাধা আনন্দোৎসাহ সাত্ত্বিকভাবাবলী গোপন
করিয়াছিলেন; এবং সেই শ্রীমতী গোষ্ঠবনাধীশ্বরী, রসকলা
বিলাসের উজ্জ্বল-নাগরীমণি, দীপ্তিময় গোষ্ঠনগরের মহেন্দ্র
(শ্রীনন্দ) নন্দনের মনোরূপ মানিক্য-অপহারিণী—প্রকৃষ্টভাবে
উদীয়মান কাম-প্রবন্ধের বিবিধ ভাবে প্রকাশন বিষয়ে বাগ্‌দেবী
(সরস্বতী) স্বরূপা—বাক্যানৃত্যের বিদ্যাধরী—গান্ধর্ব্য গিরিধারীর
সহিত বিবাদে প্রবৃত্তা হইলেন ॥ ১০২-৩ ॥

যদ্ গূঢ়ঘোরগহনে মিসতঃ করস্ত

সংলুণ্ঠনায় ভবতা বত রক্ষিতাঃ স্মঃ ॥ ১০৪ ॥

রাধে ! মুখা ন কুরু বাদ-বিবাদ-বৃদ্ধিং

জ্ঞাত্বা হিতং মদুদিতং মম দেহি দানম্ ।

নোচেন্নমহামদন এষ নিশম্য রোষাৎ

সংশাস্তি বো যদি তদা মম নেহ দোষঃ ॥ ১০৫ ॥

মিথ্যেবায়ং সৃজতি নহি চেদানমেতত্ততোহসৌ

প্রেয়শ্চন্দ্রাবলি-বর-শিরঃ-শাপমঙ্গীকরোতু ।

পদ্যিকা 'অপি', যৎ (যেন) করস্ত মিসতঃ (ছিলেন) গূঢ়ঘোর-গহনে ভবতা সংলুণ্ঠনায় বত রক্ষিতাঃ স্মঃ ॥ ১০৪ ॥

হে রাধে ! মুখা (বৃথা) বাদবিবাদয়োঃ বৃদ্ধিং ন কুরু । মদুদিতং (মম বাক্যং) হিতং জ্ঞাত্বা মম দানং দেহি ; নো চেৎ এষ মহামদনঃ 'এতৎ' নিশম্য রোষাৎ যদি বঃ সংশাস্তি তদা ইহ (অস্মিন্ শাসনব্যাপারে) মম দোষঃ ন ভবেদিতি শেষঃ ॥ ১০৫ ॥

“চেৎ (যদি) অয়ং (কৃষ্ণ) মিথ্যেব এতৎ দানং নহি সৃজতি, ততঃ অসৌ প্রেয়শ্চন্দ্রাবল্যাঃ যৎ বরং (শ্রেষ্ঠং) শিরঃ তস্ত শাপম্

“হে মহারাজ ! আমরা ত তোমার ক্রীতদাসী নহি ; চন্দ্রাবলী ও নহি, অথবা তোমার পদ্মা ও নহি যে নিগূঢ় ঘোর বনে করের ছলে যথাসর্বস্ব সম্যক্ লুণ্ঠন মানসে আমাদেরকে অবরোধ করিবে ? ॥ ১০৪ ॥

“হে রাধে ! বৃথা বাদ বিবাদ বৃদ্ধি করিও না । আমার বাক্য হিতকর জানিয়া আমার দান দাও; নতুবা এই মহামদন সকল তথ্য অবগত হইয়া রোষ বশতঃ যদি তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি দেন, তবে আমার কোনও দোষ নাই ॥ ১০৫ ॥

“ইনি যদি মিথ্যাই এই দান রচনা না করিয়া থাকেন, তবে ইহার প্রেয়সী চন্দ্রাবলীর সুন্দর মস্তকের শপথ করিতে

স্মিত্বা গোবর্দ্ধন-গিরিদরী-গেহিনী-রঙ্গিণীখং
বাচাং লাস্ত্রং সখি ! বিদধতী হাসয়ামাস গোষ্ঠীম্ ॥১০৬॥

*শুদ্ধা বিভাতি চ ধিয়া শুভয়া বিশাখা
বৈদগ্ধ্য-নম্ম-নিপুণা ভবদন্তরঙ্গা ।
তস্মাত্তয়া সহ বিচার্য্য বিচার্য্য-কার্য্যং
কুর্য্যাঃ প্রমত্ত-ললিতা-মতিমাশু মুঞ্চ ॥১০৭॥

দানীন্দ্রচন্দ্র ! ভবত স্তবতো যতোহহং
প্রাপ্তা স্তুখং তদিহ তেহপি স্তুখানি দাত্রী ।†

অঙ্গীকরোতু”। হে সখি ‘কুন্দলতে’ ! গোবর্দ্ধনগিরেঃ যা দরী (গুহা)
তস্তাং যা গেহিনী [অনেন দান-লীলা প্রসঙ্গান্তে গোবর্দ্ধন-গিরিগুহায়াং
ভাবি-বিলাসঃ সূচিতঃ] সা রঙ্গিণী (কোতুকিনী) রাধা ইখং বাচাং লাস্ত্রং
(নৃত্যং) বিদধতী (কুর্ষতী) গোষ্ঠীং হাসয়ামাস ॥ ১০৬ ॥

বিশাখা শুভয়া ধিয়া শুদ্ধা বিভাতি (প্রতিভাতি), বৈদগ্ধ্যঞ্চ নম্ম চ
তয়োঃ নিপুণা, তথা ভবত্যাঃ অন্তরঙ্গা চ। তস্মাৎ বিচার্য্যং (বিচারযোগ্যং)
কার্য্যং তয়া সহ বিচার্য্য (পরামৃশ্য) কুর্য্যাঃ ; প্রমত্তা যা ললিতা তস্তাঃ
মতিং (বুদ্ধিং) আশু (শীঘ্রং) মুঞ্চ ॥ ১০৭ ॥

হে দানীন্দ্রচন্দ্র ! যতঃ অহং ভবতঃ স্তবতঃ স্তুখং প্রাপ্তা, তৎ তস্মাৎ

অঙ্গীকার করুন ।”—হে সখি ! গোবর্দ্ধনগিরি-কন্দরার
রঙ্গিণী স্বামিনী এইভাবে বাক্যলাস্য বিস্তার করিলে সেই
সখী-গোষ্ঠী হাসিতে লাগিলেন ॥ ১০৬ ॥

“এই বিশাখা—শুভ বুদ্ধিতে শুদ্ধা বলিয়াই প্রতীয়মান
হইতেছেন—আর ইনি বৈদগ্ধ্য-নম্ম বিষয়ে ও সূনিপুণ, আপনার
অন্তরঙ্গা ও বটেন। অতএব তাঁহার সহিত প্রতি কার্য্যে
বিচার করিয়া করিয়া সম্পাদন করাই যুক্তিযুক্ত. এখন শীঘ্রই
প্রমত্তা ললিতার বুদ্ধি ত্যাগ করুন—ইহাই প্রার্থনা ॥ ১০৭ ॥

“হে দানীন্দ্রচন্দ্র ! আপনার স্তবতে আমি যথেষ্ট স্তুখানুভব

* শুদ্ধা বিভাতি

† দাতুম্

দ্রষ্টুং ভবনমধুর-ধাষ্ট্য-ভুজঙ্গ-নৃত্য-
মুৎকাহভিমন্যু-গরুড়ং তরসাহনয়ামি ॥১০৮॥

এবং নিগত রভসান্মহসাহতিহতা
রম্যা মহিষ্ঠ-গুণ-নন্মভি রত সতঃ ।
সদানি পদ্মবদনা চলিতুং সমুৎকা
রুদ্রা হঠেন হঠিনা হরিণা বিশাখা ॥১০৯॥

সংরক্ষ্য ধন্যমবলাঃ সবলাদমুখ্যং
কামাদ্বিমুক্ত-কুলকন্য-সমস্তধন্যং ।

ইহ তে (তুভ্যং) অপি স্থানি দাত্রী (দাতুকামা) ভবতঃ মধুর
ধাষ্ট্যমেব ভুজঙ্গঃ (সর্পঃ) তস্য নৃত্যং [পক্ষে—মধুরং ধাষ্ট্যং যন্ত
তাদৃশস্ত ভুজঙ্গস্ত (কামুকস্ত) নৃত্যং দ্রষ্টুন্ উৎকা (উৎকণ্ঠিতা) সতী
অভিমন্যুঃ (কোপঃ, পক্ষে তনামকপতিঃ) এব গরুড়ঃ তন্ আনয়ামি ॥১০৮॥
এবং নিগত রভসাং (বেগাং) মহসা (তেজসা) অতি হতা
(হৃদয়গ্রাহিনী) মহিষ্ঠৈঃ (মহত্তমৈঃ) গুণৈঃ নম্ভিষ্ঠ রম্যা পদ্মবদনা
সদানি (গৃহাণি) চলিতুং সমুৎকা বিশাখা হঠিনা হরিণা হঠেন
(বলাৎকারেণ) অত সতঃ রুদ্রা ॥ ১০৯ ॥
হে অবলাঃ ! কামাদ্ভ্যেতোঃ বিমুক্তং কুলকন্য তথা সমস্তঃ ধন্যঃ চ যেন

করিয়াছি, অতএব আপনাকে ও সুখরাশি দান করিতে এবং
আপনার ধৃষ্টতা রূপ মধুর ভুজঙ্গ (সর্প, কামুক)-নৃত্য দেখিতে
আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে শীঘ্রই অভিমন্যু (ক্রোধ, আয়ান)
রূপ গরুড়কে আনয়ন করিতেছি ॥” ১০৮ ॥

এই বলিয়া বেগভরে তেজে অতি হৃদয়গ্রাহী ও মহত্তম
পরিহাসাদি দ্বারা রমণীয়া পদ্মবদনা বিশাখা তৎকালেই গৃহে
বাইতে ব্যগ্রচিত্ত হইলে শঠ হরি হঠ করিয়া তাঁহাকে রুদ্র
করিলেন ॥১০৯॥

“হে অবলাগণ ! কামভরে কুল-কন্য ও সমস্ত ধন্য-তাগী

ব্যাঘুট্য যাত গৃহমেব সতীত্ববত্যঃ

কিন্মা ঘটীরিহ সমর্প্য স্ন্যাগশালাম্ ॥১১০॥

চিত্রোক্তমিখমধিগত্য রুষেব তুঙ্গ-

বিদ্যা জগাদ কুটিলক্রবমুন্নয়ন্তী ।

জাত্যাতিভীততর-গোপক-বাক্যমাত্রা-

মুঞ্চে ! মুধেব কথমত্র বিভেষি চিত্রে ॥১১১॥

রাধা সদা জয়তি গোষ্ঠবনাধিনাথা

তস্যাঃ প্রচণ্ড-সচিবা ললিতা চ শূরা ।

তাদৃশাং সবলাং অমুখ্যাং ‘কৃষ্ণাং’ ধর্ম্যং সংরক্ষ্য সতীত্ববত্যঃ যুয়ং ব্যাঘুট্য (পর্যবৃত্ত্য) গৃহমেব যাত, কিন্মা ইহ (ঘটে) ঘটীঃ সমর্প্য স্ন্যাগশালাং যাত । অত্র স্বাভিলাষপক্ষ এবং ব্যাখ্যেয়ং—সতীত্বমধিকং মন্ত্রধেব চেৎ, গৃহং প্রত্যাবর্ত্তধ্বম্—শ্রামপ্রীতিরধিকা চেৎ, ঘটচত্বরে স্ন্যত-ঘটীঃ পরিত্যজ্য স্ন্যরত-যজ্ঞ-মন্দিরং গচ্ছতেতি ॥ ১১০ ॥

ইথং চিত্রায়াঃ উক্তং (বাক্যং) অধিগত্য (জ্ঞাত্বা) কুটিলক্রবম্ উন্নয়ন্তী (উর্দ্ধদিশি চালয়িত্বা) তুঙ্গবিদ্যা রুষা ইব জগাদ । হে মুঞ্চে চিত্রে ! জাত্যা অতিভীততরশ্চ গোপকশ্চ (গোপ-কড়ম্বশ্চ) বাক্য-মাত্রাং (সামান্যবাক্যলেশাং) অত্র মুখা (বৃথা) এব কথং বিভেষি ? ১১১ ॥

গোষ্ঠবনস্য অধিনাথা (অধীশ্বরী) রাধা সদা জয়তি (সর্বোৎকর্ষণে)

এই সবল কৃষ্ণ হইতে স্ব স্ব ধর্ম রক্ষা করিয়া সতী-ধর্ম-পরায়ণা তোমরা গৃহেই প্রত্যাবর্ত্তন কর অথবা ঘটী সমূহ এখানে সমর্পণ করিয়া যজ্ঞ শালায় গমন কর” ॥১১০॥

চিত্রার এই বাক্য শুনিয়া কোপভরে কুটিলক্র উন্নত করিয়া তুঙ্গবিদ্যা বলিলেন—“চিত্রে ! তুমি অতি মুগ্ধা । জাতিতে অতিভীক এই গোপবালকের বাক্য-মাত্রেই তুমি এত ভয় করিতেছ কেন ? ১১১ ॥

“এই গোষ্ঠবনের অধিস্বামিনী শ্রীরাধা নিত্যই জয়যুক্ত

পশ্চাৎ তদ্বন-বিনাশক-গোকরার্থং

বদ্ধা নয়ামি মধুমঙ্গল-ভণ্ডবিপ্রম্ ॥১১২॥

শ্রুত্বা তদীয়-বচনং মধুমঙ্গলং তং

ভীত্যা তদাত্ম-সবিধে সুবলাদি-মধ্যে ।

সঙ্কুচ্য তত্র চকিতং চকিতং বসন্তং

চণ্ডং জগাদ বিহসন্ সখি ! কৃষ্ণচন্দ্রঃ ॥১১৩॥

মাতৈ মহাক্ষিতি-সুরোত্তম ! মদ্বিধস্য

সাক্ষাদমুখ্য নরসিংহবরস্য দৃষ্ট্যা ।

বিরাজতেতমাম্) তস্থাঃ প্রচণ্ড-সচিবা (দোদীপ্তপ্রতাপান্বিতা প্রধানা মন্ত্রণাদাত্রী) তথা শূরা (মহাবীরা) ললিতা চ সদা জয়তি । পশু—অতঃ তস্যাঃ (অধীশ্বর্যাঃ) বলবিনাশকানাং গবাং করার্থং মধুমঙ্গলং ভণ্ড-বিপ্রং বদ্ধা নয়ামি ॥ ১১২ ॥

হে সখি কুন্দলতে ! তদা তদীয়-বচনং শ্রুত্বা ভীত্যা তত্র আত্মনঃ (কৃষ্ণস্য) সবিধে (সমীপে) সুবলাদি-মধ্যে সঙ্কুচ্য চকিতং চকিতং বসন্তং তং মধুমঙ্গলং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণচন্দ্রঃ বিহসন্ চণ্ডং (অত্যাচর) জগাদ ॥ ১১৩ ॥

হে মহাক্ষিতি-সুরোত্তম (মহাব্রাহ্মণ) ! মা ভৈঃ (ভয়ং ন কুরু) মদ্বিধস্য অমুখ্য নরসিংহবরস্য সাক্ষাৎ দৃষ্ট্যা (দর্শনে) সা চণ্ডী

হইতেছেন—আর তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ললিতাও বিশেষ প্রতাপান্বিতা । এই দেখনা কেন—আজই তাঁহার বনবিনাশক গোকরের জন্য এই ভণ্ড ব্রাহ্মণ মধুমঙ্গলকে বাঁধিয়া নিতেছি ॥” ১১২ ॥

“হে সখি কুন্দলতা ! তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে মধুমঙ্গল ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে সুবলাদি-মধ্যে সঙ্কোচ বশতঃ চকিত চকিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র হাস্য সহকারে প্রচণ্ড (অত্যাচর) স্বরে বলিতে লাগিলেন— ॥১১৩॥

“হে মহাব্রাহ্মণ ! (নিন্দার্থে) ভয় করিও না ; মাদৃশ এই নরসিংহবরের দর্শনেই এই চণ্ডীস্বরূপা প্রচণ্ড ললিতা

চণ্ডী প্রচণ্ডললিতাহপি চ তুঙ্গবিদ্যা

সা ভৈরবী দ্রুতমপৈষ্যতি বীতবজ্রা ॥১১৪॥

তূর্ণং হিরণ্যকশিপুং ভগবন্ নৃসিংহ !

চন্দ্রাবলী-কটুকুচং নখরৈ বিদার্য্য ।

প্রহ্লাদমুল্লসিতমাশু কুরু ত্বমিত্যা

কর্ণেষ বজ্র ললিতা-লপিতং জহাস ॥১১৫॥

চেদ্ গন্তুমিচ্ছসি সখী-নিকরেণ সার্কং

রাধে ! সমৃদ্ধধন-ভূষণ-লোভত স্বম্ ।

(তৎস্বরূপা) প্রচণ্ডা (প্রগল্ভা) ললিতা অপিচ সা ভৈরবী তুঙ্গবিদ্যা
বীতবজ্রা (নগ্না) সতী দ্রুতম্ অপৈষ্যতি (পলায়িষ্যতে) ॥” ১১৪ ॥

“হে ভগবন্ নৃসিংহ ! ত্বং তূর্ণং (ত্বরিতং) চন্দ্রাবল্যাঃ কটুঃ (তীব্রঃ)
কুচঃ স এব হিরণ্যকশিপুঃ তং নখরৈঃ বিদার্য্য প্রহ্লাদং (ভক্তবরং) আশু
উল্লসিতং (আনন্দিতং) কুরু [পক্ষে—আনন্দং সমধিকং বিস্তারয়]
ইতি বজ্র (মনোহরং) ললিতায়াঃ লপিতং (বাক্যং) আকর্ণ্য এব কৃষ্ণঃ
জহাস ॥ ১১৫ ॥

হে রাধে ! [মুনিভ্যঃ সকাশাৎ প্রাপ্তব্যানাং] সমৃদ্ধধনভূষণানাং
লোভতঃ সখী-নিকরেণ সার্কং গন্তুম্ ইচ্ছসি চেৎ, তদ্ গচ্ছ, কিন্তু ইহ মম

এবং ভৈরবী-রূপিণী এই তুঙ্গবিদ্যাও উলঙ্গ হইয়াই দ্রুত
পলায়ন করিবে” ॥ ১১৪ ॥

“হে ভগবন্ নৃসিংহদেব ! শীঘ্রই হিরণ্যকশিপু-স্বরূপ এই
চন্দ্রাবলীর কটু কুচযুগলকে নখরাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া (ভক্তবর)
প্রহ্লাদকে আশু উল্লসিত কর । [প্রচুর আনন্দের সহিত
উল্লাস বিস্তার কর ।”] ললিতার এই মনোজ্ঞ বাক্য শ্রবণে
তিনি হাসিতে লাগিলেন ॥ ১১৫ ॥

“হে রাধে ! সমৃদ্ধ ধনভূষণের লোভে যদি তুমি সখীসমূহের
সহিত (মুনিগণের যজ্ঞগৃহে) যাইতে ইচ্ছা কর, তবে যাও,

তদ্ গচ্ছ কিন্তু ললিতেহ মমাচ্ছকচ্ছে

সংরক্ষ্যতাং প্রতিনিধিঃ পুনরেষি যাবৎ ॥১১৬॥

পাপেন কেন মহতা রতহিণ্ডকেহ

হস্তে তবৈব বিধিনা বত পাতিতাঃ স্মঃ ।

কিন্তু পশ্য তরসা বচসাং তবৈষাং

শাস্তিঃ প্রসিদ্ধ-ললিতা দদতী কিলাস্মি ॥ ১১৭ ॥

ইতি তং প্রতিভাষ্য কর্কশং

ললিতা রোষ-কষায়-রুষিতা ।

নিকটে কপটেঃ সখীগগান্

অবদৎ সুন্দরি ! সা রসোন্মদা ॥ ১১৮ ॥

অচ্ছকচ্ছে (পবিত্র নিকটে, পবিত্র বস্ত্রাঞ্চলে বা) প্রতিনিধিঃ ললিতা
সংরক্ষ্যতাং, যাবৎ পুনঃ ‘ত্বম্’ এষি (আগচ্ছসি) ॥ ১১৬ ॥

হে রতহিণ্ডক (স্ত্রীচোর) ! বত (খেদে) কেন মহতা পাপেন
তবৈব হস্তে অণু বিধিনা পাতিতা স্মঃ ! কিন্তু পশ্য—প্রসিদ্ধ-ললিতা তব
এষাং বচসাং শাস্তিঃ কিল তরসা (ত্বরিতং) দদতী অস্মি ॥ ১১৭ ॥

হে সুন্দরি (কুন্দলতে) ! ইতি তং কর্কশং প্রতিভাষ্য রোষ এব
কষায়ঃ তেন রুষিতা (রঞ্জিতা, লিপ্তা বা) সতী সা রসোন্মদা ললিতা
নিকটে সখীগগান্ কপটেঃ অবদৎ—॥ ১১৮ ॥

কিন্তু তোমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত তোমার প্রতিনিধিস্বরূপে
ললিতাকে আমার পবিত্র সন্নিকটে (বা আমার পবিত্র বস্ত্রা-
ঞ্চলে) সংরক্ষণ করিয়া যাও” ॥১১৬॥

“হে রতহিণ্ডক (বধূবিট) ! কি মহাপাপেই অদ্য বিধি
আমদিগকে তোমার হস্তে নিপাতিত করিয়াছেন ! কিন্তু
এক্ষণেই দেখিবে যে এই প্রসিদ্ধ ললিতাই তোমার এই সকল
দুর্বাক্য সমূহের শাস্তি অতিশীঘ্র দান করিতেছে !!” ১১৭ ॥

হে সুন্দরি ! এইভাবে তাঁহাকে কর্কশভাবে উত্তর দিয়া

আর্য্যামিহানয়তু তূর্ণমিতা স্মদেবী
 চিত্রাচিহ্নেণ কুটীলাং জটীলাং সপুত্রাম্ ।
 বৃন্দোত্তমং সপদি যাজ্ঞিকবিপ্রমেক
 মালোকিতুং নটনমশ্চ নটেন্দ্রভর্তুঃ ॥ ১১৯ ॥

ইথং তয়া ললিতয়া লপিতং সরোষ-
 মাকর্গ্য গোষ্ঠরমণী-ধৃত-চিত্ত-বৃত্তিঃ ।
 ঈষদ্ বিহস্য দর বীক্ষ্য চ রাধিকাং তাং
 সংব্যাজহার রুচিরং সখি ! গোষ্ঠচন্দ্রঃ ॥ ১২০ ॥

অশ্চ নটেন্দ্রভর্তুঃ (নট্যচার্য্যবরশ্চ) নটনং (নৃত্যং) আলোকিতুং
 স্মদেবী তূর্ণং (শীঘ্রং) ইতা (গতা) সতী আর্য্যং (যশোদাং) ইহ
 আনয়তু - চিত্রা অচিহ্নেণ গতা কুটীলাং সপুত্রাং (সাত্তিমন্ত্যং) জটীলাং চ
 আনয়তু—বৃন্দা সপদি একম্ উত্তমং যাজ্ঞিকবিপ্রং [সাক্ষি-স্বরূপং]
 আনয়তু ॥ ১১৯ ॥

হে সখি কুন্দলতে ! তয়া ললিতয়া ইথং সরোষং লপিতং (বাক্যং)
 আকর্গ্য গোষ্ঠ-রমণীষু ধৃতা চিত্ত-বৃত্তি যন্ত স গোষ্ঠচন্দ্রঃ ঈষৎ বিহস্য তাং
 রাধিকাং দর (মনাক্) বীক্ষ্য চ রুচিরং যথাস্থাত্তথা সংব্যাজহার ॥ ১২০ ॥

যেন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই রসমত্তা ললিতা নিকটস্থ
 সখীগণকে কপট করিয়া বলিতেছেন—॥ ১১৮ ॥

“স্মদেবী শীঘ্র গিয়া আর্য্যাকে (যশোদাকে) এখানে আনয়ন
 করুক ; চিত্রা অবিলম্বে কুটীলা ও পুত্র অভিমন্ত্য সহিত জটী-
 লাকে লইয়া আসুক ; এবং বৃন্দাদেবী শীঘ্রই একটী যাজ্ঞিক
 ব্রাহ্মণকে লইয়া আসুক—তাঁহারা উপস্থিত হইয়া এই নটরাজ
 শিরোমণির নৃত্য দর্শন করুন ॥” ১১৯ ॥

“হে সখি ! ললিতার এই সরোষ-বাক্য শ্রবণ করিয়া
 ব্রজরমণী-লোলুপ গোষ্ঠচন্দ্র শ্যামসুন্দর ঈষৎ হাস্য করিলেন
 এবং সেই শ্রীরাধাকে নিমিষের জন্য দর্শন করিলেন—তখন

গৰ্ব্বাদ্ যশ্চ মদীয়দান মনিশং যুগ্মাভি রুল্লজ্যতে
 মন্যেহহঞ্চ তৃণায় নৈব কুটিলে দানৈরলং তশ্চ বঃ ।
 পশ্যাত্তেব তদেব নব্য-বিকসত্তারুণ্য-রত্নং ময়া
 বক্ষোজে পরিভূয় শূরললিতাং রাধেহধুনা লুণ্ঠ্যতে ॥ ১২১ ॥
 ইত্যালপ্য স্মরবিলসিতৈঃ স্পৃষ্টু মুংকে মুকুন্দে
 ভীত্যেবৈতা স্তত ইত উত স্মের-বক্তারবিন্দাঃ ।

হে কুটিলে রাধে ! যশ্চ [তারুণ্য-রত্নশ্চ] গৰ্ব্বাৎ অনিশং (দিবারাত্রং)
 মদীয়দানং যুগ্মাভিঃ উল্লজ্যতে, অহঞ্চ তৃণায় নৈব মন্যে, বঃ (যুগ্মাকং) তশ্চ
 দানৈঃ অলং (নিস্প্রয়োজনং)—পশ্য অত্ অধুনা এব ময়া শূরললিতাং
 পরিভূয় (পরাজিত্য) [যুগ্মাকং] বক্ষোজে তদেব নব্যং (নবীনং, স্তব্যাং
 বা) বিকসৎ (প্রস্ফুটোন্মুখং) চ যৎ তারুণ্যরত্নং তৎ লুণ্ঠ্যতে ॥ ১২১ ॥

হে প্রিয়সখি কুন্দলতে ! ইতি আলপ্য মুকুন্দে স্মরবিলসিতৈঃ (কামময়
 বিলাসভঙ্গীভিঃ) তাঃ গোপ্যঃ স্পৃষ্টু উংকে (উৎকণ্ঠিতো) সতি এতাঃ
 স্মেরবক্তারবিন্দাঃ (ঈষদ্ধাস্তবদনাঃ) প্রেমাক্ষাঃ চ সতাঃ ক্রূরং (নির্দয়ং)
 তিৰ্য্যক্ (বক্রং) চ যথা স্মাত্তথা চ নয়ননটনৈঃ তং (কৃষ্ণং) রসেন শশ্বৎ (পুনঃ

পুনরায় অতি মধুরবাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন—“হে
 কুটিলে রাধে ! যাহার (যে যৌবনের) গৰ্বে তোমরা
 নিরন্তর আমার দান উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছে এবং
 আমাকে ও তৃণবৎ মনে করিয়া অবমান করিতেছ—সেই
 বস্তুর কর-গ্রহণের আর প্রয়োজন নাই । কিন্তু এক্ষণই
 দেখ—এই শূর (বীরসম্রাট) ললিতাকে পরাজয় করিয়া
 তোমাদের স্তনে নব্য স্ফুটোন্মুখ তারুণ্য (যৌবন) রত্নকে
 লুণ্ঠন করিতেছি !! ১২০—১২১ ॥

হে প্রিয়সখি ! মুকুন্দ এই বলিয়া কামবিলাসের
 ভঙ্গীতে তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে উৎকণ্ঠিত হইলেন—তখন
 হাস্তবদনা রমণীগণ নিষ্ঠুরও বক্রভাবে নয়ননটন দ্বারা পুনঃ

ক্রুরং তির্য্যঙ নয়ন-নটনৈঃ শশ্বদালোকয়ন্ত্যঃ

প্রেমান্ধা স্তং প্রিয়সখি ! রসেনাপসস্রুঃ সমস্তাং ॥ ১২২ ॥

নিত্যং রাজন্যতি জনপদে দিব্য-গব্যোপহারৈ

যাতায়াতং বিদধতি জনা গোষ্ঠতঃ কোটি-সংখ্যাঃ ।

নৈতেভ্যঃ কিং স্পৃহয়তি ভবান্ দানমাদাতুমেতং

সত্যং তে চেদ্ ব্রজগিরিবনে ঘটপটাদ্বিপত্যম্ ॥ ১২৩ ॥

ইতি প্রকট-রাধিকাবচনমাকলয্য প্রভু

নটনয়ন-ভঙ্গীভি নিটিলমীষদুচ্চালয়ন্ ।

পুনঃ) আলোকয়ন্ত্যঃ (পশুন্ত্যঃ) ভীত্যা ইব ইতস্ততঃ সমস্তাং (চতুর্দিক্)
অপসস্রুঃ (অপস্রুতবত্যঃ) ॥ ১২২ ॥

রাজন্যতি (স্বধর্মপরায়ণ-নন্দমহারাজ-সুরক্ষিতে) জনপদে (দেশে)
নিত্যং কোটি-সংখ্যাঃ জনাঃ গোষ্ঠতঃ দিব্যগব্যোপহারৈঃ যাতায়াতং
বিদধতি—ব্রজগিরিবনে তে ঘটপটস্য আধিপত্যং সত্যং চেৎ, তদা এতেভ্যঃ
(জনেভ্যঃ) ‘অপি’ কিং ভবান্ এতং দানম্ আদাতুং ন স্পৃহয়তি ? ১২৩ ॥

ইতি প্রকটং রাধিকা-বচনম্ আকলয্য (শ্রদ্ধা) প্রভুঃ (অঘটনঘটনপটুঃ)
নটতী যে নয়নে তয়োঃ ভঙ্গীভিঃ নিটিলং (ললাটং) ঈষৎ উচ্চালয়ন্

পুনঃ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া করিয়া প্রেমান্ধচিত্তে ও ভয়ে
ইতস্ততঃ চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ১২২ ॥

“ন্যায় ধর্ম পালিত এইদেশে গোষ্ঠ হইতে কোটি কোটি
লোক দিব্য গব্য উপহারাদি লইয়া নিত্যই যাতায়াত করিতেছেন,
যদি সত্যই এই ব্রজমণ্ডলের পর্বতবনে তোমার ঘটপটাদ্বিপত্য
হইয়া থাকে, তবে কেন তুমি তাঁহাদিগের নিকট হইতেও
এই দান আদায় করিতে ইচ্ছা কর না ?” ॥ ১২৩ ॥

শ্রীরাধার এই প্রকাশোক্তি শ্রবণ করিয়া নৃত্য-বিনোদী,
নয়নভঙ্গীতে ললাট দেশকে উর্দ্ধদিকে ঈষৎ চালনা করিয়া প্রভু

অশেষ রসিকাগ্রণীঃ সুখভরেণ রজ্যন্মনা

স্তথাপি বহিরুদ্ধসন্নিব জগাদ গান্ধর্ষিকাম্ ॥১২৪॥

অন্তোভোহপি প্রমদ-মধুনা মত্ত-চিত্তাঃ শৃগুধ্বং

গৃহ্যামোতন্নিরবধি মুদা রাজমার্গে ব্রজদ্ব্যঃ ।

যুয়ং ত্যক্ত্বা তদনুদিবসং গূঢ়মত্রাব্রজন্তী

তোবং শ্রুত্বা নিজচরমুখান্মমথ শচক্রবর্তী ॥১২৫॥

মামানীয়াত্তিকমথ রুধা ভৎসয়িত্বা সমন্তা

দুগ্রং দত্ত্বা শপথমহমাশিক্ষিত স্তেন শশ্বৎ ।

(উর্দ্ধং চালয়িত্বা) অশেষাণাং রসিকানাং অগ্রণীঃ (শিরোমণিঃ) স
সুখভরেণ (সুখাতিশয়েন) রজ্যন্মনাঃ (উল্লসিতচিত্তঃ) তথাপি বহিঃ
(বাহ্যতঃ) উদ্ধসন্ (উপহসন্) ইব গান্ধর্ষিকাং জগাদ—॥ ১২৪ ॥

হে প্রমদ-মধুনা মত্তচিত্তাঃ গোপ্যঃ ! শৃগুধ্বং - “রাজমার্গে ব্রজদ্ব্যঃ
অন্তোভ্যঃ অপি এতৎ ‘দান’ নিরবধি মুদা (আনন্দেন) গৃহ্যামি । যুয়ং তু
তৎ ‘দানং’ অনুদিবসং ত্যক্ত্বা গূঢ়ং যথা স্যাত্তথা অত্র আব্রজন্তি”—ইত্যেবং
নিজচরস্য মুখাং শ্রুত্বা চক্রবর্তী মন্থথঃ (মহামদনরাজঃ) মাম্ অন্তিকং
(সবিধং) আনীয় অথ রুধা ভৎসয়িত্বা সমন্তাং উগ্রং (কঠোরং) শপথং
দত্ত্বা অহং তেন শশ্বৎ (পুনঃ পুনঃ) আ (সম্যক্) শিক্ষিতঃ “ত্বম্ সগণঃ

(অসম্ভব-সম্ভবকারী) নিখিল-রসিক-মুকুটমণি শ্যাম সুখভরে
উল্লসিত হইলেও বাহ্যে যেন (উপহাস-ব্যঞ্জক) উচ্চহাস্য
করিয়াই শ্রীরাধাকে বলিলেন—॥১২৪॥

“হে প্রমদ-মধুতে মত্তচিত্তা অবলাগণ ! তোমরা শ্রবণ কর-
রাজমার্গে গমনকারী অগ্ণ্য লোক হইতেও নিরবধি এই কর
সানন্দে আদায় করিয়া থাকি । তোমরা এই রাজস্ব উপেক্ষা
করিয়া নিরন্তর নিগূঢ়ভাবে এই স্থান দিয়া যাতায়াত কর—এই
বার্তা নিজচরের মুখ হইতে শুনিয়া মন্থথ-চক্রবর্তী আমাকে
তাহার নিকটে ডাকাইয়া ক্রোধে যথেষ্ট ভৎসনা ত করিলেনই,

তূর্ণং গচ্ছন্ ত্বমিহ সগগো ঘট্ট-বিধ্বংসিনী স্তা
বধ্বা শাস্তিঃ সপদি বিদধন্মৎপুৰঃ প্রাপয়েতি ॥১২৬॥

ততঃ কুস্তান্ সমুভার্য্য নিরুতা অপি তাঃ পরম্ ।
নিৰ্বিঘ্না ইষ ভস্মৈব বিবিণ্ড ভূভূত স্তলে ॥১২৭॥

ইত্যাदि তন্মধুর-কেলি বিলাসবার্তা-
পীযুষমুল্লসিত-কর্ণপুটে নিপীয় ।

আনন্দতঃ পুলক-গদগদরাবচারু
সংবাজহার মৃদু কুন্দলতা তদানীম্ ॥১২৮॥

ইহ তূর্ণং (শীঘ্রং) গচ্ছন্ ঘট্টবিধ্বংসিনীঃ তাঃ বধ্বা সপদি শাস্তিঃ বিদধৎ
মম পুরঃ (সান্মুখ্যং) প্রাপয় ইতি” ॥ ১২৫-১২৬ ॥

ততঃ কুস্তান্ সমুভার্য্য তাঃ পরং নিরুতাঃ (সন্তুষ্টাঃ) অপি নিৰ্বিঘ্নাঃ
(নিৰ্বেদগ্রস্তাঃ) ইষ ভূভূতঃ (পৰ্ব্বতস্য) তলে ভস্মা এব বিবিণ্ডঃ
(উপবিষ্টবত্যাঃ) ॥ ১২৭ ॥

উল্লসিত-কর্ণপুটেঃ (আনন্দরসপূরিত-কর্ণচষকৈঃ) ইত্যাदि (এবম্প্র-
কারকং) তয়োঃ মধুরকেলিবিলাসানাং বার্তা-পীযুষং নিপীয় আনন্দতঃ
পুলকশ্চ গদগদরাবশ্চ তাভ্যাং চারু (মনোহরং) মৃদু চ যথা
স্যাত্তথা তদানীং কুন্দলতা সংবাজহার (উক্তবতী) ॥ ১২৮ ॥

পরন্তু উগ্র শপথ দিয়া পুনঃপুনঃ এই শিক্ষাই দান করিলেন
“সগগে তুমি তথায় শীঘ্র যাও এবং ঘট্টবিধ্বংসিনী সেই রমণী-
গণকে বাঁধিয়া শীঘ্র শাস্তি দিয়া আমার সন্মুখে আন।” ১২৫-১২৬ ॥

তৎপরে তাঁহারা কুস্তসমূহ তথায় উত্তারণ করিয়া (নাবাইয়া)
পরমানন্দিতা হইলেও যেন নিৰ্বেদগ্রস্ত হইয়াই ভঙ্গীক্রমে
পৰ্ব্বতের তলদেশে উপবেশন করিলেন ॥ ১২৭ ॥

এই প্রকারে তাঁহাদের এই মধুর কেলি-বিলাস-বার্তা-
সুধা উল্লসিত-কর্ণপুটে পান করিয়া তখন কুন্দলতা আনন্দভরে
পুলকাঙ্কিত-বিগ্রহে গদগদ মৃদুমধুর বাক্যে বলিতেছেন ॥১২৮॥

শশ্বভরোরতুলকৈলি-কলামৃতানি
কামং ধয়ন্ত্যপি মনাগপি নৈমি তৃপ্তিম্ ।

তস্মাৎ পুনঃ কথয় সুন্দরি ! কিং ততোহভূ
দেতত্তদুত্তমধিগম্য জগাদ সা চ ॥ ১২৯ ॥

শ্রদ্ধা তয়ো দয়িত-দান-বিহারবার্তা-

মার্তা তদীক্ষিতুমলক্ষিতমাগতোংকা ।

নান্দীমুখী নিভৃত-কুঞ্জ-গৃহে প্রবিষ্টা

দৃষ্টা হৃদুতং সদসি সা হৃদুতমাজগাম ॥ ১৩০ ॥*

হে সুন্দরি ! তয়োঃ অতুলানি যানি কেলিকলানাম্ অমৃতানি তানি
শশ্বৎ (মুহুমূহঃ) কামং (যথেষ্টং) ধয়ন্তী (পিবন্তী) অপি তৃপ্তিং ন এমি
(প্রাপ্নোমি) । তস্মাৎ ‘ততঃ পরং কিমভূৎ’ পুনঃ কথয়—এতৎ তস্যাঃ
উত্তম্ অধিগম্য (শ্রদ্ধা) সা ‘সুমুখী’ চ জগাদ—॥ ১২৯ ॥

তয়োঃ দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) যো দানবিহারঃ তস্য বার্তাং শ্রদ্ধা আৰ্ত্তা উংকা
(উৎকণ্ঠিতা) চ সতী তৎ (দানবিহারং) ঈক্ষিতুং অলক্ষিতং (অনৈরদৃশ্য-
ভাবেন) আগতা নান্দীমুখী নিভৃতং যৎ কুঞ্জ-গৃহং তস্মিন্ প্রবিষ্টা ।
ততঃ (আত্মোপাস্ত-বৃত্তান্তং শ্রদ্ধা) অদুতং দৃষ্ট্বা সা অদুতং যথা স্যাত্তথা
(বিচিত্রভাবেন) সদসি (সভামধ্যে) আজগাম । পাঠান্তরন্তু স্পষ্টম্ ॥ ১৩০ ॥

“সেই রসিক যুগলের অতুলনীয় কেলিকলামৃত নিত্য
যথেষ্ট পান করিয়াও বিন্দুমাত্রও তৃপ্তিলাভ করিতেছি না—
অতএব হে সুন্দরি ! তৎপরে আর কি হইল পুনরায় বল বল ॥”
তাহার এই বাণী শুনিয়া পুনরায় সুমুখীও বলিতে লাগিলেন—
ঐ যুগলের প্রিয় দান-বিহার-বার্তা শ্রবণ করিয়া তাহার
দর্শন-লালনায় আৰ্ত্তাও উৎকণ্ঠিতা হইয়া অলক্ষিত-গতিতে
নান্দীমুখী উপস্থিত হইয়া নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে প্রবেশ
করিয়াছিলেন । তৎপরে তিনি এই অদুত (কেলিবিলাসাদি)

* সা সহসা জগাম...

তাং বীক্ষ্য তত্র সকলাঃ পরিরভ্য কামম্
আমোদিতাঃ কথিতবত্য ইতঃ স্ববৃত্তম্ ।

কৃষ্ণোহপি তল্লভনমাশু বিহস্য শস্য-

মাশংস্য দানবিরূতিং কথয়াস্বভূব ॥১৩১॥

স্মিত্বা রাধামথোদ্বীক্ষ্য মুদিতাং রসবিহ্বলাম্ ।

সানন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং নিজগাদ সা ॥১৩২॥

দানিন্দ্রুত-বস্তু নাং শ্রুত্বা দানমিহাদ্রুতম্ ।

তদ্বাক্য মন্বভাবীতি 'জীবদ্ভিঃ কিং ন দৃশ্যতে' ॥১৩৩॥

তাং বীক্ষ্য তাঃ সকলাঃ কামং (যথেষ্টং) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য)
আমোদিতাঃ সত্যঃ ইতঃ স্ববৃত্তং কথিতবত্যঃ । কৃষ্ণঃ অপি বিহস্য আশু
শস্যং (প্রশংসনীয়ং) তস্যাঃ লভনং (আগমনমিত্যর্থঃ) আশংস্য
(প্রশংসাং কৃত্বা) দানস্য বিরূতিং (বিবরণং) কথয়াস্বভূব ॥ ১৩১ ॥

অথ সা নান্দীমুখী স্মিত্বা রাধাং মুদিতাং রসবিহ্বলাং চ উদ্বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা)
পরমানন্দং মুকুন্দং আনন্দেন সহ নিজগাদ—॥ ১৩২ ॥

হে দানিন্ ! ইহ অদ্রুতবস্তুনাং অদ্রুতং দানং শ্রুত্বা 'জীবদ্ভিঃ কিং
ন দৃশ্যতে'—ইতি তদ্বাক্যম্ অন্বভাবি (অনুভূতবত্যহমিতি ভাবঃ) ॥১৩৩॥

দর্শন করিয়া সেই সভায় বিচিত্রভাবে আসিয়া উপনীত
হইলেন ॥ ১২৯—১৩০ ॥

গোপীগণ তাঁহাকে সেইস্থানে দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে
আলিঙ্গন করিয়া এখানকার সকল ঘটনা নিবেদন করিলেন ।
শ্রীকৃষ্ণও তখন হাসিয়া তাঁহার সময়োপযোগী আগমন প্রশংসা
পূর্বক দান-বৃত্তান্ত সব বলিলেন ॥ ১৩১ ॥

তখন তিনি একটু হাসিয়া শ্রীরাধাকে আমোদিতা ও রস-
বিহ্বলা দেখিয়া আনন্দের সহিত পরমানন্দ মুকুন্দকে বলিতে
লাগিলেন—॥ ১৩২ ॥

হে দানিন্ ! অদ্রুত বস্তু সমূহের অদ্রুত দানবার্তা শুনিয়া—

কুলীনা ত্রিভিণী রেতা রহঃ সংরক্ষত স্তব ।

অপকীৰ্ত্তি রলং বীর ! ভবিতা গোকুলে পুরে ॥১৩৪॥

কৃতং কৰ্ত্তব্যমত্রৈব তদলং নৰ্ম্ম-খেলয়া ।

সমূহ মুঞ্চ মুঞ্চৈতাঃ সত্রং গচ্ছন্তু সত্বরম্ ॥১৩৫॥

সৰ্ব্বাঙ্গাণামুপরি লসতা লঙ্গিমেনোত্তমাঙ্গে-

নাপি শ্লাঘ্যঃ মুখবিধুমিমা দ্যোতয়ন্ত্যোহপি ধূর্তাঃ ।

হে বীর ! কুলীনাঃ ত্রিভিণীঃ এতাঃ রহঃ (নিৰ্জনে) সংরক্ষতঃ (অবরোধকারিণঃ) তব গোকুলে পুরে অপকীৰ্ত্তিঃ অলং (প্রচুরং) ভবিতা ॥ ১৩৪ ॥

অত্র এব কৰ্ত্তব্যং কৃতম্—তৎ (তস্মাৎ) নৰ্ম্মখেলয়া অলং—সমূহ (মদ্বাক্যং বুদ্ধা) এতাঃ মুঞ্চ (অত্র দ্বিরুক্তি রাগহাতিশয়েন)—‘এতাঃ’ সত্বরং সত্রং (যজ্ঞভবনং) গচ্ছন্তু । স্বাভিযোগপক্ষে—নৰ্ম্মরসেন বৃথা সময়ং ন যাপয়িত্বা মদ্বাক্যশ্চ স্বারম্ভং জ্ঞাত্বা এতাঃ তথা কৃত্বা মুঞ্চ যথা শীঘ্রমেব সুরতযজ্ঞ-সদনং গচ্ছেয়ুরিতি ভাবঃ ॥ ১৩৫ ॥

সৰ্ব্বাঙ্গাণাম্ উপরিলসতা (বিরাজতা) লঙ্গিমেন (মনোরমেণ)

‘জীবিত থাকিলে কি-ই না দেখা যায় ?’—এই বাক্যের মৰ্ম্ম এখনই অনুভব করিলাম ॥১৩৩॥

“হে বীর ! ইঁহারা কুলকামিনী, এবং ব্রত-পরায়ণা । নিৰ্জনে ইঁহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিলে এই গোকুলমণ্ডলে আপনার যথেষ্ট অপকীৰ্ত্তি রটিবে ॥ ১৩৪ ॥

“এস্থানেই আপনার কৰ্ত্তব্য কার্যের সম্পাদনও করা হইয়াছে ; এখন আর নৰ্ম্মখেলার প্রয়োজন নাই ; ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া ইঁহাদিগকে ত্যাগ করুন—ত্যাগ করুন ! ইঁহারা শীঘ্রই যজ্ঞমণ্ডপে গমন করুন” ॥ ১৩৫ ॥

“সৰ্ব্বাঙ্গের উপরিভাগে বিরাজিত যে উত্তম উত্তমাজ (মস্তক)—তাহা দ্বারাও প্রশংসনীয় যে মুখচন্দ্র তাহা এই

তস্মান্নীচৈ হৃদয়মপি যন্নাভি মাচ্ছাদয়েযু
যত্নে বন্ধ স্তদিহ ভবিতা কোহপ্যপূর্বঃ পদার্থঃ ॥১৩৬॥

তস্মাৎ পূর্বং নিভৃত মনয়া স্থান-যুগ্মং প্রকাশ্য
প্রায়ঃ সত্যং ভবতি নহি বা কার্য্যতাং তৎ-প্রতীতিঃ ।
নোচেদেতদ্বিবৃতিমচিরাৎ সূচকাৎ সংনিশম্য
ক্রুদ্ধোহস্মাকং মদন-নৃপতি দণ্ড মুচ্চে বিধাতা ॥১৩৭॥

উত্তমাস্তেন (শিরসা) অপি শ্লাঘ্যং (বন্দনীয়ং) মুখবিধুং দ্ব্যতয়ন্ত্যঃ
(প্রকাশয়ন্ত্যঃ) অপি ইমাঃ ধৃত্তাঃ তস্মাৎ (মুখাৎ) নীচৈঃ হৃদয়ম্ নাভিম্
অপি (চ) যৎ (যস্মাৎ) আচ্ছাদয়েযুঃ (আচ্ছাদিতবত্যঃ) তৎ (তস্মাৎ)
ইহ (বক্ষোনাভি-দেশয়োঃ) যত্নে বন্ধঃ কোহপি (অনির্বচনীয়ঃ) পদার্থঃ
ভবিতা; তস্মাৎ পূর্বম্ (আদৌ) অনয়া (রাখয়া) নিভৃতং (নির্জনে) স্থান-
যুগ্মং প্রকাশ্য (উদঘট্য) তৎ প্রায়ঃ (নিতরাং) সত্যং ভবতি নহি বা
প্রতীতিঃ কার্য্যতাং (উপাত্ততাম্) । নোচেৎ এতাং বিবৃতিং (বিবরণং)
অচিরাৎ সূচকাৎ (কর্ণেজপাৎ) সংনিশম্য (আকর্ণ্য) মদননৃপতিঃ
ক্রুদ্ধঃ সন্ অস্মাকং উচ্চেঃ (গুরুতরং) দণ্ডং বিধাতা (করিষ্যতীত্যর্থঃ)
॥ ১৩৬—১৩৭ ॥

ধৃত্তা রমণীগণ প্রকাশ করিয়াও, তাহার নিম্নদেশস্থ হৃদয় ও
নাভি যে ইহারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে—তাহাতেই বোধ
হইতেছে যে ঐস্থানে কোনও এক অপূর্ব বস্তু সযত্নে বন্ধ হইয়া
রহিয়াছে ॥ ১৩৬ ॥

“অতএব পূর্বেই ইনি গোপনে ঐ স্থানদ্বয় প্রকাশ করিয়া
তদ্বিষয়ে প্রতীতি জন্মাইয়া দিন যে আমার কথা সত্য কি মিথ্যা!
তাহা না হইলে আমাদের মদন রাজা অবিলম্বে এই বিবরণ
সূচক (কর্ণেজপ, চর) মুখে শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইবেন এবং কঠিন
শাস্তির বিধান করিবেন ॥ ১৩৭ ॥

গুপ্তীকর্তুং তদপি পরমং বস্তু যত্ত্বু ত্বয়াহং

প্রার্থো ভঙ্গ্যা স্মৃতি-ললিতে ! দাতুমুক্তা তদর্কম্ ।

এতৎ কিং স্মাদ্ যদিহ বিচরেলেখকঃ সূচকোহসৌ

রাজ্ঞঃ প্রেয়ান্ পরমমতিমানুজ্জলঃ প্রেক্ষকোহপি ॥১৩৮॥

অন্নিষ্যদভ্যাং নিরবধি মমচ্ছিদ্রমাভ্যাং তদগ্রে

ব্যাজাদেতন্নিভৃত-বিবৃতৌ জ্ঞাপিতায়ামবশ্যম্ ।

হে স্মৃতি (স্মৃদ্ধি) ললিতে ! তৎ (পূর্বোক্ত-পদার্থদ্বয়ং) পরমং (উৎকৃষ্টং) বস্তু অপি যৎ (যস্মাৎ) ত্বয়া তত্ত্ব অর্কঃ দাতুমুক্তা গুপ্তীকর্তুং অহং ভঙ্গ্যা প্রার্থো (যাচ্যে), এতৎ কিং স্মাদ্ (সম্ভবেৎ নাম), যৎ (যস্মাৎ) ইহ (অত্র স্থানে) রাজ্ঞঃ সূচকঃ (কর্ণেজপঃ) সন্ লেখকঃ (মধুমঙ্গল এব) বিচরেৎ ; তথা প্রেয়ান্ (প্রিয়তমঃ) পরমমতিমান্ প্রেক্ষকঃ (পরিদর্শকঃ) উজ্জলঃ (তন্ময়া সখা) চ বিচরেৎ ; যত্ত্বুৎ রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশে—

মুর্তিমানেনব রসরাডুজ্জলশ্চ মহোজ্জলঃ ।

বিলাসি-শেখরো যশ্চ বিলাসেন বশীকৃতঃ ॥ ইত্যাদি ॥ ১৩৮ ॥

মম ছিদ্রম্ (ত্রুটি-বিচ্যুতিং) নিরবধি (নিরন্তরং) অন্নিষ্যদভ্যাম্ আভ্যাং (সূচক-প্রেক্ষকাভ্যাং) তত্ত্ব নৃপশ্চ অগ্রে ব্যাজাৎ (ছিলেন) অপি এতস্মাৎ নিভৃত-বিবৃতৌ জ্ঞাপিতায়াং সত্যং অবশ্যম্ অত্যাচৈঃ তীব্রঃ (অতিকোপনঃ) মদন-নৃপতিঃ মাং ত্বাদৃশীভিঃ (গোপকিশোরীভিঃ)

“হে স্মৃদ্ধি ললিতে ! সেই পরম বস্তু গোপন করিতে যে তুমি আমাকে তদর্ক দান করিবে বলিয়া ভঙ্গীক্রমে প্রার্থনা জানাইতেছ—তাহা কি কখনও হইতে পারে ? কেন না, এখানে লেখক (মধুমঙ্গল) রাজার সূচক (চর) এবং রাজার প্রিয় পরমবুদ্ধিমান প্রেক্ষক (পরিদর্শক) উজ্জল রহিয়াছেন । “এই দুইজন (সূচক ও প্রেক্ষক) নিরন্তর আমার ছিদ্র অন্বেষণ করেন ; যদি ইহারা ছলেও এই নিভৃত বিবরণ তাঁহার

তীব্রোহৃত্যুচ্চৈ মদন-নৃপতি মামিত স্বাদৃশীভিঃ*

সার্কং বদ্ধা নিভৃত-তমসি ক্ষেপশ্চতি দ্রাগ্ গুহান্তঃ ॥ ১৩৯ ॥

ইতি নান্দীমুখী-সাক্ষাচ্ছংসিতে কংসবিদ্বিষা ।

কপটক্রোধবিক্রাঙ্কা রাধা মাধবমব্রবীৎ ॥ ১৪০ ॥

সন্ধর্শ্নোৎ কমল-পটল-প্রোঢ়-রাজীব-বন্ধো

গোপেন্দ্রস্য প্রথিততনয়ঃ শুদ্ধ-রামানুজোহপি ।

সার্কং ‘একত্র’ বদ্ধা ইতঃ (অস্মাং স্থানাং) দ্রাক্ গুহান্তঃ (গিরিগুহাভ্যন্তরে)
নিভৃত-তমসি (ঘোরান্নকারে) ক্ষেপশ্চতি । অত্র নিকুঞ্জ-কন্দরায়াং
মিলনমেব সংস্থ্যতে ॥ ১৩৯ ॥

নান্দীমুখী-সাক্ষাৎ কংসবিদ্বিষা ক্লেষণে ইতি (ইথং) শংসিতে (উক্তে)
কপটেন ক্রোধেন বিদ্ধা রাধা অদ্ধা (অঙ্গসা) মাধবম্ অবব্রবীৎ ॥ ১৪০ ॥

সন্ধর্শ্বেণ উত্তন্ (প্রস্ফুটন্) যঃ কমলানাং পটলঃ (সমূহঃ) তংপক্ষে
প্রোঢ়ঃ (প্রদীপ্তঃ) যঃ রাজীববন্ধুঃ (সূর্য্যঃ) ‘তৎসদৃশশ্চ’ গোপেন্দ্রশ্চ
(নন্দমহারাজশ্চ) প্রথিতঃ (প্রসিদ্ধঃ) তনয়ঃ—শুদ্ধরামশ্চ অনুজঃ তথা
স্বরমপি দুষ্ট-ধ্বংসী অপি যং আশু দুর্ভাষিতং (দুর্ভাক্যং) বদসি—তং

সমীপে বিজ্ঞাপিত করেন, তবে অবশ্যই অতি কঠিন-হৃদয় সেই
মদনরাজ আমাকে তোমাদের মত গোপীগণসহ একত্র বাঁধিয়া
শীঘ্রই গুহামধ্যে নিভৃত অন্ধকারে নিক্ষেপ করিবেন !!”

১৩৮—১৩৯ ॥

এইভাবে নান্দীমুখীর সাক্ষাতেই কংসনাশন বলিলে কপট-
ক্রোধবিক্রাঙ্কা শ্রীরাধা তখনই মাধবকে বলিলেন—“সন্ধর্শ্বে
সহিত পূর্ণভাবে বিকসিত কমলরাজির পক্ষে প্রদীপ্ত
সূর্য্যসদৃশ যে নন্দমহারাজ—তাহার প্রসিদ্ধ পুত্র, পবিত্র
বলরামের অনুজ এবং নিজেও দুষ্টধ্বংসী হইয়াও যে এক্ষণে

* ‘মদবিধং ত্বদ্বিধাভিঃ’

দুষ্টধ্বংসী স্বয়মপি বদস্যাশু দুর্ভাষিতং যৎ

তত্তে সেবাকুল-ফলমিদং দিব্যঘট্টীষু দেব্যাঃ ॥ ১৪১ ॥

অন্যদত্র চ যৎ কিঞ্চিন্ন ক্রতে লজ্জয়া সখী ।

তচ্ছৃণু ত্বমিতি ব্যাজাতুঙ্গবিদ্যা জগাদ তম্ ॥ ১৪২ ॥

আত্ম-গহ্বরমভঙ্গ-ভুজঙ্গ !

ত্বং ব্রজ দ্রুতমিতোহতিচঞ্চল !

আহিতুণ্ডিক-বরাহভিমন্যুকঃ

সার্থকাহ্বয় উপৈতি ন যাবৎ ॥ ১৪৩ ॥

দিব্যঘট্টীষু দেব্যাঃ (ভগ্নতাখ্যায়াঃ) তে (তব) সেবাকুলানাং (সেবা সমূহানাং) এব ইদং ফলম্ ॥ ১৪১ ॥

সখী (রাধা) অত্র বিষয়ে অত্র যৎ কিঞ্চিন্ন লজ্জয়া ন ক্রতে, ত্বং তৎ শৃণু ইতি ব্যাজাৎ (ছলেন) তুঙ্গবিদ্যা তং কৃষ্ণং জগাদ—॥ ১৪২ ॥

হে অভঙ্গ-ভুজঙ্গ ! (নিরন্তরকাম-ক্রীড়াশীল, অদম্যরতিপিপাসু ইতি বা, পক্ষে—দুর্দান্ত-সর্পঃ) হে অতিচঞ্চল ! ত্বং দ্রুতম্ ইতঃ আত্ম-গহ্বরং ব্রজ (গচ্ছ) যাবৎ স্বার্থকঃ আহ্বয়ঃ (নাম) যন্ত তথাবিধঃ আহিতুণ্ডিকানাং (সর্পগ্রাহিণাং) বরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) স এব অভিমন্যুকঃ (শ্রীরাধা-পতিঃ, পক্ষে কোপঃ) ন উপৈতি । যথা আহিতুণ্ডিকস্ত্রাণে সর্পস্ত চাঞ্চল্যং ন জায়তে, তথা রাধাপতে রভিমন্তোঃ সকাশে অতিকামুকস্য তস্য রসচাঞ্চল্যমপি দুরীগচ্ছেদিতি বাহ্যার্থঃ । স্বাভিযোগপক্ষে

এই দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতেছ—ইহা কেবল তোমাকর্তৃক দিব্যঘট্টীর দেবীর সেবা সমূহেরই ফল বলিতে হইবে” ॥১৪০-১৪১॥

তখন তুঙ্গবিদ্যা ছলক্রমে তাঁহাকে বলিলেন—“মৎসখী(রাধা) লজ্জায় অন্য যাহা কিছু বলিতেছেন না, তাহাও তুমি শুন— হে অভঙ্গভুজঙ্গ ! (নিরন্তর কামক্রীড়াপরায়ণ ! পক্ষে দুর্দান্ত সর্প) হে অতিচঞ্চল !! যথার্থ নামধারী আহিতুণ্ডিকবর(সাপুড়িয়া) রূপ অভিমন্যু (আয়ান ঘোষ, ক্রোধ) যে পর্য্যন্ত না আসেন,

যেয়ং ভ্রাম্যতি পদ্মিনী ফলযুগং রক্তাং চতুষ্পঙ্কজীং
বন্ধুকে ভ্রমরৌ বিধুংশ্চ দধতী সার্কত্রয়োবিংশতিম্ ।
শ্যামেন্দোঃ পরপুংস আবকলনাং ফুল্লাভবেৎ সা সদা
স্বীয় স্বামি-রবে বিলোকন ভরান্ স্নানান্ স্ফুটং তাম্যতি ॥১৪৪

তু আত্মগহ্বরং গিরিরাজগহ্বরং গচ্ছ—যাবৎ ন কোহপি আগচ্ছতীতি
ভাবঃ ॥ ১৪৩ ॥

ফলযুগং (তৎস্বরূপং বন্ধোজ-যুগলং) রক্তাং চতুষ্পঙ্কজীং (হস্তপদ্মদ্বয়ং
তথা চরণপদ্মদ্বয়ক্ষেতি) বন্ধুকে (তদ্বদোষ্ঠযুগলং) ভ্রমরৌ (তদ্বৎ কনীনিকে)
তথা সার্কত্রয়োবিংশতিং বিধুন্ (মুখে একঃ, গণ্ডদ্বয়ে দ্বৌ, ললাটে অর্ধঃ
তথা কর-পাদনখরেষু বিংশতিরिति) চ দধতী যা ইয়ং পদ্মিনী (পদ্মলতা,
পক্ষে উভয়া নারী) ভ্রাম্যতি (ইতস্ততো বিচরন্তী দরীদৃশ্যতে)—সা সদা
পরপুংসঃ (উপপতিনায়কশ্চ তথা শ্রেষ্ঠপুরুষশ্চ) শ্যামেন্দোঃ (শ্যামলচন্দ্রমসঃ,
পক্ষে মদবিধুশ্চ শ্যামচন্দ্রশ্চ) আ-অবকলনাং (প্রথমদর্শনক্ষণমারম্ভে)
ফুল্লাভবেৎ (প্রস্ফুটিতা শ্রাৎ) । অত্থা স্বীয়স্বামিরবেঃ (স্বীয়পতিস্বরূপশ্চ,
পক্ষে রবিবৎ প্রচণ্ডতাপদায়কশ্চ স্বীয়পতেরভিমত্যাঃ) বিলোকন-ভরাং
(দর্শনাতিশয়েন) স্নানান্ সতী স্ফুটং যথা শ্রান্তথা তাম্যতি (বিবর্ণীভবতি,
অবসীদতি, অপক্ষীয়তে ইতি বা) । অত্রাতিশয়োক্ত্যা পদ্মিণ্যাঃ অসম্ভব-
সম্ভবকারিত্বে মহাদুত্বং ব্যজ্য স্বপতি-রবিকিরণ-সম্পর্কমসহং যত্নমানায়া
স্তুত্যাঃ পরপুরুষ-চন্দ্র-কিরণসহবাসেন প্রকুল্লত্বং বিজ্ঞাপ্য বিরোধাত্মসেন
পরমরস-চমৎকারিত্বং প্রদর্শিতম্ ॥ ১৪৪ ॥

তাবৎ কালমধ্যে তুমি এস্থান হইতে দ্রুতগমনে নিজগহ্বরে
প্রবেশ কর” ॥১৪২-১৪৩॥

দুইটি ফল (কুচযুগল-), চারিটি রক্তপদ্ম (দুই হস্তপদ্ম
ও দুই চরণ পদ্ম), দুইটি বান্ধুলী ফুল (ওষ্ঠদ্বয়), দুইটি ভ্রমর
(অক্ষি-তারা যুগল) ও সার্ক ত্রয়োবিংশতি (২৩) চন্দ্র (মুখে ১,
গণ্ডদ্বয়ে ২, ললাটে ১ ও নখে ২০) * ধারণ করিয়া এই যে

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।

ইতি হরিমুখপদ্মক্ষেণুলি-সৌরভ্য-সদ্য-
প্রতিবচন-মধুনি প্রীণিতৈতৎসভানি ।

তদতিরচিতবাধাপীয়মাপীয় রাধা—

প্রকটরুচমুদারাং বাচমারাদুবাচ ॥ ১৪৫ ॥

কুমার ! ভজ ধীরতাং ন কুরু দুৰ্মদাচ্চাপলং
পুরী নিকটবর্তিনী দুৰধিপোহত্র কংসো বলী ।

তেন (কৃষ্ণেন, তদ্বাক্যেন বা) অতিশয়েন রচিতা বাধা যন্তাঃ, তথাবিধা অপি ইয়ং রাধা—হরেঃ মুখপদ্মশ্চ যা ক্ষেণুলিঃ (কৌতুকং) সৈব সৌরভ্যং তস্য সদ্যানি (আলয়ানি) যানি প্রতিবচনানি (প্রত্যুত্তরানি) এব মধুনি—তথা প্রীণিতং (সন্তোষিতং) এতৎসভং যৈঃ তানি—ইতি (ইথং)—আপীয় (সম্যক পীত্বা) আরাং (দূরাং) প্রকটা (ব্যক্তা) রুচ (অভিলাষঃ) যত্র তাং (অভিলাষ-ব্যঞ্জিকাং) উদারাং (সরলাং) বাচম্ উবাচ ॥ ১৪৫ ॥

হে কুমার ! ধীরতাং (ধৈর্য্যং) ভজ, দুৰ্মদাং চাপলং ন কুরু, ‘যতঃ’ পুরী (মথুরা) নিকটবর্তিনী, ‘অত্র’ বলী কংসঃ ‘অপি’ দুৰধিপঃ (দুষ্ট রাজা)

পদ্মিনী ভ্রমণ করিতেছেন—ইনি পরপুরুষ (উপপতি, শ্রেষ্ঠ পুরুষ) শ্যামল চন্দ্রের প্রথম দর্শন হইতেই সর্বদা প্রফুল্লা হয়েন ; কিন্তু নিজ স্বামী রবির দর্শনে ঘ্রান হইয়া নিশ্চয়ই শুষ্ক হইয়া যান ॥ ১৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত এই কৌতুকের সৌরভপূর্ণ (আস্বাদনীয়) প্রত্যুত্তররূপী মধু তত্রত্য সর্ব সভ্যকেই আনন্দিত করিল এবং (প্রকাশ্য ভাবে) বজ্র-ভবনে গমনে অতিশয় বাধা পাইলেও শ্রীরাধা ঐ মধু সম্যক পান করিয়া দূর হইতে অভিলাষ-ব্যঞ্জক উদার (সরল) বাক্য বলিতে লাগিলেন-॥ ১৪৫ ॥

“হে কুমার ! ধৈর্য্য ধর, দুৰ্মদ প্রযুক্ত চাঞ্চল্য করিওনা, মথুরাপুরী নিকটেই, তত্রত্য দুষ্ক কংস রাজাও মহাবলী ; অতএব

অতঃ স্তব হিতং ব্রজে ব্রজ-মহেন্দ্র-সম্বন্ধতঃ
সমূহ গহনং ব্রজ প্রকটমত্র গা শচারয় ॥ ১৪৬ ॥

মহামদন-ভূপতে রয়মভিন্নদেহঃ স্বরাট্
নৃশংস-নৃপ-জীবিতাহধিক-বয়স্য-কেশাদিকান্ ।
বিমথ্য দরলীলয়া স্ফুরতি যোহত্র গোষ্ঠান্তরে
স এষ তব কংসতঃ সখি ! বিভেতি কিং মে সখা ? ॥ ১৪৭ ॥

এব । অতঃ ব্রজমহেন্দ্রস্য সম্বন্ধতঃ তব হিতং ব্রজে ; সমূহ (মদ্বাক্যঃ
বুদ্ধা) গহনং (অরণ্যং) ব্রজ ; অত্র (অরণ্যে) প্রকটং (প্রকাশ্যভাবে)
গাঃ চারয় । অত্রাপি স্বাভিযোগঃ—কুমারঃ কুংসিতো মারঃ কন্দর্পঃ,
রসচাঞ্চল্য-বিস্তারস্য স্থানাস্থানবিচারাভাবাৎ—অতো গহনমরণ্যং ব্রজ,
তত্রৈব তব রসচাঞ্চল্যং যুক্তিযুক্তং, তথা ইন্দ্রিয়ানামপি সূচাকু তর্পণাদিকং
তত্রৈব ভাবীতি জ্ঞোতিতম্ ॥ ১৪৬ ॥

হে সখি ! অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ মহামদন-ভূপতেঃ অভিন্নদেহঃ তথা স্বরাট্
(রাজ-চক্রবর্তী) - চ, নৃশংসঃ যো নৃপঃ (কংসঃ) তস্য জীবিতোভ্যঃ
(প্রাণেভ্যঃ) অপি অধিকাঃ (প্রিয়তমাঃ) বয়স্যঃ যে কেশাদয়ঃ তান্
দরলীলয়া (অল্লচেষ্টয়া) বিমথ্য (বিনাশ্য) যঃ অত্র গোষ্ঠান্তরে স্ফুরতি
(বিরাজতেতমাম্) স এষ মম সখা তব কংসতঃ বিভেতি কিম্ ? অপি
তু নৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৪৭ ॥

ব্রজরাজের সম্বন্ধেই তোমাকে হিতকথা বলিতেছি ; এই কথা
বুঝিয়া কাননে গমন পূর্বক প্রকাশ্যভাবে গোচারণ কর ॥” ১৪৬ ॥

“হে সখি ! মহামদন রাজার সহিত ইহার অভিন্ন-দেহ ;
ইনি রাজচক্রবর্তী ; সেই নৃশংস (কংস) রাজার জীবনাধিক
বয়স্য কেশী প্রভৃতিকে যিনি গোষ্ঠমধ্যে অবলীলাক্রমে নিধন
করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন—সেই এই আমার সখা কি তোমার
কংসকে ভয় করেন ? ১৪৭ ॥

অথৈষ পৃথু-মন্মথো য ইহ তস্য সামন্তকঃ
 স এব লঘু-মন্মথঃ পরমমুখ্য কংসো বশঃ ।*
 অতোহস্য লিপিমক্ষিতাং সপদি তত্র নীত্বা দদন্
 নৃপাং কটকমানয়ন্ পতি-কুলানি বধামি বঃ ॥ ১৪৮ ॥
 ইতীহ মধুমঙ্গলোল্লসিত-বক্ত্র-কঞ্জ-স্থল-
 দ্বচঃ-প্রসর-সৌষ্ঠবোচ্ছলিত-শীধু-ধারামিমাম্ !
 নিপীয রভসোন্মদা যুত্ব দধার হাসধ্বনিং
 সদঃসরসি স্তন্দরী-রসিক-সভ্য-ভৃঙ্গ্যাবলী ॥ ১৪৯ ॥

অথ এষ (কৃষ্ণঃ) পৃথুমন্মথঃ (মহামদনঃ) ইহ বঃ তস্য সামন্তকঃ
 (অধীন নৃপতিঃ) স এব লঘুমন্মথঃ (চতুর্ব্যাহান্তর্গত প্রহ্মাশ্বাখাঃ
 শাখাস্থানীয়ঃ কাম ইত্যর্থঃ, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতটীকোক্তত্বাৎ) কংসঃ অমুখ্য
 (প্রোক্তকামস্য) পরং (অধিকং) যথা স্যাত্তথা বশঃ (বাধ্যঃ), অতঃ অস্য
 (মহামদনস্য কৃষ্ণস্য) অক্ষিতাং (নামচিহ্নিতাং) লিপিং নীত্বা তত্র
 (কংস-সবিধে) দদৎ ‘অহং’ নৃপাং ‘কংসাং’ কটকং (সেনাং) আনয়ন্
 বঃ (যুগ্মাকং) পতিকুলানি বধামি ॥ ১৪৮ ॥

ইতি ইহ মধুমঙ্গলশ্চ উল্লসিত-বক্ত্রকঞ্জাৎ (আনন্দপূর্ণ মুখপদ্মাৎ)
 স্থলন্ যো বচঃ প্রসরঃ (বাক্সমূহঃ) তস্য সৌষ্ঠবমেব উচ্ছলিতং শীধু
 (অমৃতং) তস্য ইমাং ধারাং নিপীয রভসেন (আনন্দাধিক্যেন) উন্মদা

“দেখ ! আমার সখা এই কৃষ্ণই মহামন্মথ, আর তাঁহার
 সামন্তক হইতেছেন—লঘু মন্মথ ; কংস কিন্তু এই লঘু মন্মথেরই
 বশবর্তী । অতএব আমার সখার নামাক্ষিত পত্র লইয়া গিয়া
 শীঘ্রই কংস রাজাকে দিয়া তাহা হইতে সেনা আনয়ন পূর্বক
 তোমাদের পতি সমূহকে বন্ধন করিব ॥” ১৪৮ ॥

এই প্রকারে মধুমঙ্গলের উল্লসিত মুখ-পদ্ম হইতে স্থলিত
 বাক্য রাশির সৌষ্ঠব রূপ উচ্ছলিত এই মধু-ধারা পান করিয়া

* স এব লঘুমন্মথোৎপলম্...

এতদুত্তমধিগতা মৃষা রুচাহয়ং
 বাচং রুচাহতিরুচিরামিতি তামুবাচ ।
 দানং ন চেদদতি মে তদিমা ময়েব
 সার্কিং চলন্তিহ মহামদনেন্দ্র-পার্শ্বম্ ॥ ১৫০ ॥
 কো বা মহামনসিজঃ সখি ! নৈব জানে
 কুত্রাপি ন শ্রুতচরো জগতীতলেহসৌ ।
 মিথ্যেষ যন্মহিম-নামবলানি তস্য ।
 সংকীর্তয়েত্তদিহ বঃ পরিহাস-ভঙ্গ্যে ॥ ১৫১ ॥

(উন্মত্তা) সতী স্তন্দর্যা এব রসিকাঃ সভ্যাশ্চ ভৃঙ্গ্যঃ তাসামাবলী (সমূহঃ)
 সদঃ (সভা) এব সরঃ (সরোবরঃ) তস্মিন্ মৃদু হাসধ্বনিং দধার ॥ ১৪৯ ॥
 এতৎ তস্ত (মধুমঙ্গলস্ত) উক্তং ‘বাক্যং’ অধিগতা (বুদ্ধা) অয়ং
 শ্রীকৃষ্ণঃ মৃষা রুচা (কপটক্ৰোধেন) রুচা (অভিলাষণ) অতি রুচিরাং
 (অতিসুন্দরাং) বাচং [যদ্বা—রুচা কান্ত্যা অতিরুচিরাং অতিশোভনাং
 রাধাম্] উবাচ—চেৎ (যদি) ইমাঃ ‘গোপ্যঃ’ মে দানং ন দদতি, তৎ (তদা)
 ময়া এব সার্কিম্ ইহ (গিরিরাজস্থ) মহামদনস্ত পার্শ্বং চলন্ত ॥ ১৫০ ॥
 হে সখি ! মহামনসিজঃ (মহামদনঃ) কঃ বা ইতি নৈব জানে—
 অসৌ জগতীতলে কুত্রাপি ন শ্রুতচরঃ—যৎ এষঃ কৃষ্ণঃ মিথ্যা তস্ত
 (মহামদনস্ত) মহিমা চ নাম চ বলং চ—তানি সংকীর্তয়েৎ—তৎ ইহ বঃ
 (যুগ্মাকং) পরিহাসভঙ্গ্যে ‘এব’, নাশ্রুত্বেন বিচার্যতামিতি ভাবঃ ॥ ১৫১ ॥

সেই সভা-সরোবরে স্তন্দর রসিক-সভ্য-ভৃঙ্গীসমূহ আনন্দোন্মত্ত
 হইয়া মৃদু মধুর হাসধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৯ ॥

মধুমঙ্গলের এই বাক্যের মর্ম্ম অবগত হইয়া শ্রীশ্যামসুন্দর
 তখন কপট রোষ করিয়া অতিশয় কান্দিবিস্তারিণী শ্রীরাধাকে
 বলিলেন—“ইহারা যদি দান না-ই দেন, তবে সকলেই এক্ষণে
 আমারই সহিত মহামদন রাজার নিকটে চলুন ॥” ১৫০ ॥

“হে সখি ! মহামদন যে কে, তাহা ত জানি না, এই
 পৃথিবীতে তাহার বার্তাও ত শ্রুতি-পথে আসে নাই। ইনি

ইত্যাচ্চ-চম্পকলতালপিতং তদানী-
 মাকর্ণ্য গোকুলবিধু বিধু-বক্তৃ-বিশ্বাম্ ।
 রাধাং নিরীক্ষ্য দর ভাষিতবান্ সভায়াং
 সোল্লুষ্ঠমিন্দুবদনে ! মদনোহ দ্বিতীয়ঃ ॥ ১৫২ ॥
 অত্রৈব হৃদ্য-গিরি-বর্ষ্য-বিস্মৃষ্টপটু-
 রাষ্ট্রে বিরাজতি মহামদনঃ সদৈব ।
 তৎসেবিকাভিরপি যদ্ ভবতীভিরেব
 মাভাষ্যতে তদিহ বো মদ এব হেতুঃ ॥ ১৫৩ ॥

হে ইন্দুবদনে কুন্দলতে ! তদানীং অদ্বিতীয়ঃ মদনঃ গোকুল-বিধুঃ
 চম্পকলতায়্যাঃ ইত্যাচ্চং (এবম্প্রকারকম্) লপিতং (বাক্যং) আকর্ণ্য
 বিধুবক্তৃবিশ্বাম্ (চন্দ্রাননাং) রাধাং দর (ঈষৎ) নিরীক্ষ্য সভায়াং সোল্লুষ্ঠং
 (স্তুতিপূর্বকদুর্বাদং) ভাষিতবান্—॥ ১৫২ ॥

অত্র এব হৃদ্যঃ (রমণীয়ঃ) যো গিরিবর্ষ্যঃ তেন তস্মিন্ বা বিস্মৃষ্টং
 (বিনিশ্চিতং) যৎ পটুরাষ্ট্রং তস্মিন্ এব সদা (এব) মহামদনঃ বিরাজতি
 (এব), তস্মৈ সেবিকাভিঃ অপি ভবতীভিঃ যৎ এবম্ আভাষ্যতে (সংকথ্যতে)
 তৎ ইহ বঃ (যুগ্মাকং) মদঃ এব হেতুঃ (কারণং) ॥ ১৫৩ ॥

যে তাহার নাম, মহিমা ও বলের সংকীর্তন করিতেছেন, তাহা
 (সর্ববথা) মিথ্যা এবং তোমাদের পরিহাসও কোতুকের জন্মই
 বটে ॥” ১৫১ ॥

“হে ইন্দুবদনে ! তখন চম্পকলতার এইপ্রকার সুমধুর
 আলাপ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রবদনা শ্রীরাধাকে একবার দর্শন
 করিয়া সেই সভাতে অদ্বিতীয়-মদন গোকুল-চন্দ্রমা সোল্লুষ্ঠ
 (স্তুতি পূর্বক দুর্বাদ) বচন বিদ্যাস করিলেন—॥” ১৫২ ॥

“এস্থানেই রমণীয় গিরিরাজের অত্যাশ্রম পটুরাজ্যেই
 সর্বদাই মহামদন বিরাজ করিতেছেন—তাঁহার সেবিকা হইয়াও
 যে তোমরা এইরূপ বলিতেছ, তাহার একমাত্র কারণ
 তোমাদের মদই (অভিমানই) বলিতে হইবে ॥” ১৫৩ ॥

সংলভ্য সত্র-সদনে গমনেহ্য বাধাং
 রাধা মুখা স্ফুরিত-রোষ-রসাভিষিক্তা ।
 তির্য্যক্ স্ফুরন্নয়ন-নর্তন-তীব্রবাণৈ
 রাবিধ্য কৃষ্ণমধুনা মধুবাণ্ডবাচ ॥ ১৫৪ ॥

হে বীর ! বল্লব-বধু-বদনারবিন্দ-
 মাধবীক-পানভরতঃ পরমাতিশুদ্ধ !
 ভাগ্যাত্ত্বয়া সহ যয়া চলিতং বরাক্ষ্যা
 বাঢ়ং ররক্ষ গৃহ-ধর্ম্ম-কুলানি সৈব ॥ ১৫৫ ॥

অত্র সত্রসদনে (যজ্ঞ-ভবনে) গমনে বাধাং সংলভ্য মুখা (বৃথা, কপটেন বা) স্ফুরিতঃ যো রোষ-রসঃ তেন অভিষিক্তা রাধা তির্য্যক্ (বক্রং) স্ফুরতী যে নয়নে তয়ো নর্তনমেব যে তীব্রবাণাঃ তৈঃ অধুনা কৃষ্ণম্ আবিধ্য মধুবাক্ (মধুরা-বাগ্ যস্তাঃ সা) রাধা উবাচ ॥ ১৫৪ ॥

হে বীর ! বল্লববধুনাং (গোপসুন্দরীণাং) বদনারবিন্দানাং মাধবীকস্য (মধুনঃ) পানভরতঃ পরমাতিশুদ্ধ ! ত্বয়া সহ যয়া বরাক্ষ্যা (সুন্দর্যা) চলিতং (নির্জনে ইতি শেষঃ) সা এব গৃহধর্ম্ম-কুলানি বাঢ়ং (অতিশয়ং) ররক্ষ । অত্র বিপরীতলক্ষণয়া সোল্লুষ্ঠবচনমিদং, তেন চ তস্যাঃ ইহ-পরকাল-ধর্ম্মজাতানি সর্বাণ্যেবাস্তুমিতানীতি মহাত্ত্বাগ্যং তস্যাঃ সূচিতম্ ॥ ১৫৫ ॥

তখন যজ্ঞ-মণ্ডপে গমনের বাধা পাইয়া শ্রীরাধা কপট ক্রোধ রসে অভিষিক্তবৎ প্রতিভাত হইলেন এবং বক্র নয়ন-নর্তন রূপ তীব্র (কটাক্ষ) বাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া মধুর বাক্য বিস্তার করিলেন— ॥ ১৫৪ ॥

“হে বীর ! গোপ-বধুদিগের বদনপদ্ম-মধু-পানভরে অতি পরম শুদ্ধ শ্যাম ! ভাগ্যবশতঃ তোমার সহিত যেই বরাক্ষী (সুন্দর-নয়না) নারী আসিয়াছেন, তিনিই গৃহধর্ম্মকুলাদি সকলই যথেষ্ট রক্ষা করিয়াছেন !!” ১৫৫ ॥

দৃষ্ট্বা তয়োঃ কলিমনল্লরসাতিবদ্ধ-

মাচার্য্যয়ো বিবিধ-নৰ্ম্ম-কলা-কলাপে ।

শান্তীচ্ছয়া বিনয়-বাক্যকুলে স্ততোহসৌ*

নান্দীমুখী সমভিনন্দ্য হরিং জগাদ ॥১৫৬॥

দানীন্দ্র ! মাঙ্গলিক-যজ্ঞ-নিমিত্তমেতাঃ

শুদ্ধা নয়ন্তি শিরসা নবগব্যকুস্তান্ ।

ধৰ্ম্মং নিরীক্ষ্য কুলচন্দ্র ! বিমুক্ত তস্মাৎ

কামং যথা ভবতি তে যশসি প্রচারঃ ॥১৫৭ ॥

ততঃ বিবিধা যা নৰ্ম্মকলা (পরিহাসবিদ্যা) তস্যাঃ কলাপে (সমূহে)
আচার্য্যয়োঃ তয়োঃ কিশোরয়োঃ অনল্লরসেন অতিবদ্ধং কলিং (কলহং)
দৃষ্ট্বা অসৌ নান্দীমুখী শান্তীচ্ছয়া বিনয়-বাক্যকুলেঃ হরিং সমভিনন্দ্য
জগাদ—॥ ১৫৬ ॥

হে দানীন্দ্র ! শুদ্ধা এতাঃ মাঙ্গলিক-যজ্ঞ-নিমিত্তং শিরসা নব-গব্য
কুস্তান্ নয়ন্তি, তস্মাৎ হে কুলচন্দ্র ! ধৰ্ম্মং নিরীক্ষ্য এতাঃ বিমুক্ত, যথা তে
যশসি কামং (বাঢ়ং) প্রচারঃ ভবতি ॥ ১৫৭ ॥

বিবিধ নৰ্ম্ম কলা সমূহের আচার্য্য সেই রসিক যুগলের
মহারসাতিবদ্ধ কলহ দর্শন করিয়া তখন সেই নান্দীমুখী শান্তি
কামনায় বিনয়-বাক্যজাল বিন্যাস করতঃ শ্রীহরিকে অভিনন্দন
জ্ঞাপন পূর্বক বলিলেন—॥ ১৫৬ ॥

“হে দানীন্দ্র ! মঙ্গলময় যজ্ঞের উদ্দেশ্যে এই গোপীগণ
শুদ্ধভাবে নব গব্য কুস্ত-সমূহ মস্তকে বহন করিয়া চলিয়াছেন ।
অতএব হে কুলচন্দ্র ! ধৰ্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া
ইহাদিগকে ত্যাগ করুন—যাহাতে আপনার যশের সমধিক
প্রচার হয় ॥” ১৫৭ ॥

* শান্ত্যচ্ছলদ্বিনয় বাক্যকুলে স্ততস্তৌ ।

গিরীন্দ্র-পুরতঃ স্ফুরন্নব সরোবরশ্চোন্নত-

প্রসন্নতর-বারিণঃ কুসুম-সঙ্ঘ-সদৃগন্ধিনঃ ।

ধ্বনাঢ্যখগ-সঙ্গিনঃ পরিত এব সদ্ভূরুহৈঃ

সমৃদ্ধমধিকং বনং জয়তি যত্র খেলাস্পদে ॥১৫৮॥

কচিৎ কচন সুন্দরং রণতি মত্ত-ভৃঙ্গাবলী

মধুপ্রসর-মন্দিরে সুরভিপুষ্পবৃন্দোদরে ।

কচিৎ কচন কোকিলাঃ কলরুতানি সংতন্বতে

রসালবন-মঞ্জরীবর মরন্দ-পানোন্মদাঃ । ১৫৯॥

গিরীন্দ্রেতি ত্রিভিরন্বয়ঃ । অত্রোদ্দীপন-বিভাবঃ খলু বর্ণ্যতে । গিরীন্দ্রস্য পুরতঃ, উন্নতং প্রসন্নতরং চ বারি যস্য তস্য—কুসুমানাং সঙ্ঘেন (রাশিনা) সন্ (বিগ্ধমানঃ) গন্ধঃ যস্য তস্য—তথা ধ্বনাঢ্যঃ (কলকলায়মানৈঃ) খগৈঃ (পক্ষিভিঃ) সঙ্ঘঃ যস্য তস্য—স্ফুরন্ নবশ্চ যঃ সরোবরঃ (মানসগঙ্গা) তস্য পরিতঃ এব সদ্ভূরুহৈঃ (সুন্দর-বৃক্ষৈঃ) অধিকং সমৃদ্ধং (সুশোভিতং) বনং জয়তি । যত্র খেলাস্পদে কচন মধুপ্রসর-মন্দিরে (মধুবর্ষনিকুঞ্জে) তথা সুরভিপুষ্পবৃন্দানাং উদরে (গর্ভে) কচিৎ (সময়ে) মত্তভৃঙ্গাবলী সুন্দরং ৰণতি গায়তি), কচিৎ কচন (স্থানে) রসালবনানাং (আশ্রবনানাং)

“গিরিরাজের সম্মুখে বিরাজিত, অতুলকৃষ্ণ-স্বচ্ছ-সুন্দরতর জলপূর্ণ, বিবিধ পুষ্পরাজির গন্ধে সুবাসিত ও পক্ষিনিচয়ের কাকলি-ধ্বনি-বিশিষ্ট নব সরোবরের (মানস গঙ্গার) চতুর্দিকেই সুন্দর বৃক্ষরাজি সুশোভিত একটি বন অতিশয় শোভা বিস্তার করিয়া বিরাজমান আছে—সেই ক্রীড়াভূমিতে কোনও সময়ে মধুবর্ষণশীল নিকুঞ্জে সুগন্ধ পুষ্প সমূহের গর্ভে (মধ্যদেশে) মত্ত ভ্রমর সমূহ সুন্দর গান করে, কখনও বা আশ্রবন সমূহে উত্তম উত্তম (আশ্র) মুকুলের মধু পানে উন্মত্ত হইয়া কোকিল-কুল অব্যক্ত মধুর ধ্বনি দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া থাকে ; আবার কোনও স্থলে বা কোনও সময়ে কোনও কোনও ময়ূর

কচিৎ কচন কেকিনঃ পৃথু নটন্তি কেচিন্দাৎ

কচিৎ কচন কেচন প্রতিনদন্তি চামোদিনঃ ।

কচিৎ কচন মাধুরীভর-রসালহৃদোজ্জ্বলৎ

ফলপ্রকর-ভক্ষণে পটু রটন্তি শারী-শুকাঃ ॥ ১৬০ ॥

শ্বস্তাবদেতৎ সরসো নিকুঞ্জম্

এতাঃ সমেষ্যন্তি মহানপি ত্বম্ ।

তত্রৈব যুক্তং তব দানমেতৎ

সম্পাদয়িষ্যাম্যথ লগ্নিকাহম্ ॥ ১৬১ ॥

যে মঞ্জরীবরাঃ তেষাং মরন্দস্য (মধুনঃ) পানেন উন্মদাঃ কোকিলাঃ
কলরুতানি (অব্যক্তমধুরনিবাদান্) সংতন্বতে (বিস্তারয়ন্তি)—কচিৎ
কচন কেকিৎ কেকিনঃ (ময়ূরাঃ) মদাৎ পৃথু (বিপুলং) নটন্তি, কেচন চ
আমোদিনঃ সন্তঃ প্রতিনদন্তি (প্রতিধ্বনিং কুর্বন্তি) ; কেচন শারীশুকা
বা মাধুরীভরাঃ রসালাঃ হৃদাঃ উজ্জ্বলন্তঃ চ যে ফল-প্রকরাঃ তেষাং ভক্ষণে
পটু (বিশালং) রটন্তি (শব্দায়মানাঃ সন্তি) ॥ ১৫৮--১৬০ ॥

শ্বঃ তাবৎ এতস্য সরসঃ নিকুঞ্জম্ এতাঃ সমেষ্যন্তি—মহান্ ত্বম্ অপি
(সমেষ্যসি) তত্র এব তব এতৎ যুক্তং দানং সম্পাদয়িষ্যামি—অথ অহং
লগ্নিকা (প্রতিভূঃ) ভবিষ্যামীতি শেষঃ ॥ ১৬১ ॥

মদভরে সাতিশয় নৃত্য করে, কোথাও কোথাও বা কোনও
কোনও সময়ে আবার কতকগুলি ময়ূর আমোদিত হইয়া
তাহার প্রতিধ্বনি করে, আবার অগ্ন কোথাও বা কখনও
কখনও শারী শুক সমূহ মধুর-রসাল-কমনীয়-উজ্জ্বল ফল সমূহ
ভক্ষণ করিতে করিতে যথেষ্ট কলধ্বনি করিয়া
থাকে ॥ ১৫৮-১৬০ ॥

“আগামীকল্য সেই মানস গঙ্গার তটবর্তী নিকুঞ্জে ইহারা
আসিবেন, আর মহাশয় ! আপনি ও যেন আগমন করেন ।
সে স্থলেই আপনার উপযুক্ত দান আমি আদায় করিয়া দিব্য
এইজন্ম আমিই প্রতিভূ (জামিন) রহিলাম ॥ ১৬১ ॥

যতোহত্র নির্বর্ত্যমিদং হি দানং

গিরৌ স্থিতস্তাস্মৈ সরোবরস্তা ।

তদান-নির্বর্তনমিত্যভিখ্যা

ভবিষ্যতীত্যেব হি সা জগাদ ॥ ১৬২ ॥

অনেন তস্মা বচনেন তেন

বিহস্য মুক্তাঃ স্থিতচারুবক্তাঃ ।

তং বীক্ষমানা নয়নাঞ্চলৈ স্তা-

শ্চেলু মুদা যজ্ঞগৃহায় পূর্ণাঃ ॥ ১৬৩ ॥

যতঃ অত্র ইদং দানং হি নির্বর্ত্যং (সমাপনীয়ং) তং (ততঃ) গিরৌ স্থিতস্য অস্য সরোবরস্য ‘দান-নির্বর্তনং’ ইতি অভিখ্যা (নাম) ভবিষ্যতি —ইতি এব হি সা জগাদ ॥ ১৬২ ॥

তস্যাঃ অনেন বচনেন তেন (ক্লেষেন) বিহস্য স্থিত-চারুবক্তাঃ তাঃ পূর্ণাঃ (পূরিতাভিলাষাঃ) কৃত্বা মুক্তাঃ সত্যঃ নয়নাঞ্চলৈঃ (কটাক্ষৈঃ) তং বীক্ষমানাঃ মুদা (আনন্দেন) যজ্ঞগৃহায় চেলুঃ । অত্র ‘পূর্ণাঃ’ ইত্যনেন পূর্ণমনোরথা ইত্যর্থো আয়াতে শ্রীদানকেলিকৌমুদ্যুক্তাদিশা শ্রীরাধা-মাধবয়ো স্তত্রৈব রহঃ কেলিকুঞ্জে ললিতাদিভিঃ প্রবেশঃ কারিতঃ—নিভৃত-বিলাস-সমাপনান্তে চ বহিরাগতো যুগলকিশোরৌ—তদনন্তরঞ্চ তা মুক্তা ইতি জ্ঞেয়ং, সৰ্ব্বং সমঞ্জসঞ্চতি দিক্ ॥ উক্তঞ্চ—শ্রীদাস গোস্বামিভির্দাননির্বর্তনকুণ্ডাষ্টকে —

নিজনিজনবকুঞ্জে গুঞ্জিরোলম্ব-পুঞ্জে

প্রণয়িনবসখীভিঃ সংপ্রবেশ্য প্রিয়ৌ তৌ” । ইত্যাदिना ॥ ১৬৩ ॥

“যেহেতু এই গিরিরাজের নিকটবর্তী শ্রেষ্ঠ সরোবরের তটে এই দান নিবৃত্ত হইবে, অতএব ঐ স্থানের নাম ও ‘দান-নির্বর্তন’ই হইবেন ।” এইকথা বলিয়াই নান্দীমুখী নীরব হইলেন ॥ ১৬২ ॥

তাঁহার এই বাক্যে শ্যামসুন্দর হাস্য সহকারে তাঁহাদিগকে পূর্ণমনোরথ করিয়া মুক্ত করিলেন এবং সেই মৃদুমধুর হাস্য

কৃষ্ণাঙ্কি-মত্ত-মধুপে নিজ-দৃষ্টি-ভৃঙ্গীং
 ভঙ্গ্যা পরিস্ফুরদনঙ্গ-তরঙ্গিতাঙ্গী ।
 গ্রীবার্দ্ধ-ভঙ্গ-রুচিরং দর যোজয়ন্তী
 স্মিত্তালিবর্গ-বলিতা চলিতাহথ রাধা ॥ ১৬৪ ॥

তদৈব তাসাং মুখ-পঙ্কজানাং
 স্মিত স্ফুরন্মঞ্জু-মরন্দ-বিন্দুন্
 নেত্রান্ত-বক্ত্রেন পিবন্তিতান্তং
 মুকুন্দ-ভঙ্গে মৃদমাপ সোহপি ॥ ১৬৫ ॥

অর্থ (অনন্তরং) আলিবর্গবলিতা (সখীগণবেষ্টিতা) পরিস্ফুরন্ যঃ
 অনঙ্গঃ (কামঃ) তেন তরঙ্গিতং (তরঙ্গবদান্দোলায়মানং) অঙ্গং যস্তাঃ সা
 রাধা কৃষ্ণাঙ্কি এব মত্তঃ মধুপঃ তস্মিন্ নিজদৃষ্টিরেব ভৃঙ্গী তাং ভঙ্গ্যা
 যোজয়ন্তী তথা গ্রীবার্দ্ধাঃ অর্দ্ধভঙ্গঃ তেন রুচিরং যথা স্যাত্তথা দর (ঈষৎ)
 যোজয়ন্তী চ স্মিত্তা চলিতা ॥ ১৬৪ ॥

তদা এব তাসাং মুখপঙ্কজানাং স্মিতেন স্ফুরৎ মঞ্জু (মনোজ্ঞঃ) চ যৎ
 মরন্দং (মধু) তস্তা বিন্দুন্ নেত্রান্তঃ এব বক্ত্রং (মুখং) তেন নিতান্তং

শোভিত বদন-বিশিষ্টা গোপীগণ ও নয়ন-কোণে তাঁহাকে
 নিরীক্ষণ করিতে করিতে আনন্দের সহিত যজ্ঞ-গৃহাভিমুখে গমন
 করিলেন ॥ ১৬৩ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুরূপ মত্ত মধুকরে ভঙ্গীক্রমে
 নিজদৃষ্টি ভৃঙ্গী স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার সর্ববাস্ত্বে
 অনঙ্গের তরঙ্গ প্রকাশ পাইতে লাগিল—তখন তিনি গ্রীবা
 দেশ কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া কিয়ৎ ক্ষণের জন্য অতি মনোরম
 মূর্তি প্রকাশিত করিয়া হাসিতে হাসিতে সখীগণবেষ্টিতা
 হইয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ১৬৪ ॥

তখনই তাঁহাদের মুখ-পদ্ম সমূহের মৃদু হাস্য যুক্ত
 মনোজ্ঞ মধু বিন্দুরাশি নেত্রান্ত (কটাক্ষ) রূপ মুখদ্বারা পুনঃ

ততো বয়স্যৈঃ সহ নাগরোহসৌ
গোবর্দ্ধনাদ্রেঃ শিরসোহবতংসঃ ।

গা শ্চারয়ন্ দান-কথামৃতং তৎ
কুর্ক্বন্ মিথো মোদমবাপ কৃষ্ণঃ ॥ ১৬৬ ॥

কান্ত্যা দিশো দশ মুহু গুরু গৌরয়ন্তী
ভ্রাজদ্গন্ত-নটনৈ রতিনীলয়ন্তী ।
সাপি স্মিতাঙ্ক-কলয়া পরিশুক্লয়ন্তী
বার্তামৃতে মধুরয়ন্ত্যুরুসত্রমাপ ॥ ১৬৭ ॥

(নিরতিশয়ঃ) পিবন্ স মুকুন্দ এব ভৃঙ্গঃ অপি মুদং (আনন্দং) আপ—
(প্রাপ্তবান্) ॥ ১৬৫ ॥

ততো বয়স্যৈঃ সহ গোবর্দ্ধনাদ্রেঃ শিরসঃ অবতংসঃ (ভূষণঃ) অসৌ
নাগরঃ কৃষ্ণঃ গাঃ চারয়ন্ মিথঃ তৎ দানকথামৃতং কুর্ক্বন্ মোদম্ (আনন্দং)
অবাপ ॥ ১৬৬ ॥

স রাধা অপি কান্ত্যা দশদিশঃ মুহুঃ গুরু (বিপুলঃ) গৌরয়ন্তী (গৌরবর্ণাঃ
কারয়ন্তী)—ভ্রাজৎ বৎ দ্গন্তঃ (নয়নপ্রাস্তভাগঃ) তন্ত্র নটনৈঃ তাঃ দিশঃ
অতিনীলয়ন্তী—স্মিতাঙ্কস্য কলয়া দিশঃ পরিশুক্লয়ন্তী (শুভ্রাঃ
কারয়ন্তী) তথা বার্তামৃতেঃ দৃশঃ মধুরয়ন্তী উরুসত্রং (মহাযজ্ঞশালাং)
আপ ॥ ১৬৭ ॥

পুনঃ নিরতিশয় পান করিয়া করিয়া সেই মুকুন্দ-ভ্রমর ও
আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬৫ ॥

তদনন্তর ঐ নাগর কৃষ্ণ ও বয়স্যগণ সহ গোবর্দ্ধন
পর্বতের শিরোদেশে বিরাজিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে
ঐ দানকথামৃত পরস্পর আলোচনা করিয়া করিয়া আনন্দ
করিয়াছিলেন; আবার শ্রীরাধাও নিজ কান্তিদ্বারা মুহুমুহু দশদিক
অতিশয় গৌরবর্ণ করিয়া করিয়া—বিদ্যোতমান কটাক্ষনর্তনে
(দিঙ্ মণ্ডল) অতিশয় নীলবর্ণ করিয়া করিয়া—এবং ঈষৎ

প্রণম্য গব্যং বিনয়েন দিব্যং

প্রদায় তেভ্যো বরভূষণানি ।

সংলভ্য রম্যাণি পুনঃ স্বকুণ্ড-

মাসাচ্চ তা স্তুং কথয়া বিজহুঃ ॥ ১৬৮ ॥

রেজু স্তাঃ প্রেম-সৌভাগ্য-সৌন্দর্যাদি-গুণশ্রিয়া ।

সারৈ মুনিবরা ল্লকৈ ভূষণৈশ্চ বিভূষিতাঃ ॥ ১৬৯ ॥

রাধা মহাপ্রেম-রসাভিষিক্তা

স্মর-ক্রিয়া-শাস্ত্র-বিশারদা সা ।

তেভ্যঃ (মুনিভ্যঃ) প্রণম্য বিনয়েন দিব্যং গব্যং প্রদায় তথা রম্যাণি বরভূষণানি সংলভ্য পুনঃ স্বকুণ্ডং (শ্রীরাধাকুণ্ডং) আসাচ্চ (প্রাপ্য) তং কথয়া (দানবার্ত্তয়া) বিজহুঃ ॥ ১৬৮ ॥

প্রেম চ সৌভাগ্যঞ্চ সৌন্দর্যাদি চ গুণঞ্চ — তেষাং শ্রিয়া (সম্পত্ত্যা) তথা মুনিবরাং ল্লকৈঃ সারৈঃ (অত্যাৎকৃষ্টৈঃ) ভূষণৈঃ চ বিভূষিতাঃ তাঃ গোপ্যঃ রেজুঃ (বিরাজিতা অভবন্) ॥ ১৬৯ ॥

মহাপ্রেমরসেন অভিষিক্তা তথা স্মরক্রিয়া-শাস্ত্রেষু বিশারদা (সুনিপুণা)

মৃদু মধুর হাস্যকলায় ইতস্ততঃ শুভ্রবর্ণ ধারণ করাইয়া করাইয়া ও ঐ বার্ত্তামৃতদ্বারা দিগ্‌বলয়ের সাতিশয় মধুরতা বিধান করিয়া করিয়া, যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬৬-১৬৭ ॥

মুনিদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিনয়ের সহিত তাঁহারা ঐ দিব্য গব্য তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে মনোরম শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ভূষণাদি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় শ্রীকুণ্ডতীরে আসিয়া সেই দান-কথাতেই আনন্দ করিতে লাগিলেন; প্রেম-সৌভাগ্য-সৌন্দর্যাদি-গুণ সম্পত্তিতে এবং মুনিবর (ভাগুরি) হইতে প্রাপ্ত অত্যাৎকৃষ্ট ভূষণাদিতে বিভূষিত হইয়া তাঁহারা বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬৮-১৬৯ ॥

তখন মহাপ্রেমরসে অভিষিক্তা, কামকলা বিদ্যায় বিশারদা

সুবিহ্বলা সাত্ত্বিক-মুখ্যভাবৈঃ

প্রিয়ং জগৌ প্রাণসখীরতোচ্চৈঃ ॥ ১৭০ ॥

ত্রৈলোক্যবর্ত্তি-নব-দম্পতি-মূৰ্দ্ধ-রত্নং

দগ্ধ-স্মরাঙ্গ-ঘটনোন্নত-সিদ্ধ-তত্ত্বম্ ।

লীলাবিলাস-নবসর্জন-বেধসং তদ্

যুগ্মং ন বর্ণয়িতুমজ্ঞভবোহপি শক্তঃ ॥ ১৭১ ॥

ইতি বিলসিত-বার্ত্তাং কুন্দবল্লী-রসাত্তাং

রহসি পরিনিশম্যানন্দ-সিন্ধৌ নিমগ্না ।

সাত্ত্বিকমুখ্যভাবৈঃ (কম্পাশ্রুশ্বেদাদিভিঃ) সুবিহ্বলা তথা প্রাণসখীভিঃ
(ললিতাবিশাখাদিভিঃ) বৃতা চ সা রাধা উচ্চৈঃ প্রিয়ং জগৌ (তন্মামকীর্ত্তনং
কৃতবতী) ॥ ১৭০ ॥

অজ্ঞভবঃ (ব্রহ্মা) অপি তৎ ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনাং নবদম্পতীনাং মূৰ্দ্ধস্থ যৎ
রত্নং (তৎ স্বরূপং)—দগ্ধস্য স্মরাঙ্গস্য ঘটনায়াং (নিৰ্ম্মাণ-বিষয়ে) উন্নতং
সিদ্ধং চ তত্ত্বং (তৎস্বরূপং) তথা লীলাবিলাসানাং নবং যৎ সর্জনং তস্য
বেধাঃ (বিধাতা) তৎস্বরূপং, তদ্ যুগ্মং বর্ণয়িতুং ন শক্তঃ ॥ ১৭১ ॥

ইতি রসাত্তাং (রসযুক্তাং) বিলসিতস্য (বিলাসস্য) বার্ত্তাং রহসি
পরিনিশম্য কুন্দবল্লী আনন্দসিন্ধৌ নিমগ্নাভবৎ । অথ (অনন্তরং) সা

ও সাত্ত্বিক মুখ্যভাবরাজিতে সুবিহ্বলা শ্রীরাধা প্রাণ-সখীগণ
কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রিয়তমের নামাবলি কীর্ত্তন
করিতে লাগিলেন ॥ ১৭০ ॥

ত্রিভুবন মধ্যে নবদম্পতি শিরোরত্ন, দগ্ধ কামদেবের অঙ্গ
যোজনা বিষয়ে উন্নত সিদ্ধতত্ত্ব স্বরূপ, লীলা বিলাসাদির
নব-রচনার বিধাতা-সদৃশ—সেই যুগল কিশোরের বর্ণনা
করিতে ব্রহ্মা ও অসমর্থ ॥ ১৭১ ॥

কুন্দলতা এই রসময়ী বিহার-বার্ত্তা নিজ্জনে শ্রবণ করিয়া
আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্না হইলেন । তিনি নিজসখী স্মুখীর সহিত

দ্রুতমথ নিজসখ্যা সা সমৃদ্ধা তয়াহুকা
তদিহ মিথুন-রত্নং দ্রষ্টুমুৎকা চচাল ॥ ১৭২ ॥

দধ্যাদি-দান-নব-কেলি-রসাক্রিমধ্যে

মগ্নং নবীন-যুব-রত্নযুগং ব্রজস্র ।

*নন্দালি-হৃদ মুদিত-দ্যুতি গৌরনীল

মক্কোহপি লুন্ধ ইব লোকিতুমুৎসুকোহস্মি ॥ ১৭৩ ॥

রাধা-মাধবয়ো দানকেলিচিন্তামণিঃ গিরৌ ।

লন্ধমন্ধেন বীক্ষন্তাং শ্রীমদ্রূপগণাঃ প্রিয়াঃ ॥ ১৭৪ ॥

তয়া নিজসখ্যা সমুখ্যা অন্ধা (সাক্ষাৎ) সমৃদ্ধা (মিলিতা) ইহ তৎ মিথুন-
রত্নং (কিশোরযুগলং) দ্রষ্টুম্ উৎকা (উৎকণ্ঠিতা) সতী দ্রুতং চচাল ॥ ১৭২ ॥

দধ্যাদীনাং যৎ দানং তস্য নবকেলিঃ সঃ এব রসাক্রিঃ তস্য মধ্যে মগ্নং—
নন্দালীনাং (প্রিয়নন্দসখীনাং) হৃদং (হৃদয়গ্রাহি)—উদিতা দ্যুতিঃ (কান্তিঃ)
যয়ো স্তৎ, তথা গৌরনীলঞ্চ ব্রজস্য নবীনযুবরত্নযুগং লোকিতুং অন্ধঃ অপি
লুন্ধ ইব উৎসুকঃ অস্মি ॥ ১৭৩ ॥

গিরৌ (গোবর্দ্ধনে) অন্ধেন লন্ধং রাধামাধবয়োঃ দানকেলিচিন্তামণিঃ
প্রিয়াঃ শ্রীমদ্রূপগণাঃ বীক্ষন্তাং (আশ্বাদয়ন্ত—ইত্যর্থঃ) । অন্ধেনেত্যেনে
শস্য দর্শনাসামর্থ্যং দৈত্বেন জ্ঞাপিতম্ । শ্রীমদ্রূপগোশ্বামি-চরণারবিন্দানু-
গতরসিকজনা এবাস্য গ্রন্থরত্নস্য তাৎপর্যাবধারণায়ালমিত্যপি ত্বেতিতং ।
অনেনাধিকারি-নির্ণয়োহপি কৃতঃ ॥ ১৭৪ ॥

মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎই এই যুগল-কিশোরকে দর্শন করিতে
উৎকণ্ঠিত হইয়া চলিলেন ॥ ১৭২ ॥

দধি প্রভৃতি দান বিষয়ক নব কেলিরস সমুদ্রে নিমগ্ন—
নন্দসখীগণের মনোজ্ঞ, গৌরনীলাত্মক-দ্যুতিশীল ব্রজের নবীন
যুবরত্ন যুগলকে অবলোকন করিবার জন্য এই অন্ধও আমি
লুন্ধব্যক্তির মত উৎসুক হইয়াছি ॥ ১৭৩ ॥

এই অন্ধ ব্যক্তি শ্রীগিরিগোবর্দ্ধনে শ্রীরাধামাধবের “দান

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ ।

শ্রীমদ্রূপ-পদান্তোজ-রজোহং শ্রাং ভবে ভবে ॥১৭৫॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামি বিরচিতঃ—

শ্রীদানকেলিচিন্তামণি নাম প্রবন্ধঃ সম্পূর্ণঃ ॥

দন্তৈঃ তৃণম্ আদদানঃ (গৃহ্ণন্) ইদং পুনঃ পুনঃ যাচে— যৎ অহং ভবে ভবে (প্রতিজন্ম) শ্রীমদ্রূপপদান্তোজরজঃ শ্রাম্ ॥ বিবিধরসসিদ্ধান্তসাগরং প্রদর্শ্য নিম্প্রত্যাহরসনিম্পত্তৌ তথা রসরাজিসুপরিবেষণে চাদ্বিতীয়াঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদাঃ খলু গোড়ীয়বৈষ্ণবমাত্রাণামেব জীবাতবঃ—কিমুত তেষাং তচ্চরণারবিন্দৈক-শরণানাং শ্রীদাসগোস্বামিমহানুভাবানামিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৭৫ ॥

প্রেরিতো ললিতা-শক্ত্যা মোহাক্রমতিরপ্যয়ম্ ।

মূল-গ্রন্থস্য তাৎপর্য-ব্যাখ্যায়াং লব্ধ-সাহসঃ ॥ ১ ॥

তৎপাদ-নলিনীধূলি-কারুণ্যলেশলুক্ককঃ !

যদত্র প্রালপং মূঢ়ঃ ক্ষমন্তাং তে কৃপাকরঃ ॥ ২ ॥

বসুবাণমিতেশাকে গজচন্দ্র-সমন্বিতে ।

নবদ্বীপে নিবসতা কেনাপ্যয়ং কৃতোহন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীদানকেলিচিন্তামণিব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥*॥

কেলি চিন্তামণি” লাভ করিয়াছে । প্রিয় শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর (অনুগত) জনগণ ইহা বিশেষভাবে দর্শন (আশ্বাদন) করুন—এই প্রার্থনা ॥ ১৭৪ ॥

দর্শনে তৃণ ধারণ পূর্বক পুনঃ পুনঃ এই যাচ্ঞা করিতেছি যে আমি যেন জন্মে জন্মে শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর পাদপদ্মের রজঃ (ধূলি) হইতে পারি ॥ ১৭৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত

শ্রীদান কেলি চিন্তামণির

• আক্ষরিক

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীমদ গুরবে সমর্পণমস্ত ।

বিজ্ঞাপন ।

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত

১। শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত—

১ম হইতে ১৭শ শতক পর্য্যন্ত—মূল্য ৫১০

শ্রীল দাস গোস্বামী কৃত

২। শ্রীদানকেলিচিন্তামণি

মূল্য ১০

[ডাকব্যয় স্বতন্ত্র]

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযামিনীমোহন সেন, কবিরাজ

শ্রীগোপীনাথ বাজার, শ্রীবৃন্দাবন ।

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী-

মহাশয়ের গ্রন্থাবলি ।

১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্দর্ভ ও শ্রীশ্রীগদাধর সন্দর্ভ—

মূল্য ১৮

২। শ্রীবৈষ্ণব ত্রতদিন ব্যবস্থা

মূল্য ১০

[ডাকব্যয় স্বতন্ত্র]

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীল গোষ্ঠজীবন গোস্বামী

পোঃ—আড়িয়াল, ঢাকা ।

